পরাগ

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত
প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক
এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা।
১৩২০

PRINTED BY S. A. GUNNY
at the Alexandra S. M. Press, Dacca.

ভূমিকা

এই গ্রন্থে যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইল তাহা আট বৎসর পূর্ব্বের লেখা। কয়েকটিমাত্র কবিতা পূর্ব্বে ভারতী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী ও সুপ্রভাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকী কবিতা নূতন। "আকাশ" নামে একটি সুদীর্ঘ কবিতা সামবেদীয় মন্ত্রব্রাহ্মণের তিনটি ঋকের ইঙ্গিতেই প্রথমে লেখা হইয়াছিল। আজকাল এরূপ দীর্ঘ কবিতা অনেকের প্রীতিকর হইবেনা আশঙ্কা করিয়া উহা গ্রন্থের শেষভাগে নিবিষ্ট করিয়াছি।

আমার জনৈক সহৃদয় বন্ধুর ঐকান্তিক অনুরোধেই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইল; অন্যথা ইহা কখনও প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ।

এই কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের এক দুঃখকর স্মৃতি চিরদিন জড়িত থাকিবে। আমি বহুবর্ষ যাঁহার পদপ্রান্তে থাকিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যাঁহার দেবোপম চরিত্রের নীরব মহিমা আমাকে সর্ব্বদা মনুষ্যত্বের পথে নিয়াছে, আমার সেই

পিতৃপ্রতিম দেবতা ৺ নগেন্দ্র কুমার রায় সেদিন মাত্র আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার এই প্রথম উদ্যম দেখিলে আজ তিনি কত সুখী হইতেন! তিনি জীবিত থাকিলে আমার এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থখানিও আজ তাঁহার কত আশীষ লাভ করিত! আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেক শিরা, উপশিরায় তিনি যে অমৃতরস সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহার এক কণাও যদি আমার স্বদেশবাসী এই সকল অক্ষম কবিতার মধ্যে দেখিতে পান, তবে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

নানা অপরিহার্য্য কারণে এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে ভ্রম রহিয়া গেল। আশা করি পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ। ১৩২০

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত

বিশ্ব-সাহিত্যের বরেণ্য সাধক ও কবি,
বঙ্গজননীর ক্ষণজন্মা অমরসন্তান শ্রীযুক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

ওগো বিশ্ব-হৃদয়ের বরণীয় কবি!
চিদাকাশে এসিয়ার নবোদিত রবি!
তোমার আনন্দভুক্ চিত্ত হ'তে পুণ্যরশ্মিরেখা
মহামানবের প্রাণে আঁকিয়াছে জ্যোতির্ম্ময় লেখা;
যার মাঝে হৃদয়ের শান্তসোম হোমগন্ধে ভরা
অমৃতের ভোগবতী ত্রিধা পথে ছুটেছে মুখরা!
হে কবি, হে ভারতের তপঃ-পুষ্ট শিশু সত্যকাম,
আত্মার সাগর-ধ্বনি কণ্ঠে তব, ছন্দে তব সাম;
বাণী তব পুষ্টিভরা, দেশ-পণ্য-ধর্ম্মের সংগ্রামে,
অদ্বৈত শান্তির রস উৎসারিছে বিশ্বানরপ্রাণে!
তাই আজ নিখিলের কামরূপা কলা-লক্ষ্মী-বালা
পরায়ে দিয়াছে দেব, গলে তব বৈজয়ন্তী মালা!
এ আনন্দে, এ গৌরবে পরিদীপ্ত জননী আমার;
ত্রিশকোটি হৃদি ছাপি ছুটে তাঁর হর্ষপারাবার!
আমি অকিঞ্চন অতি; তবু ছুটে এনেছি বহিয়া
এই অর্ঘ্য প্রাণভরা, তব তরে যতনে রচিয়া।

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ, ১৩২০

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত

পরাগ।

নিত্যপূজা।

যুগযুগান্তর ধরি' চক্রনেমিক্রমে,
শত আবর্ত্তের মাঝে,—জনমে জনমে,
জনপদে শৈলসিন্ধুসরিৎকান্তারে,
তোমারে পূজিয়াছিনু কি কি উপচারে,
মনে নাহি, অয়ি দেবি, জননি আমার !
আজি এই ঊষালোক-অরুণা ধরার
বৃদ্ধবট, গিরিশির গলিত কাঞ্চনে
সদ্যঃপরিস্নাত, স্নিগ্ধ ;—কৌষেয়-বসনে
ব্রাহ্মণবটুর মত স্থির অবিচল !
বাপী-হ্রদ-সরসীর স্বচ্ছ নীলজল,

পরাগ।

তরল আনন্দসম শ্যামা প্রকৃতির ;
বিচিত্রকুসুমদাম,—প্রকৃতিলক্ষ্মীর
পূর্ণ মধুপাত্র যেন ; শান্ত সমীরণ
জননী-পরশ সম,—পশিছে মরম।
লতাকিশলয়গুলি স্নিগ্ধ, শ্যামল,
যেন তারা স্নাতপূত পেয়ে শান্তিজল,
তপস্বিনী ধরণীর কমণ্ডলু হ'তে !
সবি' পরিপূর্ণ করি' নিখিল জগতে
বিরাজিছে শরতের মৌন নভস্তল
ভিন্নাঞ্জনসম নীল, প্রসন্ন, অতল !
অই অভ্রপোতগুলি দূর নীলিমায়
বালাতপে রক্ত-শির,—আকাশগঙ্গায়
যেন ঐরাবতশিশু, কুম্ভদেশ' পরে
স্বরগসিন্দূররাগ ; পূরব অম্বরে
উষার লাবণ্য হাসি তরঙ্গ লীলায়
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছে দিগন্ত-সীমায় !

পরাগ।

বনান্ত প্লাবিয়া দূরে বিমল রাগিনী
বিহগের কল-কণ্ঠে ; দিগন্তরঙ্গিনী
বিলাসিনী দিগ্বধূরা যেনগো উল্লাসে,
সুকুমার কম্বুকণ্ঠে কম্পিত উচ্ছ্বাসে,
গাহিতেছে অয়ি মাতঃ, তোমার বোধন !
হেরি' দেব-ভোগ্য এত ধ্রুব আয়োজন
ধরণীতে, মহাকাশে, বিশ্বচরাচরে,
ছুটিয়া এসেছি আজ আকুল অন্তরে
তোমার মন্দির-মূলে, ফেলিয়া সুদূরে
মোর তুচ্ছ কেলি-গৃহ বিশ্ব-অন্তঃপুরে !
নিভৃতে বসিয়া হেথা, হে দেবি, জননি,
একি এ উৎসব-কলা রচিছ আপনি
নিজ নিত্যপূজা তরে ; এই সৃষ্টিধারা
বিচিত্র জীবনলীলাচিরকলস্বরা,
নিশিদিন ছুটিয়াছে করি' ছল ছল
চুমিয়া বিনীতগর্ব্বে তব পদতল !

আসিয়াছে, আসিতেছে, কত নরনারী,
ক্ষুদ্র হৃদিকোষে বহি' অভিষেকবারি
তোমারি পূজার তরে ; দূর্ব্বা, বিল্বদল,
অক্ষত, চন্দন, ধূপ, মন্দাকিনী জল
কত ভক্ত আহরিছে করি প্রাণপণ ;
সংসারকণ্টকমাঝে লোহিতচরণ,
হইতেছে অগ্রসর তোমার আশায় !
সফল, সার্থকজন্মা মানে আপনায়
তোমার পরশে কেহ, কেহ বা দরশে।
হে জননি, বিশ্বতন্ত্র উৎসবের রসে
রেখেছ ডুবায়ে ; লক্ষকোটি জনস্থান
রেখেছে অখণ্ড করি' তব স্তবগান,
অসংখ্য উদাত্তকণ্ঠে কল্পান্ত ধরিয়া !
তোমারি উৎসব-মদে অনিশ মাতিয়া
জনক, জননী, জায়া, অপত্য, ভগিনী
দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধি পালিছে ধরণী !

পরাগ।

তুমি একা সনাতনী, সাজি' বরাভয়ে
রহিয়াছ নিখিলের নিভৃত নিলয়ে ;
লক্ষ্যহীন, বন্ধহীন, শতকোটি প্রাণী
রেখেছ বিরাট, স্নিগ্ধ, প্রাণবলে টানি'
কেন্দ্রমুখে। প্রতিষ্ঠিত তোমাতে সকলি !
কত বিশ্ব-পুরোহিত ভরিয়া অঞ্জলি
বিশ্বের মঙ্গল-অর্ঘ্য তোমার চরণে
নিবেদিছে ; কত ঋষি বদ্ধযোগাসনে
তোমার কল্যাণী মূর্ত্তি করিয়া দর্শন
ভূমা-রসে নিশিদিন সমাধি মগন !
ললিত-বরণে কত চিত্রকর, কবি
আঁকিতেছে সুকুমার তব মুখচ্ছবি ;
তোমার বিশ্বতো-বাণী, বিশ্বতোনয়ন,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-লীলা প্রাণরসায়ন,
কবিরা আঁকিছে যত্নে শতবর্ণধারে,
সনাতন ধ্বনিভরা কান্ত কাব্যাগারে।

পদ্মরাগ।

কতই বাল্মীকি, ব্যাস আসি এ ধরায়,
অম্লানপঙ্কজমালা তোমার গলায়
দিয়ে গেছে ! পূর্ণপাত্র প্রেমযজ্ঞশালে—
এ বিশ্বের সতী-নারী, কত পুরাকালে
প্রাণের সর্ব্বার্থ, বল, সর্ব্বস্ব তাহার—
পতিপ্রেমে, পূজে গেছে চরণ তোমার !
সীমন্তসিন্দূররাগ সযত্নে মুছিয়া,
তোমারি চরণতল দিয়াছে রাঙিয়া !
ব্রহ্মাণ্ডের পুণ্যব্রত সকল ব্রাহ্মণ
তোমার অঙ্গনতলে করে বিচরণ,
লোকতন্ত্রে, শান্তিমন্ত্রে করিয়া দীক্ষিত ;
রক্ষাব্রত ক্ষত্রিয়ের হৃদয়, চরিত,
রক্তশতদলসম পাদপীঠে তব
শোভিছে যুগান্ত ধরি' ; রাজর্ষি সকল
প্রজার মঙ্গলকল্পে সর্ব্বস্ব সম্বল
সঁপিছে তোমায় দেবি, রাজরাজেশ্বরি !

কত গার্গী প্রাণপণে দিবসশর্ব্বরী
আজীবন থাকি' তব পদে নিবেদিতা,
তোমার বন্দনা গাহি' জগদ্-বন্দিতা।
কতগৃহী সাধি' নিত্য কাজ আপনার
অজ্ঞাতে তুলিছে ফুল তোমার পূজার ;—
মঙ্গল-আরতি তব যবে উঠে বাজি'
বিস্ময়ে নেহারে তার ভরে' গেছে সাজি।

একি হেরি ? দেবি, তব মন্দির-পশ্চাতে,
ধরণীর ঘনঘোর, সুপ্ত মধ্য-রাতে
কত কংস, জরাসন্ধ, ক্রূর দুর্য্যোধন,
বলান্ধ অসুর বৃত্র, প্রমাথী রাবণ,
অকাতরে আপনার হৃদয়-শোণিতে
পূজে গেছে অগোচরে, হে বিশ্বপূজিতে !
এ পূজা তান্ত্রিক পূজা,—এ'রা বীরাচারী ;
এরা তব প্রিয়তম, গোপন পূজারী ;—

পরাগ।

মূর্ত্তিমান্ ধ্বংস সম, লুব্ধ, হিংস্র বলে
তোমারে লঙ্ঘিতে গিয়া, তব পদতলে
বন্দী হয়ে, বলি দিয়ে সর্ব্ব পরিবার,
তোমারি মহিমা দেবি, করেছে প্রচার!
পূতনা, তাড়কা, আর শূর্পণখা কত
আসি হেথা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত,
সমগ্র ধরণী এই, খর্পর-কপালে
আচ্ছন্ন করিতে গিয়া, সর্ব্বঅন্তরালে
নিজ রক্তে, মাংসে, মেদে, ওগো বিশ্বরাণি,
নির্ম্মিয়াছে অভিনব তব রাজধানী।
দেহে প্রাণে সবে মিলি, দৈত্য-দেব-গণ
সুপ্রতিষ্ঠ করিতেছে তব সিংহাসন।
পূজে তোমা সবে মিলি' দেবতা অসুরে,
ধূলিতে কেহ বা, কেহ পরাগ-কেশরে!
কত অবধূত, কত যতি, ব্রহ্মচারী,
কত কাপালিক, কত চীরদণ্ডধারী

পরাগ।

দেবব্রত যোগী, সবে মিলি এ ভূতলে
মহাকুম্ভমেলা তব রচিছে সকলে;
শতবন্ধে আলিঙ্গিয়া এই বিশ্বপুর
তোমারি পূজায় রত শকুনি, বিদূর।
বিরাজিছ অয়িধ্রুবে, অয়ি পরাৎপরে,
সর্ব্বমঙ্গলার মূর্ত্তি বিশ্বপদ্ম প'রে;
অণু-পরমাণু মাঝে রহিয়াছ তুমি
শত বাহু জড়াইয়া এই কর্ম্মভূমি!

মূর্খ আমি,—রিক্তাঞ্জলি অজ্ঞাতে রচিয়া
রয়েছি বিস্ময়ে মাতঃ, তোমায় চাহিয়া!



সন্ন্যাসিনী।

তোরা চিনিলিনে তা'রে ; দূর ক'রে দিলি উপেক্ষায়,
দ্বার হ'তে অকাতরে ধিক্কার বরষি' !
সে যে মোর চির-শ্যামা,—পুণ্যধারা হৃদয়বেলায়
কল্পান্তের পরিণীতা, পাবনী প্রেয়সী !

তোরা যে বাহির নিয়ে প্রাণপণে মত্ত, উল্লসিত,
তোদের সর্ব্বস্বধন বসন-ভূষণ,
ধূলি-ভস্ম-অনুলিপ্ত দেহ-পাত্রে চির-লুক্কায়িত—
জানিলিনে কত আছে অমৃত-রতন !

কেন তোরা ভুলে' যাস্ দেবালয় দুয়ারে বসিয়া,—
তোরা যে প্রহরী মাত্র অবোধ, অজ্ঞান ?
ধায় যারা তপ্তবুকে পূজিবারে, মন্দিরে পশিয়া,
কি সুখ লভিস্ বল্ করি প্রত্যাখ্যান ?

এই যে তাড়ায়ে দিলি, দীনহীন ভিখারিণী বলি',
ছিন্নকন্থা, জীর্ণচীরে ঢাকা গৌরদেহ ;
শোন্ তার পরিচয়,—পুরাতন কাহিনী সকলি ;
সে কোন্ অদ্ভুত নারী, কোথা তার গেহ !

সুবিচিত্র জীবনের শতমুখ আবর্ত্তের তলে
যখন পড়িনু আসি প্রথম নূতন,
আদি জন্মশৈল-বাহী খরস্রোতে যবে পলে পলে
জটিল-জীবন-জালে বিজড়িত মন ;—

সে কোন্ সুদূর যুগে,—মনে নাহি, সে কোন্ উষায়,
যখন বিস্ময়রসে বিশ্ব সরসিয়া,

গড়িয়া মোহিনী মূর্ত্তি বর্ণধ্বনি-বিচিত্রা ধরায়
মজিয়ে, বিহ্বল বুকে ছিলাম চাহিয়া ;

তখনো পড়েনি দৃষ্টি সীমাহীন হৃদয়ের কূটে,
ছল ছল উচ্ছ্বসিত, অগাধ সাগরে ;
তখনো বুঝিনি ভাল,—নিত মোরে দুটি পক্ষপুটে,
অন্তরের বৈনতেয় বিশ্বচরাচরে।

যে প্রভাতে পরিচয় হয়ে গেল অন্তরে বাহিরে,
তখন হেরিনু এক জ্যোতির্ম্ময়ী বালা ;
নিসর্গ-নির্ম্মল-হাস্যে ডাকিতেছে অন্তর-মন্দিরে,
শ্বেত শতদলে ভরি' হৃদয়ের ডালা।

তাহার দরশে এক অপূর্ব্ব, অলোক রাজধানী
ফুটে উঠেছিল মোর গুপ্ত প্রাণতলে ;
পরিচ্ছন্ন মহিমায় বালা তথা দাঁড়াইয়া রাণী ;
অযত্ন বিলাস-লীলা সর্ব্বাঙ্গে উছলে।

নির্ম্মল নীলিমাসম সুপ্রসন্ন আননে তাহার
অনন্ত জগৎ কত ছিল লুক্কায়িত ;
ছিল তার মধুভরা, কলস্বরা কণ্ঠে সুকুমার
জন্মান্তের পরিচিত সহস্র-সঙ্গীত।

"শুনেছি, পূজারি তুমি", কহিল সে, "এই দেবালয়ে ;
চল গো পূজিব গিয়া দেবতা দুজনে ;"
দ্বিধা-বিকম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসিনু দূষিত বিস্ময়ে :—
"দ্বিজ কন্যা তুমি বালে ?—তা'নয় কেমনে—"

অধোমুখে কিছুক্ষণ পদনখে পীড়িয়া ধরণী,
বিমুক্ত, কুঞ্চিতকেশ ধীরে অপসারি',
চাহিয়া আকাশ পানে, বলে গেল—"হে জীবন স্বামী,
শক্তিদাও, হ'তে তব পূজা-অধিকারী"।

আজো জাগে প্রাণে সেই সুনির্ম্মল, শাণিত, ধিক্কার ;
সেদিন হইতে আছি এ দেবমন্দিরে ;

প্রতিদিন আসে যারা হেথা বহি' পূজা-উপচার,
সকলের পূজাভার বহি' আমি শিরে।

পূত পূজার্থিনীবেশে স্নান-সিক্ত, মুক্ত দীর্ঘকেশে,
দেহতটে বহি শ্যাম, সৌন্দর্য্য উদার,
পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ জীবনের প্রসন্ন উচ্ছ্বাসে,
আর আসিলনা বালা দুয়ারে আমার!

শুনিনু গো একদিন সবিস্ময়ে,—প্রতি মধ্যরাতে
থাকি' যবে অচেতন গভীর-নিদ্রায়;
আসিয়া ভৈরবী এক রক্তাম্বরা, আপনার হাতে
নিভৃতে পূজিয়া যায় দেবী প্রতিমায়!

তখনো হয়নি সন্ধ্যা;—অন্ধকার দিগ্বলয়-পারে
তখনো বাজেনি শঙ্খ, আরতি সন্ধ্যার;
ভৈরবীরে স্বপ্নসম নেহারিনু ক্ষণেকের তরে,—
আমার মানসলোকে, আত্মায় আমার;—

বহুনিশি অনিদ্রায় কেটে গেল তাহার আশায় ;
সে তেমন আসিল না আর কোন দিন ;
পরিজীর্ণ-দেহ নিয়ে পরিশেষে পড়িনু শয্যায় ;
বলে সবে,—বহুদিন ছিনু জ্ঞানহীন ।

ছিল গো জননী মোর—বয়ঃক্রম অশীতি বরষ ;
স্নেহসার শীর্ণ দেহে বসি' মোর পাশে,
দিবারাত্রি অকাতরে বুকে মোর ঢালি' প্রাণরস,
সুস্থ করিতেন মোরে অঞ্চলবাতাসে ।

শুনিয়াছি,—ছিনু যবে জ্ঞানহীন বিকার-বিহ্বল,
প্রাণতলে বিশ্বলেখা গেছিল মুছিয়া ;
নিত্য পাগলিনী এক আঁখিভরা বহি' অশ্রুজল,
বয়োজীর্ণা জননীরে যে'ত আশ্বাসিয়া ।

যবে বৃদ্ধা জননীর শ্রমভারে সরিতনা বাণী,—
সেই পাগলিনী আসি' দেবাশীষ প্রায়,

অযুত, মধুর ছলে ভুলাইয়া মার হস্তখানি,
অশ্রান্ত থাকিত রত মোর শুশ্রূষায়।

যে দিন জ্বরের মোহ প্রাণ হ'তে গেল গো সরিয়া ;
নিরখিনু,—ধরণীর অঞ্চল উদার,
জননী-আনন্দরূপে, ফলে, পুষ্পে আছে গো ভরিয়া ;—
সে দিন হইতে সে যে আসিল না আর !

জননী তাহার কথা শত মুখে কহিতেন মোরে ;
আমি শুনিতাম শুধু মুদিয়া নয়ন ;
আত্মার হৃদয়-তলে, সুবিজন আনন্দের ঘোরে,
যেন বুঝিতাম তার স্পর্শ সঞ্জীবন।

জীবনের নবসূর্য্যোদয়ে বালা যাহারে পূজিতে,—
আমায় ডাকিতেছিল হৃদয় খুলিয়া ;
সেই ধ্রুবদেবতার হৃদিমাঝে তাহারে লভিতে,—
আমার যৌবনমন দিয়েছি সঁপিয়া।

তোরা চিনিলিনে তারে ; দূর করি' দিলি উপেক্ষায়,
দ্বার হ'তে অকাতরে ধিক্কার বরষি' !
সে যে মোর চিরশ্যামা, দাবদগ্ধ হৃদয় বেলায়,
কল্পান্তের পরিণীতা, পাবনী প্রেয়সী।



পল্লী সন্ধ্যা।

আমার জগৎ আজি প্রসন্ন সন্ধ্যার
অরুণ অঞ্চললীলা বহিতেছে শিরে ;
পীতবাস-পরিহিতা দেবকন্যাগুলি
সুবর্ণ-সোপান রচে প্রতীচীর তীরে !

গ্রামে গ্রামে সুপ্তি যেন ছড়াইয়. যায়,
গৃহমুখী পাখীদের অলস কূজন ;
শ্রান্তির বিজন-স্নিগ্ধ অন্তরাল হ'তে
শান্তির অলকগন্ধে ভরিছে জীবন।

পরাগ।

বর্ষীয়সী সুন্দরীর আননের মত,
প্রশান্ত, উদার, মৃদু, স্থির মহিমায় ;
শ্যামায়িত মুখখানি পল্লী-প্রকৃতির
হতেছে গম্ভীর, ধীর, ধূসর সন্ধ্যায়।

দিবসের শতমুখী কোলাহল-ধারা,
ক্ষীণ, পরিক্ষীণ হয়ে আসিছে মিশায়ে ;
খণ্ড খণ্ড অন্ধকার জমিতেছে ধীরে,
ঘন আম্র-বকুলের সুনিবিড় ছায়ে।

স্তনন্ধয় শিশুসম জননীর বুকে,
শান্তশ্যামা বাঙ্গালার আমি পল্লীবাসী !
আঁখি মুদি' এ সন্ধ্যায় করিতেছি পান
শত শান্তা জননীর স্নিগ্ধ স্নেহরাশি।

এ সৌভাগ্যে হৃদয়ের আনন্দ অপার,
ধরেনা, ধরেনা মোর মাটির কলসে ;

পরাগ।

এমন গহন শান্তি, দীপ্ত বিজনতা,
শ্লথ করে মর্ম্মবন্ধ সহস্র পরশে।

আবেশ-জড়িত বুকে বিকল, অবশ,
যেন ধীরে ভেসে যাই দেবস্থলীপানে ;
কলকণ্ঠী প্রকৃতির কুহু কুহু রবে,
সহস্র-পুলক-বেগ শিহরে পরাণে

দিগন্ত ডুবায়ে গেছে লহরে লহরে,
কৃষক-আনন্দসম হরিৎ-প্লাবন ;
তার মাঝে ভাসিতেছে ক্ষুদ্র গ্রামখানি,
মার কোলে সদ্যোজাত শিশুর মতন।

প্রতি সন্ধ্যাকালে আসি' গ্রামের সীমায়
বসে' থাকি এই জীর্ণ অশ্বত্থের মূলে ;
লক্ষ্মীর অঞ্চল-সম উদার প্রাঙ্গন,
আমারে জড়ায়ে রাখে শ্যামল দুকুলে।

কি আনন্দ, কি নিভৃত স্পর্শ, সুকুমার !
        হেথা না আসিলে ওগো, বুঝিবেনা কেহ ;
হেথা পল্লী-প্রকৃতির কুটিরে, অঙ্গনে
        আছে কত উপচিত প্রীতি-প্রেম-স্নেহ।

সান্ধ্যবায়ে লীলায়িত, শ্যাম শস্যচূড়া,
        সুললিত শতভঙ্গে করে পরিহাস ;
মানবের চিরারাধ্য সুরনগরীর,
        কোটিরত্নপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্য-বিলাস !

অগণিত গ্রামভরা এই বঙ্গদেশে,
        এমন সন্ধ্যায় কত কৃষিবলগণ,
লঘু প্রাণে, তুলি' তান সমুচ্চ গান্ধারে,
        ফিরিতেছে গৃহাশ্রমে অলস-চরণ।

অযত্নবিলাস-বেগে কল ছল ছল
        পল্লীর হৃদয়সমা গৃহবধূজন,

জ্বালিছে প্রদীপ-শিখা সরল, উজ্জ্বল,
সায়ন্তনী শান্তি-ভালে তিলক মতন !

সন্ধ্যাকালে দীপ হাতে স্তব্ধ দেবালয়ে,—
হের ওগো, একবার গৃহস্থ-রমণী ;
সবল আনন্দতলে কঠিন, স্বাধীন,
যেন গো জাগিয়া আছে অলৌকিক বাণী !

সরসীসোপানে কেহ কলস লইয়া,—
সলিল-দর্পণ-তলে ঘন নীলিমার
হেরি' অভিরাম ছায়া, করিতেছে মনে
দূরগ্রামে জননীর হৃদয় উদার !

হে জননি, মুখে মুখে বুকে বুকে তোর
পান করে কৃষকেরা অমৃত-মদিরা ;
মাতৃসমা কত গাভী, কজ্জল-বরণা,
তব স্তন্যে প্রপীড়িতা, স্নিগ্ধ-বহুক্ষীরা !

শ্রমশান্ত কৃষকের সায়াহ্ন-জীবনে
যে দীপ্ত, আনন্দ-মূর্ত্তি ঋজু, নির্ব্বিকার,
মিলিবেনা, মিলিবেনা, হে মুগ্ধ মানব,
তাহার কণিকামাত্র মকুটে রাজার!

রুদ্রবিস্ফোটক-সম, তীব্র-জ্বালাময়,
প্রকৃতির বুকে পড়ি' সহস্র নগর;
বিচিত্র কলুষ ভরা, রাক্ষসী ক্ষুধায়,
ধড়ফড় করিতেছে অনন্ত প্রহর!

গিরিব্রজ, শূরসেন, পাঞ্চাল, পুষ্কর,
অবন্তী, বনায়ু, অঙ্গ, বিশালা, কোশল,
কোথা আজি ভারতের প্রাচীন নগর?
কোথায় তাদের ক্ষিপ্ত, মুগ্ধ কোলাহল?

কেলিকলাপরিশ্রান্ত শিশুর মতন,
তাদেরে রেখেছ তুমি লুকায়ে উরসে;

মাগো, সুহাসিনি, দেবি, সকল কালিমা
ধৌত আজি, নিত্যনব তব স্নেহরসে।

এমন সন্ধ্যায় মাগো, দেব-বরণীয়ে!
শান্ত অপলকনেত্রে রয়েছ কেমন ;—
প্রসারি' শান্তির ধ্রুব, অচল বিস্তার,
সৌম্যা জননীর মূর্ত্ত, মধু আলিঙ্গন।

অযুত বরষ আগে হে কল্যাণি! তব
অচল-যৌবন-তলে যে স্নেহ-সুষমা
অবাধ উছলি' যে'ত, আজিও তেমন,
তোমারে ঘিরিয়া নাচে কোটি তিলোত্তমা

দিগন্তে রচিছে বসি' দেবীতমস্বিনী
মুক্তবেণী-বলয়িত ঘন মসী-রেখা ;
মুরলীর কলালাপ, গ্রামের আরতি,
দিক্‌চক্রে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ ইন্দু-লেখা,

কেমন আয়ত-বলে সমগ্র আমার
নিবিড়, শিথিল করি' আনিতেছে ধীরে ;
নিঃসঙ্গ করিয়া মোর অন্তরের পাখী,
উড়াইয়া নিতে চায় আকাশের তীরে !

ধূম, ধূলি, কোলাহল, নাই, হেথা নাই ;
গ্রামের বাতাস, আর গ্রামের আকাশ,
আনে ওগো, নিরন্তর প্রাণে প্রাণে বহি'
পরিপূর্ণ অসীমের জীবন্ত আভাস !

অই পল্লী-বুকে বসি' মোর প্রিয়তম,
অই পর্ণ-কুটীরের ছায়ায় নবীন,
কৃষক-বালক-বালা-যুবক-রমণী,
স্থূলশিরা, শীর্ণকায়, বৃদ্ধেরা প্রাচীন।

আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে ইহাদের সাথে,
লক্ষস্তন, ক্ষীর-বতী শ্যামা ধরণীর,

করিব দোহন, ওগো, করিব দোহন ;
    চাহিনা বিলাস-মত্ত অমরাবতীর।

এদের নিরীহ, দীপ্ত, অচ্ছিদ্র হৃদয়,
    বনান্ত-বিজনে ফুল্ল কুসুমের মত,
সহজ শ্রমের গর্ব্বে, হেলায়, লীলায়,
    কেমন কঠিন-কান্ত, ঋজু, নতোন্নত !

আদিমাতা শতরূপা, পুত্রপৌত্রগণে,
    যেমন সরল বেশে, সৌম্য মহিমায়,
সাজাইয়া ধরণীর শান্তিবেদীপীঠে
    পূত করি দিছিলেন কর্ম্মের শিখায়,—

আমার ভারতবাসী কৃষকেরা মিলি'
    সেই হোমানলকণা কুটিরে কুটিরে
জ্বালিয়া রেখেছে আজো ; এখনো উজ্জ্বল
    ত্যাগের বিভূতিরাশি তাদের শরীরে।

এসব ঋত্বিক্ ল'য়ে বড় সাধ মোর,
গ্রামান্তে করিব মিলি' শ্যামার অর্চ্চনা ;
ভারতের নর-নারী হৃদয় লইয়া
বিচিত্র পূজার মালা করিব রচনা।

জ্ঞানের প্রদীপ লয়ে দুয়ারে, দুয়ারে
বসিয়া থাকিব মোরা অনেক বরষ ;
যাহাদের আঁখি রুদ্ধ, তাহাদের বুকে
জ্বালাইব অগ্নিময় প্রাণের পরশ !

আমাদের হৃদয়ের তরুণ পরশে,
আত্মার অমিত বলে, পল্লী-প্রকৃতির,
সকল কালিমা, মোহ, লইব মুছিয়া,
আমরা ঘুচাব দৈন্য, দুঃখ জননীর।

ওগো অসহায়, রুগ্ন, শীর্ণ, মূর্চ্ছাতুর,
হের একবার সবে আত্মার গুহায়,

পরাগ।

সকল দুঃখের গ্রন্থি, জ্ঞানের বন্ধন,
সকলি অন্তরে তব, হৃদয়সীমায়।

দিব্য প্রাণমদে মত্ত দীপ্ত, বলীয়ান্,
ভিক্ষুও জগদ্‌জয়ী, গলিত-বন্ধন ;
তাহার নিঃশ্বাসে, বাক্যে, নয়ন-ইঙ্গিতে,
ছুটে কত মহারাজ্যে প্রলয়-পবন !

ভারতে সকলি আছে ; নাই, শুধু নাই,
অপ্রমত্ত, মনোজয়ী, সবল হৃদয় ;
যাহার উদার বাণী, প্রসন্ন-চেতনা,
বিশ্বের কল্যাণ-বেদী করে আলোময়।

আর্ত্তবুকে চায় আজ, সন্ন্যাসী ভাস্বত,
প্রাণবলে ভরপূর কয়টি পাগল,
যাদের আপন-ভোলা হৃদয়-বন্যায়
হীনতার শিলারাশি যাবে রসাতল ;

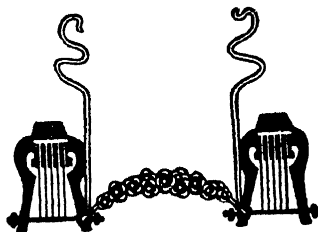
দেহবলে ধরণীরে খণ্ড, খণ্ড, করি'
ক্ষুধায় জ্বালায়ে দেওয়া, নখরে দশনে
সহস্র সংহার-অস্ত্রে থাকা কণ্টকিত,
সাজেনা, সাজেনা আর মানবজীবনে।

চল সবে পশি গিয়া মায়ের কুটিরে,
সর্ব্বরিক্ত দিগম্বর শিশুটির মত ;
ভারত-আশ্রমবাসী কৃষকের সাথে
থাকিব মায়ের বুকে স্তন্যপানরত !

জননীর বুকভরাস্নেহের সাগরে
মোদের হৃদয়মধু ঢালিব নির্ম্মল ;
সিন্ধু, গোদাবরী, গঙ্গা, নর্ম্মদা সলিলে
সনাতন চিত্তধারা গাবে কলকল !

নিবিড় অলক-রাশি রূপসী সন্ধ্যার,
ছড়াইয়া পড়িতেছে হৃদয়ে, আকাশে ;

প্রাণে মোর সুবিপুল বিজন তারার
গভীর আনন্দগতি ঘনাইয়া আসে।



মাতৃবাণী।

(হিজরী ৭২)

"মাগো, মাগো, হের আজি অতি দুঃসময়,"
কহে আবতুল্লা আসি জননী চরণে,
"যা'ছিল সম্বল, সব হইয়াছে ক্ষয়,—
বহু সৈন্য পলাতক পর্ব্বতে, কাননে।
তোমার আদেশ চাহি,—করিব সংগ্রাম ?
কিম্বা সেই খালিফেরে ভেটিব প্রণাম ?"
তখন নিশীথ রাত্রি। নীরব আকাশ।
দূর নগরের মাঝে বিজয়-উল্লাস
থাকি থাকি জাগি উঠে; প্রতিধ্বনি তার
শৈল-প্রাচীরের গায়ে করে হাহাকার!

জননী আস্‌মাদেবী, আকাশের পানে,
আয়ত নয়ন মেলি ; চিন্তাকুল প্রাণে
কোন্‌ দৈববাণী লিখা নক্ষত্র-অক্ষরে
খুঁজিতেছিলেন যেন নীলিমা-সাগরে।
আকুল তনয় তাঁরে পুছে পুনর্ব্বার,—
"মাগো, মা, আদেশ দাও, কি করিব আর ?"
"শোন, বৎস," কহিলেন দেবী মনস্বিনী,—
কণ্ঠস্বরে তাঁর ধ্রুব বিশাল রাগিণী,—
"শোন, বৎস, ধ্রুবসত্য বলি' জান যারে,
তার তরে ক্ষুদ্র প্রাণ তুচ্ছ এসংসারে !
যাহার লাগিয়া তুমি করিতেছ রণ,
মিথ্যা যদি ভাব তাহা, যুদ্ধ অকারণ !"
পুত্রকহে, "মাগো, যবে হব রণে মৃত,
এদেহ সহস্ররূপে হ'বে যে লাঞ্ছিত।"
"ক্ষতি কি ?" জননী কহে, "সেই অপমানে,
আত্ম যে হাসিবে তোর, স্বর্গের সোপানে !"

ব্যর্থ যাত্রা।

কালিন্দীর কূল হ'তে একেলা ব্রাহ্মণ
উপনীত বারাণসী ; তখন প্রভাত।
সাধ তার আজন্মের,—ভরিয়া নয়ন
নেহারিবে মূর্ত্তিমান্ দেব বিশ্বনাথ।

অনাহারে, পথক্লেশে, দিবস-যামিনী
অনিদ্রায় শীর্ণদেহ, অস্থিচর্ম্মসার ;
সারাপথে মনে প্রাণে সেধেছে রাগিণী
গাহিতে বন্দনা-গান ধ্যেয় দেবতার।

তীর্থপথে প্রতিষ্ঠিত পথিক্-নিবাসে
কত নিশি গেছে তার, কত মধ্যদিন ;—
শীত-বৃষ্টি-রৌদ্র-তাপে, শিশিরে, বাতাসে,
ভাবোজ্জ্বল মুখ তার হয়নি মলিন।

জানিতে চেয়েছে কত পান্থজন হ'তে
কোন্ পথে যেতে হয় বারাণসীপুরে ;
হয়ে পথ-পরিশ্রান্ত, দূর, দীর্ঘ পথে
করেছে জিজ্ঞাসা,—"কাশী আরো কত দূরে ?"

পথখেদে পরিশ্রান্ত যবে পান্থশালে
নিদ্রা-বিগলিত দেহ পড়িত ঢলিয়া,
স্বপ্নে হেরি' দেবমূর্ত্তি, কত নিশাকালে
সুপ্তি হ'তে সবিস্ময়ে যে'ত চমকিয়া !

এতদিন রচিয়াছে মনোঃবেদিকায়
যাঁহার অনিন্দ্য মূর্ত্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ,

আসি কাশীধামে আজি ভাবিয়া না পায়,—
কিরূপে সে বিশ্বদেবে দিবে দরশন।

ক্রমে আসি উপনীত অশ্বমেধ ঘাটে;
পশে মন্দাকিনী বুকে করিতে গাহন;
স্থানে স্থানে সমীরিত পুণ্যবেদপাঠে
যেন থেমে যায় তার হৃদয়-স্পন্দন!

চারিভিতে স্নানতরে বহু নরনারী;
কেহ সন্ধ্যারত, কেহ করিছে তর্পণ;
কেহ "মাতর্গঙ্গে", কেহ "জননি!" উচ্চারি'
দেয় ডুব; কেহ উচ্চে গাহিছে স্তবন।

বিস্মিত ব্রাহ্মণ; ভাবে বিহ্বল হৃদয়!
হেরে পূত পদরজঃ তাপস-যোগীর,
কত যুগ যুগান্তের হয়েছে সঞ্চয়,
প্রতি বারিবিন্দু মাঝে সুরতটিনীর!

রক্ত অন্তরীয় খানি করি' পরিধান,
    ব্রাহ্মণ সৈকতপাশে দেখিল চাহিয়া ;—
প্রসন্ন শারদী উষা দীপিয়া বিমান
    রাখিয়াছে শিবপুরী কনকে রাঙিয়া।

ছুটেছে যাত্রীর স্রোত দেবদরশনে,
    ব্রাহ্মণ চলিল সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধসম ;
অসহ পুলক তার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরে,
    উঠে যবে যাত্রীদের "হর হর বম্"।

আসিয়া মন্দির দ্বারে হ'ল সে চঞ্চল,
    কিরূপে পূজিবে তাঁরে, কোন্ উপচারে ;
সে যে অতি অকিঞ্চন—অতি নিঃসম্বল ;—
    কি দিয়ে পূজিবে মূর্ত্ত বিশ্বদেবতারে !

চকিতে আসিয়া এক পূজারি ব্রাহ্মণ
    সুধা'ল—"পূজিতে চাও দেব বিশ্বেশ্বরে ?

"দেখি কি কি আনিয়াছ পূজা আয়োজন ;—
কিছু না ? শকতি নাহি !—যাও চ'লে দূরে !"

বিদ্ধ মৃগসম দ্বিজ সরি গিয়া দূরে,
কহিল কাতরকণ্ঠে চাহি শূন্যপানে :—
"ওগো বিশ্বনাথ, আসি বারাণসী-পুরে
ফিরিতেছি দ্বার হ'তে তোমার সন্ধানে।

"সুদূর পশ্চাতে ফেলি' এসেছি সংসার ;
ক্ষিপ্তসম ছুটিয়াছি কত জলে স্থলে ;
পাব না কি বিন্দুমাত্র করুণা তোমার
হিরণ্ময় পূজাপাত্র মোর নাই ব'লে ?

"ওগো প্রিয়, হৃদয়ের গোপন দেবতা !
ফিরে যাব ? দিবেনা কি মোরে দরশন ?
ফিরে যাব ? শুনিবে না হৃদয়-বারতা;
"অর্ঘ্যতরে নাহি ব'লে রতন কাঞ্চন ?

পরাগ।

"প্রতিদিন হেরে তোমা কত পুণ্যবান্,
শুধু কেন মোর তরে তব রুদ্ধ দ্বার ?
বুঝি তুমি নাহি হেথা ; এ'ত দেবস্থান ;—
কেন এত ধনী দীন হেথায় বিচার ?"

সর্ব্বরিক্ত অপনার অতি দৈন্য-ভারে,
মন্দিরে পশিতে ইচ্ছা রহিল না আর ;
উদ্দেশে প্রণাম করি দেব বিশ্বেশ্বরে,
ফিরিল জগৎপানে,—গৃহে আপনার !

এখনো রমণী তার প্রত্যহ সন্ধ্যায়,
তুলসী-প্রদীপ জ্বালি' তপ্ততৃষাভরে,
চেয়ে থাকে পথ পানে তার প্রতীক্ষায় ;
হায়, সে ব্রাহ্মণ আজো ফিরে নাই ঘরে !



প্রহরী।

আমি এক বিদ্যালয়ে প্রহরী হইয়া
সমগ্র জীবন মোর দিছি কাটাইয়া।
এদেশের শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, বর্ষীয়ান্
সবাই ডাকিত মোরে "হরি দারোয়ান্"।
পূর্ব্বাহ্নে শিশুর স্রোত ছুটিত ইস্কুলে,
অপরাহ্নে গিরিনদীসম যে'ত চলে'
রাখি' বিদ্যাগৃহতল নিস্পন্দ, নীরব।
আমি জানিতাম, এই ছেলেগুলো' সব
প্রত্যেকে আমার প্রভু,—আমি আজ্ঞাবহ;
তাদের দুয়ারে আমি আছি অহরহ
করযোড়ে ত্রিশবর্ষ!

আহো কতদিন!

সবাই করিত মনে, "আমিই স্বাধীন,
চাপ্‌রাশ-উপবীতে, তর্জ্জনে, গর্জ্জনে,
বন্ধমুক্ত রুদ্রদূত পৃথিবী প্রাঙ্গনে।
চিরদিন প্রাসাদের দ্বারদেশে থাকি
রহিব প্রহরী আমি অনিমেষ আঁখি।
তাহাদের হাস্যলীলা, কৌতুকে, বিলাসে
শতদল আনন্দের বিচিত্র প্রকাশে
যে উৎসব অবিরাম রহিত জাগ্রত,
যে নির্ম্মল পুণ্যধারা হ'ত প্রবাহিত
দিকে দিকে, বুকে বুকে, লেশ মাত্র তার
অংশ নিতে নাহি মোর কভু অধিকার।"
সবাই করিত মনে,—পূজা-অবকাশে
হরি যদি যুক্তকরে, আসে দ্বারদেশে—
তা'কে কিছু দিতে হ'বে—আনা দুই চারি ;—
কেননা,—সে আমাদের পুরাণো প্রহরী।

এইভাবে বহুবর্ষ গিয়াছে চলিয়া
অসংখ্য প্রাণের মাঝে একাকী রহিয়া।
শিশুদের সুনির্ম্মল হৃদয়ের স্রোতে
যখনি উদগ্র প্রাণ চাহিত ডুবিতে,
অমনি কৃত্রিম শত সহস্র প্রাচীর,
আমায় আনিত ঠেলি দ্বারের বাহির।
আমি শুধু স্তব্ধ হ'য়ে ভাবিতাম মনে,—
"কেন এরা ঘৃণা করে মোরে অকারণে?"
ছিনু আমি গণ্ডমূর্খ, হইত ধারণা
তারি' তরে বুঝি এরা করে মোরে ঘৃণা।
প্রত্যহ আহ্নিক কালে—আমি যুক্তকরে
এ প্রার্থনা করিতাম কাতর অন্তরে,—
"প্রভো, মোর এ মূর্খতা করি দিয়ো দূর;—
হই যেন জন্মে জন্মে ভবানী ঠাকুর।
তার মত পড়ি' পড়ি' কবীর, তুলসী,
যেন মোর কেটে যায় দিবস ও নিশি।

তা' হ'লে এ বিদ্যালয়ে সব শিশুগণ
কতনা আদরে মোরে করিবে গ্রহণ ."
এইরূপে কত দিন গিয়াছে চলিয়া,
নিত্য নিয়মের পথে।
একাকী বসিয়া
একদিন সন্ধ্যাবেলা ধরেছিনু গান ;
ভজু, মৌজী, রাম শিং, গণপত্ দারান্
আসিয়া বসিল ঘিরি, মোর চারিধার ;
সিদ্ধি বানাইতে মোরে বলে বার বার
কিছু সিদ্ধি পান করি করিনু শয়ন ;
তাহারা গেছিল চ'লে না জানি কখন ;
আমি স্বপ্নে,—অহো তাহা বিচিত্র কেমন !
ভুলিতে নারিব তাহা জনম জনম !—
আমি স্বপ্নে নেহারিনু, নিস্পন্দ বিস্ময়ে ঃ—
"আমি বসিয়াছি যেন ঋষি-গিরি হ'য়ে।
শান্তা সরস্বতী নদী কত কল কলে,

কত ছন্দে সুমধুর, কত লীলা ছলে.
ছুটিয়াছে দিবানিশি ঘিরিয়া, ঘিরিয়া,
আমার যোজন-ব্যাপী দেহ জড়াইয়া।
প্রত্যেক তরঙ্গ'পরে ত্রিশ বরষের
অসংখ্য শিশুর হাসি,—লীলা আনন্দের,
মুদ্রিত হেরিনু আমি ;—কত মধুস্বর
আমার হৃদয়-ভূমি করেছে মুখর !
নিমেষে হেরিনু পুনঃ দিগ্‌দিগন্তরে
অসংখ্য শিশুর দল লহরে লহরে ;—
সব পরিচিত মোর,—সবাই আত্মীয়,
সবাই অমিত প্রাণে অতি রমণীয়।
তাহাদেরে প্রাণপণে বুকে জড়াইয়ে
আছি আমি মুক্তবুকে সিন্ধুসম চেয়ে।
পলে পলে কত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী
ঠিকরি উঠিতেছিল ; কত না রাগিণী
তাহাদেরে গতি-ভঙ্গে হইয়া ঝঙ্কৃত

পরাগ।

করেছিল মনোগৃহ মোর মুখরিত।
তাহাদের প্রাণময় কত হাঁসি রাশি
ফেণসম, পুষ্পসম ঢেকেছে উচ্ছ্বসি'
সকল সর্ব্বস্ব মোর।—সেই শিশুগণ
ধ্রুবজ্যোতি তারা সম লভেছে জনম
আমার মানস লোকে, চলেছে মিলিয়া
পূজাপুষ্পসম সবে ডুবিয়া ভাসিয়া।
একি আনন্দের মেলা,—প্রাণের উৎসাহ!
সহস্র শিশুর বুকে অযুত প্রবাহ.
কোন্ সূত্রে আসি' মোর চিদাকাশ' পর
রচেছে আনন্দ গীতি এমন সুন্দর।"

এত আনন্দের ভার অনিশ বহিয়া,
ছিনু আমি দীন হ'য়ে দুয়ারে বসিয়া!
মোর অন্তর্যামী বসি' হৃদয়অম্বরে
শিশুর হৃদয়লগ্ন সমুদ্রশীকরে

আমার আত্মার মাঝে অমৃত পরশ
ঢালিয়াছে অকাতরে তিরিশ বরষ।

কিছুই জানিনা আমি। এতদিন ধরি
ছিনু এ ঐশ্বর্য্য মাঝে একাকী প্রহরী!
স্পর্শে আজ নিখিলের অমৃতসিন্ধুর
ক্ষুদ্রসীমা গেছে টুটে জীবন বিন্দুর!



বুধু।

সে দিন মধ্যাহ্নে বসি' বুধু দারোয়ান
ছিল পাঠরত কাব্য তুলসীদাসের ;
তার সেই ধীরগতি গানের লহরে
গেল চ'লে যেন দুঃখ জন্মজন্মান্তের।
যবে সে হেরিয়া সীতা উঠিল গাহিয়া
"বচন ন আব নয়ন ভরি বারী",—
তাহারো নয়নতলে সহস্র ধারায়
প্রেম মন্দাকিনীতীর্থ বিস্ময়ে নেহারি'
কহিনু সম্ভ্রমে,—"বুদ্ধু, কাঁদিতেছ ? একি ?"
নতমুখে রহিল সে, নিস্পন্দ, নীরব ;
যেন তার চিত্ততটে, যুগ যুগান্তের
কত মহাসমুদ্রের মত্ত কলরব,
প্রেমে বিগলিত হ'য়ে, ছুটেছে চলিয়া
মোদের হীনতা, দৈন্য বিশ্বে প্রকাশিয়া।



কবি-পরিচয়।

রৌদ্রাতুর বৈশাখের তৃতীয় প্রহরে,
শ্যামা পল্লী-প্রকৃতির প্রসন্ন অধরে,
কি গহন নীরবতা মহিমা-মন্থর!
সিত-মেঘ-মেদুরিত নীলিম-অম্বর
বিকীরিছে প্রকৃতির মৌন-মর্ম্মতলে
জড় অবসাদ-কণা,—প্রতি পলে পলে,
ঝিম্, ঝিম্, ঝিম্ রবে। দিগন্তে সুদূরে
মধ্যাহ্ন কিরণ-জ্বালা; দগ্ধ গ্রামান্তরে
ধীরে উঠে শঙ্খধ্বনি উদাত্তগভীর
মাঙ্গলিক ব্রতশেষে কোন' কল্যাণীর,—

গ্রামময়ী একতান ভকতির মত ।
উর্দ্ধমুখী সেই ধ্বনি স্নিগ্ধ, অনাহত
শত শত প্রতিধ্বনি জাগায়ে পরাণে
ধীরে ধীরে ডুবে যায় অতল মরমে।
কুলে কুলে ভরা শান্তি ! ক্ষুদ্র স্বর্ণগ্রাম
বিপুল অঞ্চলে ভরি' নিভৃত আরাম
নিদ্রা-নিমগন। ঘন আম্রতরুচ্ছায়
ক'খানি কুটীর অই নীরবে ঘুমায়।
ছায়াময় অন্তঃপুরে নীরব, নিথর,
সমাপিয়া গৃহকায, লভি' অবসর
প্রীতির মুকুর সম কুললক্ষ্মীগণ
রচিতেছে অনাকুল আরাম-শয়ন।
গৌরতনুলতাখানি গৃহপীঠতলে
ঢালিয়া দিয়াছে কেহ ; আকীর্ণ-অঞ্চলে
এলাইয়া দেহ-যষ্টি, রাখি শিরোভার
করতলে, স্রোতোভঙ্গে দ্রব অন্ধকার

ঢালিতে ঢালিতে কেহ অরধ-শায়িতা।
কারো পাশে রহিয়াছে ভূতলে মুদিতা
সুকুমার, সমুজ্জল কন্যার আনন,
উজলিয়া জননীর উরস-আশ্রম।
গোমুখী-জননীবুক ভেদি' শতমুখে
ঝরিতেছে স্নেহরস শিশুকন্যা বুকে!
কোথাও জননীবুকে শিশু, কেলিপর,
প্রতীক্ষিছে জননীর নিদ্রা অবসর,
অৰ্দ্ধ-নীমিলিত-নেত্রে। কখনো আবার
দুচারিটি ভিখারিণী রুধি' গৃহদ্বার
"রাণীমা, চাহিগো ভিক্ষা"—আকুল ক্রন্দনে
আকুলিছে গৃহলক্ষ্মী।
শান্তি-সিংহাসনে
সমাসীনা, সেই পল্লীরমণীসমাজে
বর্ষীয়সী নারী এক; উৎসঙ্গে বিরাজে
বিনিদ্র, বিমল শিশু;—করে রামায়ণ

কৃত্তিবাসী, ধীরে ধীরে করে অধ্যয়ন
রাবণের শেষলীলা,—শোণিত-তর্পণ।
অপলক সবে মিলি' সজল নয়ন,
নিরখিছে মূর্ত্তিমান শোক, চিরন্তন
রাবণের,—ছিন্নপক্ষ মৈনাকের মত।
বজ্রসম সুকঠোর, সরল, উন্নত,
পূর্ণ মহাঅবসান কনক-লঙ্কার!
তার চারিপাশে শুধু উঠে হাহাকার,
অবারিত চিতাধূম, তীব্র আর্ত্তনাদ,
সর্ব্বঅভিভাবী তবু প্রতিজ্ঞা অবাধ
রহিয়াছে বজ্রদগ্ধ মহাবট সম,—
ঊর্দ্ধশির, সুবিরাট, শোচনীয়তম!
রৌদ্রতাপপরিক্লান্ত সেই মধ্যদিন
করুণ আলেখ্যখানি প্রত্যহ নবীন
নীরবে বহিতেছিল

শুধু হ'ল মনে,

যুগান্তের মধুকোষ, পুণ্য রামায়ণে
কত যাত্রী করে কত তৃষার তর্পণ,
অবগাহি' ভাবসরে; কত শতজন
পরিজীর্ণ, বিদ্ধবুকে ধায় অনুদিন
সেই চির স্নেহচ্ছায়। কত দীনহীন
দুর্গত পরাণ-পাখী চিত্রকূট-শিরে
পাবন আরাম লভে; অন্তরমন্দিরে
কতনা সংযম, শান্তি, কবিমন্ত্রবলে;
কতনা আনন্দরস অন্তরে উথলে
হেরি' পঞ্চবটীবন।
সিদ্ধমন্ত্রসম
মরমে ধ্বনিয়া উঠে সত্য চিরন্তন :—
"রম্য রামায়ণকথা, অমৃতসমান;
কহে কবি কৃত্তিবাস, শুনে পুণ্যবান্।"
সেই নিত্যধ্বনি সনে শুধু জাগে মনে
চিরকাল প্রতিষ্ঠিত মানস-আসনে

পরাগ।

কবির হৃদয়-পীঠকনক-প্রতিমা ;
অক্ষুণ্ণ গৌরব তার—অম্লান-মহিমা।
মহাভূত-সমাধির পবিত্র সঙ্গম
একটি মানব কবি,—রয়েছে আঁকড়ি
অযুত মানব জাতি—যুগ যুগ ধরি'।
রাজপথ-কোলাহলে পল্লীর প্রান্তরে,
নেহারিনু নর-নারী-হৃদয়ভিতরে,
সনাতন সিংহাসন মানব-কবির ;
হেরিনু হৃদয় ভরি' পদে বাল্মীকির
কৃত্তিবাস-পুষ্পাঞ্জলি! শুধু মনে হয়
নির্ম্মল নিকষসম মানব-হৃদয় ;—
হেথা কবিমহিমার দিব্য পরিচয়।



অশ্রুজল।

এই স্নিগ্ধ ছায়াভরা বটতলা দিয়া
এক রাজপথ গেছে সুদূরে চলিয়া।
ও পাড়ার ছোটবড় কৃষকের ছেলে
হেথায় চরায় ধেনু; হাসে, গায়, খেলে।
মধ্যাহ্নে জটলা করি' হেথায় হোথায়
বসে থাকে দলে দলে গাছের ছায়ায়।
সারাদিন বসে থাকি' রাজপথ পাশে
অন্ধ এক ভিক্ষামাগে পথিকের কাছে।
কেহ তারে কিছু অর্থ, কেহ দেয় স্নেহ;
কেহ দু'টি মিষ্টি কথা, দেয় না বা কেহ।

কাহারেও চিনে না সে—কোথা বাড়ীঘর ;
সবারে আশীষ করে ভুলি' আত্মপর।
ঘুরি' ফিরি' আশে পাশে শিশুকন্যা তার
খেলায় কাটায় দিন ; অঞ্চলে সন্ধ্যার
উজলিলে গৃহচূড়া, বহুতরুশির ;
চলে কন্যা লক্ষ্যকরি' আপন কুটীর,
পথ দেখাইয়া তার অনাথ-পিতার।
রাখালেরা প্রতিদিন বহু সমাচার
অন্ধের নিকট কহে। কভু পরস্পরে
করিয়া কলহ, শেষে মীমাংসার তরে
ছুটে গো তথায় ; বৃদ্ধ বহু গল্প-ছলে
সবারে করিত তৃপ্ত কৌতুকে, কৌশলে।
ভিক্ষায় জমিত যাহা, বাঁধি' জীর্ণচীরে,
কন্যা তার সব নিয়ে দিত জননীরে ;
কোনরূপে একাহারে—কভু অনাহারে,
ছিল সুখী, ভর করি' কুলদেবতারে।

ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে বালা একদিন
চুমিয়া বৃদ্ধের মুখে কহে উদাসীন,—
"কত ভিক্ষা কর বাবা, চল বাড়ী যাই।"
"মাগো, সারাদিনে আজো কিছু মিলে নাই"
রুদ্ধকণ্ঠে উত্তরিল বৃদ্ধ; আঁখিধারে
প্রথম বুঝিল বালা দুঃখ কহে কারে।



পতিগতা।

প্রচারিত হ'ল যবে—"রঘুনাথ রায়
ফিরেছেন গৃহে তার আজ্‌কে সন্ধ্যায়,"—
তখনো হয়নি রাত্রি; দুচারিটি তারা
স্তব্ধ অসীমের বুকে হয়ে আত্মহারা
সর্ব্বসার আঁখি ক'টি খুলি' দিল ধীরে।
আম্র বকুলের বুকে সামান্য কুটীরে,
জননী লইয়া তাঁর পুত্রকন্যাগণে
বসি' সন্ধ্যাদীপ পাশে; শুধু ক্ষণে ক্ষণে
দৃষ্টি তাঁ'র ধায় দূর, শান্ত পল্লীপথে।
জীবের কল্লোল শত, বিশাল জগতে

শিথিল হইতেছিল; নিবিড় আঁধার
ধীরে ধীরে মুছি' দিয়া সুন্দর সংসার,
প্রাণমন দিতেছিল নিঃসঙ্গ করিয়া।
যে বিরাট কর্ম্মস্রোত, নিখিল প্লাবিয়া
দিগন্ত মুখরি' তুলি' ফেণিল হিল্লোলে,
সারাদিন ছুটেছিল অন্ধ কলরোলে
মানবে আচ্ছন্ন করি ;—তা'ও ধীরে, ধীরে—
মিলে গেল অতর্কিতে গহন তিমিরে।
বহু সহকারতরু অঙ্গন কোণায়
খণ্ড খণ্ড, ঘনীভূত, অন্ধকার প্রায়,
নীরবে দাঁড়ায়ে। ছাড়ি' রুদ্ধ দীর্ঘ শ্বাস,—
প্রাণশোষী রুদ্ধ তৃষা করিয়া প্রকাশ—
"আসিলে না ?"—মৃদু স্বরে শ্বসিলা রমণী।
জড়ায়ে জননী-গ্রীবা কন্যাটি অমনি,
সরল উল্লাস-বেগে, উন্মুখ-আননে
চাপি, মুখ মার মুখে, কহে কলস্বনে :—

পরাগ।

“কখন ফিরিবে বাবা, কহ মা আমায়,
বাবু ত এসেছে ফিরি আজ্‌কে সন্ধ্যায়।”
শিশু-পুত্র জননীর কপোলে, উরসে,
অমৃত-বর্ষণ করি’ অধরের রসে
জিজ্ঞাসিল,—“বল মাগো, বাবা কোন্ দেশে?”
ধারামুখে জননীর তপ্ত অশ্রুজল
ঊর্দ্ধমুখ শিশুদের নয়ন নির্ম্মল
দিল পরিপূর্ণ করি।
কহিলা জননী
“চল সবে বাছা মোর, ঘুমাতে এখনি।”



অভিযান।

(মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত)

রাজগৃহে গৃধ্রকূটে, ধ্যানমগ্ন নেত্রপুটে,
সৌম্যমূর্ত্তি তথাগত বসিয়া আসনে।
যেন দীপ্ত তপোরাশি শৈলশির পরকাশি'
পূর্ণ নিজ মহিমায়, সংযম শাসনে।

তখনো হয়নি সন্ধ্যা; বকুল, রজনীগন্ধা
মুক্তদল হৃদয়ের ছাড়েনি সৌরভ;
তখনো আকাশতটে, অলকার চিত্রপটে
রক্তাম্বরা সুরবালা আসেনিক সব।

পরাগ

সারস, বলাকাগণ, তরঙ্গিত মাল্যসম
তখনো অম্বর তলে পড়েনি ছাপিয়া ;
তখনো সে পুণ্যকালে, দূর উপস্থানশালে
চৈত্যে, স্তূপে দীপাবলী উঠেনি জ্বলিয়া।

আনন্দ বুদ্ধের পাশে নবীন গৈরিক-বাসে,
ধ্যাননিদ্র গুরুদেবে করিছে বীজন ;
শাশ্বত সাম্রাজ্যদীপ্তি, নয়নে বিশাল তৃপ্তি ;
অন্তর্জ্যোতিমহিমায় প্রদীপ্ত আনন।

তখন দাঁড়াল ধীরে বিজন মন্দিরদ্বারে
বৃদ্ধমন্ত্রী বর্ষকার, অজাতশত্রুর ;
চকিতে হৃদয়ে তার গন্ধে ভরা মৃত্তিকার,
লাগিল মধুর স্পর্শ বৈকুণ্ঠ-বায়ুর।

আত্মবিস্মৃতের মত মৌন, স্তব্ধ, চিত্রগত,
সেই পুণ্য দেবশৈলে দাঁড়ায়ে ব্রাহ্মণ,

কহিল ;—"হে ভগবন্! সম্রাট্ অজাতশত্রু
সসম্ভ্রমে আজি তব বন্দিয়া চরণ,

আদেশ মাগেন তব, বৃজিগণে নাশিবারে,—
তা'রা অতি পরাক্রান্ত শত্রু আমাদের ;"—
এত কহি বর্ষকার, নমে পুনঃ পদে তাঁর ;—
জাগিল দুর্জ্জেয় কম্প হৃদয়ে বৃদ্ধের!

সুগত উঠিলা হাসি, স্বরগের পুষ্পরাশি
উদার নয়ন হ'তে ছাইল জগতে ;
কিবা দীপ্তি শিবতরা চন্দ্রমার স্পর্শ-ভরা,—
সে বিজন শৈলশির ভরিল চকিতে।

রহিলেন কিছুক্ষণ মৌনী, সমাহিতমন ;
চরাচর-ভরা কত স্তব্ধ নীরবতা ;
সুপ্রসন্না সন্ধ্যারাণী— মুখে তাঁর স্তব্ধ বাণী,—
নক্ষত্র সভায় হ'ল স্তব্ধ মধুকথা!

চাহি আনন্দের পানে কহিলেন ভগবান,
"হে আনন্দ, বল মোরে, সব বৃজিগণ,
সভায় সঙ্গত হ'য়ে একবাক্যে, একপ্রাণে
করে নাকি নিজেদের পথ নির্দ্ধারণ ?"

আনন্দ আনত শিরে কহে অতি ধীরে ধীরে
"সত্য প্রভো, তাই তারা করে চিরদিন।"
বুদ্ধ কন "তবে তারা অজেয়, স্বাধীন।"

পুনঃ জিজ্ঞাসিলা প্রভু— "হে আনন্দ কহ, কভু
বৃজিগণ করেনা ত রমণীজীবন
অবরোধে অবরুদ্ধ, শৃঙ্খলিত প্রতি পদে,
জ্ঞানময় উপবীত করিয়া ছেদন ?"

আনন্দ আনত-শিরে কহে ধীরে, অতি ধীরে
"নহে প্রভো। তারা ইহা মনে করে হেয়।"
বুদ্ধ কন,—"বৃজিগণ তবে যে অজেয়।"

স্বগত কহিলা পুনঃ— "হে সুন্দর-সৌম্য, শুন
বৃজিগণ রচেনা ত নব প্রতিষ্ঠান,
অতীতের সনাতন ধ্রুবভূমি পরিহরি' ?
তারা কি উন্মত্ত শুধু লয়ে বর্ত্তমান ?"

আনন্দ আনত-শিরে, ধীরে কহে, অতি ধীরে
"তারা'ত করেনি দেব, ইহা কোন দিন।"
বুদ্ধ কন—"তবে তারা রহিবে স্বাধীন।"

শুনি ইহা বর্ষকার প্রণমিয়া বার বার
চলে গেল ধীরপদে আপনার পুরে ;
স্তূপে ফুটে দীপরাজি,— আরতি উঠিল বাজি
পল্লীর বিজন বক্ষে দূরে, অতি দূরে।



বিশ্বজয়।

“আজি রুদ্র বৈশাখীর   কঠোর নয়ন হ’তে
খসি’ পড়ে কটাক্ষ দারুণ;
তাহার নিশ্বাস বায়ে   দূর দিগ্‌দিগন্তরে,
স্রোতোমুখে ছুটিছে আগুন।
ধড়ফড় করে প্রাণ,   কিছুই লাগে না ভাল,
চল যাই উদেন-ভবনে;
সুগত আছেন তথা;   পাইব তথায় শান্তি
পড়ি যদি তাঁহার চরণে।”—
আনন্দ কহিলা ধীরে;   শ্রমণ শ্রমণাগণ
ধীরে তাঁরে ঘেরিল আসিয়া;

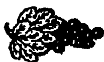
অনাথপিণ্ডিক আদি সবাই চলিল ধীরে,
প্রাণময় উল্লাসে মাতিয়া।
তথাগত বসি একা, উদার নয়ন মেলি'
দৃষ্টি তাঁর দিগ্ দিগন্তরে;
সমগ্র ধরণীতল স্নিগ্ধ করি যেন তাঁর
হৃদি হ'তে সুধরাশি ঝরে।
তাঁহার নয়ন যেন ভবিষ্যের জবনিকা
ভেদ করি' গেছে বহুদূর,
যেথা ত্রিভুবন যুড়ি', নিখিলের জীবস্রোত
এক ছন্দে তুলে এক সুর;—
যেথায় মানবআত্মা আত্মপর ভুলি ভেদ
চরিতার্থ, করিয়া গাহন,
নিখিল মানবজাতি মাখিবে হৃদয়ে মনে
সনাতন প্রেমের চন্দন!
সেই রাজ্যে সুগতের প্রাণের নির্ম্মল গতি
ছেয়েছিল সর্ব্ব চরাচর;

পরাগ।

সমাধি, প্রজ্ঞার দীপ্ত   সুবিজন অন্তঃপুরে
উৎসারিয়া আনন্দনির্ঝর।
অনাথপিণ্ডিক আদি   ভিক্ষুরা বিনম্রশিরে
সুগতেরে করি প্রদক্ষিণ,
প্রণমি' সম্ভ্রমে সবে,   জানু পাতি' বসে ভূমে।
ঝিম্, ঝিম্, করে মধ্যদিন।
বুদ্ধ কহিলেন' "ওগো   শ্রমণ, শ্রমণাগণ,
হেরিতেছি, হয়েছে সময়,
কর আয়োজন সবে,   বাহিরিতে হবে ত্বরা—
করিবারে পৃথিবী বিজয়।"
আত্রেয়ী আনত মুখে   কহে অতি চুপে চুপে
নেত্রে তার বিপুল বিস্ময়;
উদার ললাট তলে   প্রশান্ত নির্ব্বাণজ্যোতি
বাক্যে তার মধুর বিনয়!
"কিরূপে হে ভগবন্।   অপার ধরণীতল
অনায়াসে হইবে বিজিত?

কত অস্ত্রে, সৈন্যবলে হবে পৃথ্বী একচ্ছত্রী ?
সর্ব্বধরা হ'বে অধিকৃত ?"
"অস্ত্রে, শস্ত্রে চাও বৎসে, বিজিতে নিখিল বিশ্ব ?
স্বস্তি, স্বস্তি"—কহে তথাগত।
সকলে স্তম্ভিত রহে, তাঁর অশ্রুধারা বহে
গলিত প্রাণের রেখা মত।
"এই যে রয়েছে হেথা বিনীত, মুণ্ডিতশির,
ব্রহ্মচারী, শ্রমণ, শ্রমণা ;
অনুদ্ধত প্রাণতলে যা'দের সংযম, নিষ্ঠা,
হোমানল করেছে রচনা ;
তা'রাই আমার সেনা, তা'রাই করিবে জয়,
এই বিশ্ব, ওই দেবলোক।
তাহাদের প্রাণবলে ধূলি হ'য়ে যাবে উড়ে'
যত দ্বন্দ, যত দুঃখ, শোক !
শত রুদ্র সম্রাটের কোটি চতুরঙ্গবল
অস্ত্রে, শস্ত্রে উন্মাদঝঞ্ঝনা,

হইবে স্থগিত গতি, সত্যের নিশ্বাস বেগে,
যাবে উড়ে যেন ধূলি কণা!
কত শক্তি মানবের অপ্রমেয়, অকল্পিত,
আছে গুপ্ত হৃদয়গুহায়;
তাহার ইঙ্গিতে, শুভে, সম্রাট উষ্ণীষ শত
দীনহীন ধূলায় লুঠায়।”
এত কহি রহিলেন স্থগত নীরব, মৌন,
মন্দিরের বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে।
দুটি রক্ত বটফল ঝরি’ পড়ে কোলে তাঁর
মধ্যাহ্নের তীব্র, তপ্ত বায়ে।



সফলতা।

(মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ৩।)

চলিয়াছে ধীরে ধীরে কল কলস্বনা
বিগলিত পুণ্যে ভরা নদী নিরঞ্জনা।
মধ্যরাতি। সুগহন স্তব্ধ অন্ধকার,
অবরোধ করিয়াছে আকাশ অপার!
কয়টি খদ্যোত-কণা জ্বলিয়া, নিভিয়া
তামসীর ঘোরা মূর্ত্তি যায় শিহরিয়া!
স্থলে স্থলে পুঞ্জীভূত প্রেতমূর্ত্তিসম
ঘন পত্রে সুনিবিড় মহাতরুগণ।
উরুবিল্ব গ্রামখানি সুষুপ্তি সাগরে
কোথায় মিলা'য়ে গেছে! নদী কলস্বরে

গ্রামের হৃদয় যেন কাঁপিয়া, কাঁপিয়া
সুপ্তির অতল তলে যেতেছে ডুবিয়া।
দূরে মহাশাল বন—স্তব্ধ, জনহীন।
তথাগত অজপালন্যগ্রোধে আসীন।
দূরে এক দীপশিখা জ্বলিতেছে ধীরে
সঞ্চিত সুকৃতসম ঋষিগিরি শিরে।
তপোদ-আরাম, কিম্বা কুঞ্জশীতবন,
চৌর-প্রপাতের গৃহ, জীবকাম্রবন,
সপ্তপর্ণী গুহামুখ, কৃষ্ণ-শিলাস্থল,
কলন্দক-নিবাপের বেনু-কুঞ্জ-তল,
মদ্রকুক্ষি, মৃগবন, ন্যগ্রোধ গৌতম,
সারন্দদ, সপ্তম্বক, উদেন-ভবন,
সুগতের তপস্যার পাবন-পরশে
তখনো হয়নি পূর্ণ, স্নিগ্ধ শান্তিরসে।
সুগতের চিদাকাশে জ্যোতি সম্বোধির
সবে মাত্র জাগিয়াছে ;—দূরিয়া তিমির

নিখিল জগত ব্যাপী, ললাটে তাঁহার
সঞ্চিত হতেছে তেজঃ যেন সবিতার।
জগতের কত আশা, আশ্বাস, অভয়,
কত সান্ত্বনার বাণী চরাচরময়,
তাঁর সেই তপোমূর্ত্তি ছিল গো ঘিরিয়া
এক নব সুরলোক সৃষ্টির লাগিয়া।
দূরে, অতিদূর ঊর্দ্ধে নক্ষত্র সভায়
জ্যোতির্ম্ময় প্রাণজাল অনন্ত সীমায়
কে যেন রচিয়া দিছে;—শান্তির নির্ঝর
হয়েছিল যেন সেই নিশীথ প্রহর!
হেন কালে অতর্কিতে, যেন অকস্মাৎ
নিখিল বিশ্বের নাড়ী করিয়া আঘাত,
একছায়া, মসীমাখা, হ'য়ে পুঞ্জীভূত,
সুগতের চিত্তপথে কহে অত্যদ্ভুত :—
"ভগবন্! কেন তুমি কোন্ মোহবশে
কোন্ মুগ্ধ প্রেতলোক-কুহক-পরশে,

এত তপস্যার অগ্নি জ্বালায়ে, জ্বালায়ে,
একাকী, অমিত তেজে, তপঃশীর্ণ কায়ে,
দগ্ধ হইতেছ নিজে? ভোগসুখরাশি
পদাঘাতে উড়াইয়া যাও উপহাসি?
জগতের এত দুঃখ বহি ন'ত শিরে
ডুবিবে কি তথাগত, অতল তিমিরে?
ভগবন্! হের তব হয়েছে সময়
তোমার নির্ব্বাণ মাঝে হও তুমি লয়!
যাও চলি হে সুগত, অস্তিত্বের তীরে
নিবাও তপস্যা জ্বালা;—নিবাও অচিরে।"
উত্তরিলা তথাগত মধুভরা স্বরে;—
"হে পাপাত্মা বিশ্বজয়ী, হে কুহকীমার,
হইবে না এ জীবন সমাপ্ত আমার!
যতদিন ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী সকল
হবিঃ-সম হৃদয়ের রক্ত সুনির্ম্মল
বিন্দু বিন্দু দান করি' ব্রহ্মচর্য্য রসে

ধরণীর সর্ব্বদুঃখ প্রাণের পরশে
ধুয়ে' মুছে নাহি নেয় ; ধর্ম্মে, সত্যে, জ্ঞানে
বিনয়ে, বিশুদ্ধি মাঝে, সর্ব্ব অনুষ্ঠানে
সার্থকতা নাহি লভে ; নিজ জীবনের
সমুজ্জ্বল দীপ দিয়া অযুত গৃহের
দীপশিখা নাহি জ্বালে ; মিথ্যার নিশীথ
সত্যসূর্য্যালোকে তারা করিতে খণ্ডিত
শক্ত নয় যত দিন ; মানব-সমাজে
যত দিন তাহাদের আশীষ না রাজে ;—
তত দিন ছাড়ি মোর শ্রমণ, শ্রমণা,
যাবনা এ পৃথ্বী হ'তে —কভু যাইব না।''

এক কহি ভগবান্ মেলিয়া নয়ন
নিশীথআকাশ পানে করি নিরীক্ষণ
হেরিলেন ;—ছায়া এক চলেছে ছুটিয়া,
পক্ষবেগে তারকার দীপ্তি নিবাইয়া।

শুনি সে অভয়বাণী বনানী বিজন
লতাপল্লবেরা, আর বৃদ্ধ তরুগণ,
পুলকে আনন্দবেগে চমকি, শিহরি
নিখিলের মাঝে তাহা দিল গো প্রচারি।

ছাড়ি তাঁর সৌম্য, শান্ত ললাট শীতল
গুটি দুই স্বেদ বিন্দু পড়িল ভুতল।



আত্মার জাগরণ।

(মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্ত ২।১২—২৪)

সে দিন উষায়,
কত নির্ম্মলতা সুনীল অম্বরে,
কত সফলতা তরুলতা'পরে ;
সুবর্ণকিরণে নিখিলের স্নান
হয়ে গেছে ক্ষণ তরে !
সবে মাত্র জাগিয়াছে প্রাণের স্পন্দন শত
বৈশালীর নিদ্রালস হৃদয়-সীমায়,—
সেদিন উষায়।

মুক্ত বাতায়নে
নিশীথ-জাগর-রক্ত-নয়না,
বিহার হর্ম্ম্যে শিথিল-বসনা
আম্রপালিকা যুবতী গণিকা,
বসি'ছিল আনমনা।
নভস্তলে সুবিচিত্র, ছিন্ন, রক্ত মেঘ সম
কত স্বপ্ন নিশীথের ভাসে তার মনে
মুক্ত বাতায়নে।

মূরতি তাহার
প্রমোদ রাতের শ্রমে পরিক্ষীণ,
পাণ্ডুর কপোল, দৃষ্টি বিমলিন,
পীন পয়োধর, নিবিড় কুন্তল
অলস বন্ধন-হীন।
উরসে কুঙ্কুমপঙ্ক, চন্দনের রস শুষ্ক
কেশ হতে বিগলিত ম্লান পুষ্পহার,
মুরতি তাহার।

প্রভাত সমীরে
কেশ হ'তে গন্ধ অগুরুধূপের,
ওষ্ঠাধর হ'তে পুষ্পাসবের
মদির গন্ধ যায় বিলাইয়া
কত স্বপ্ন নিশীথের!
মায়াজাল সম তার স্থচিক্কণ স্বর্ণাঞ্চল
কতছন্দে জড়াইয়া পড়ে গলে শিরে
প্রভাত সমীরে।

দীর্ঘরাজপথ
সম্মুখে তাহার রয়েছে পড়িয়া;
দু'একটী পান্থ চলেছে ছুটিয়া
কেহপুষ্পরাশি, কেহ বা পূজার
উপচার শিরে নিয়া।
যুবতীর স্বপ্নজড় প্রাণতলে উঠেভাসি:—
নিখিল জগৎ যেন চির-অনাবৃত
দীর্ঘ রাজপথ।

ধ্বনিল গগনে—
"পুরবাসীগণ কর প্রণিধান ;—
হও সম্প্রজ্ঞাত, হও স্মৃতিমান—
রহিবেনা আর মরণের ভয়
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ব্যবধান।
জন্মান্ত-সঞ্চিত কত আম্র পালিকার পুণ্যে—
সুগত এসেছে আজি তার আম্রবনে।"
ধ্বনিল গগনে।

শিহরি' শিহরি'
আঁখি মুদি' বালা রহি কিছুক্ষণ,—
বুঝিলনা একি স্বপ্ন, জাগরণ ;
হেরিল অদূরে কয়টি শ্রমণ
যায় সৌম্যদরশন।
বসন-ভূষণ সব নিক্ষেপিয়া ভূমিতলে,
হিরণ্য আসন খানি ছাড়িলা সুন্দরী,
শিহরি' শিহরি'।

গেলা আম্রবনে ;
সেথায় আসীন মৌন ভগবান,
তপোদীপ্ত তাঁর ললাট, নয়ান !
জগতের দুঃখ লভেছে চরণে
স্বচ্ছন্দ-নির্ব্বাণ।
সকল সৌন্দর্য্য বালা পূত পূজা-পুষ্প সম
নিবেদিলা তথাগত বুদ্ধের চরণে,
সেই আম্রবনে।

মেলিয়া নয়ন
বোধিসত্ত্ব তার পরশিলা শির ;
কত হর্যভরা, অমৃত শিশির
ঝরিতে লাগিল মানসে তাহার
ঝির, ঝির, শির শির !
কি আনন্দে গণিকার খুলিল হৃদয় দ্বার ;
হেরে সে স্থগত-মূর্ত্তি অতি অনুপম
মেলিয়া নয়ন।

হৃদয়ে তাহার
শত মন্দাকিনী ছুটে শত ধারে ;
শত দেববালা নূপুর ঝঙ্কারে
নাচিয়া উঠিল মরমের তলে
প্রাণের অযুত তারে ;
গণিকার চিত্ত হ'তে জন্মিল দেবতা এক ;
পুণ্য প্রদীপের জ্যোতি জ্বলিল অপার
হৃদয়ে তাহার।

কহিলা সুন্দরী :—
"হে দেব আমার, করিহে যাচনা
ভিক্ষুসংঘ সাথে তব ধূলিকণা,
কুটিরে আমার ; জান তুমি প্রভু,
আমি অতি অশরণা।"
বুদ্ধ রহিলেন মৌন ; বুঝে সে প্রভুর দয়া ;
করিয়া প্রণাম পদে, প্রদক্ষিণ করি,
চলিলা সুন্দরী।

ফিরিবার পথে,
হেরিলা গণিকা,—শত বৃজ্জিগণ
লইতে বুদ্ধের চরণ শরণ
ছুটিয়াছে সবে,—উল্লাসে অধীর,—
করি সবে প্রাণপণ।
সুন্দরীর রথখানি ছুটেছে তড়িৎবেগে,
চক্রে চক্রে সংঘটন হ'ল রথে রথে,
ফিরিবার পথে।

গর্জ্জে বৃজ্জিগণ,
"একিরে কুলটা! একি দুঃসাহসে
রথে পথ রুধি' রয়েছিস্ ব'সে?
পাপিষ্ঠা, অস্পৃশ্যা, এত স্পর্দ্ধা তোর্
বল্ কোন্ মোহ-বশে?
কহিলা সুন্দরী হাসি'—"বড় ভাগ্যফলে আজি
করিয়াছি সুগতেরে গৃহে নিমন্ত্রণ!
শোন বৃজ্জিগণ।"

"লও, লও তুমি,
সহস্র সহস্র মুদ্রা স্বুবর্ণের,
এই নিমন্ত্রণ দাও আমাদের"—
এই এক বাণী ধ্বনিয়া উঠিল
কণ্ঠে কণ্ঠে সকলের!
যুবতী নীরব দৃষ্টি প্রসারি' আকাশ-পানে
ছিলা মৌনী; দিকে দিকে ছুটে প্রতিধ্বনি,—
"লও লও তুমি।"

"হইনু লজ্জিত",
কহিলা সুন্দরী—"যদি কুশীস্থান,—
সমগ্র বৈশালী করহ প্রদান,
তবু গৌরবের এই নিমন্ত্রণ—
পারি না করিতে দান"!
শুনি' তাহা বৃজ্জিগণ কহে ধীরে নত শিরে
"এই গণিকার কাছে হ'নু পরাজিত,
হইনু লজ্জিত"।



শিক্ষা ;

(মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ১।১৬)

সারিপুত্র সুগতের বন্দিয়া চরণ
কহিলেন একদিন :—"ব্রাহ্মণ, শ্রমণ
অতীতে কি বর্ত্তমানে কেহ নাহি প্রভু,
তব সম ; ভবিষ্যতে হবেওনা কভু"।
বুদ্ধ রহিলেন মৌন। কিছুক্ষণ পরে
কহিলেন মধুকণ্ঠে, সহাস্য অধরে,
"সারিপুত্র, তব বাক্য অতি অনুপম ;
উদার সাহস ভরা সিংহনাদ সম।
কহ তুমি,—লভেছ কি এত গূঢ় জ্ঞান
অতীতের—পূর্ণ, শুদ্ধ, বুদ্ধ ভগবান

যত এসেছেন এই অনন্ত নিখিলে,—
তুমি কি তাঁদের চিত্ত নিজ চিত্তবলে
আয়ত্ব, অধীন করি'পাইয়াছ সীমা ?
তাঁহাদের প্রজ্ঞা, ধর্ম্ম, বিনয়, করুণা
সবি' কি তোমার প্রাণে পেয়েছ প্রকাশ" ?
"নহে প্রভো, আমি তার পাইনি আভাস।"
কহিলেন বুদ্ধ পুনঃ—"ভাবি-বর্ত্তমানে
সম্যক সম্বুদ্ধ যারা স্বচ্ছন্দ-নির্ব্বাণে,
তাঁদের হৃদয় সাথে তব পরিচয়
হয়ে গেছে" ? উত্তরিলা :—"তাও প্রভো, নয়"।
রহিলা নীরব বুদ্ধ। শিষ্য কহে "স্বামি,
কিছুই জানিনা—প্রভো,—কিছু নাহি জানি"।



বাঞ্ছিতার প্রতি।

আমি ওগো, এ জীবনে করি নাই আশা,
কখনো পাইব দেবি, তব ভালবাসা;
ভ্রমেও অশোক-তরু মরমপ্রাঙ্গনে
করিনি রোপণ; তব চরণ-তাড়নে
সরক্ত-হৃদয় ভরা কুসুম-উচ্ছ্বাসে
অঙ্গন করিতে পূর্ণ রক্ত হাস্যরাশে!
যে উষায় সুকোমল তব মুখখানি
প্রসন্ন-ধবল-জ্যোতি দিতেছিল আনি
আমার বেতসীকুঞ্জে;—প্রথম দর্শনে
তোমারে দেবতা বলি' করেছিনু মনে!

আমার এ পূতিগন্ধি, সংকীর্ণ কোটরে
স্থাপি তব দেবমূর্ত্তি,—এভাব অন্তরে
নাহি ছিল লেশমাত্র ; তখন হইতে
তোমার সে দেবরাজ্যে প্রবেশ লভিতে
ভেবেছি, লাগিবে মোর যুগান্ত সাধনা ।
লক্ষবার বহ্নিমাঝে শোধিয়া আপনা
যদি যোগ্য হই, তবে তোমার দুয়ারে
প্রবেশ মাগিব দেবি, নিশীথ আঁধারে !
সে নিবিড় নিশাকালে সুষুপ্তি, গহন,
সহস্রকলসমুখে ধরণী, গগণ
দিবে পরিপূর্ণ করি স্নিগ্ধ শান্তিজলে !
তাহার প্লাবন ঘন তব কক্ষতলে
সকলি করিবে পূর্ণ ; হেমদীপাধার,
স্থির শান্ত সমুজ্জ্বল নীরব সভার
রাজচক্রবর্ত্তী সম, পূর্ণ মহিমায়
বিনিদ্র আনন তব, সুবর্ণ প্রভায়

দিবে ধৌত করি ; আলেখ্য-সকল
কত সুর-সুন্দরীর গুপ্ত অন্তস্তল
বিচিত্র, নীরব বর্ণে দিবে প্রকাশিয়া !
আয়ত দর্পনখানি হৃদয় খুলিয়া
সাকূত আনন্দবেগে করিবে আহ্বান
সুবিজনে, অয়ে দেবি, তোমার বয়ান ;
স্বর্ণ-লতিকার মত তব দেহলতা
হিরণ্যপর্য্যঙ্ক'পরে রবে বিগলিতা !
সুপ্ত, অনবদ্য তব যৌবননন্দনে
সকলি জাগিয়া র'বে নীরব স্বপনে !
ধীরে ধীরে প্রবেশিব অলস-চরণে
তব সুপ্ত কক্ষমাঝে, সে অমৃতক্ষণে ;
হেরিব, কিরূপে দেবি, নিদ্রার অঞ্চলে
তোমার সৌন্দর্য্য লীলা কোন্ মন্ত্রবলে
অঙ্গে অঙ্গ আলিঙ্গিয়া ধ্রুব হ'য়ে যায় !
সে প্রশান্ত শর্ব্বরীর বিজন-গুহায়

পরাগ।

নেহারিব তব বিশ্ববিজয়িনীবেণী
শিথিল শয়নে পড়ি,—অলস রাগিণী
ছন্দের উদার কোলে ; তব হিরন্ময়
মেখলা, নূপুরশ্রেণী, কঙ্কণ, বলয়,
চন্দ্রহার, একাবলী, গুর্জ্জরী মুখরা,
তব গৌর দেহতটে লজ্জায় প্রখরা
মিলায়ে রহিবে স্তব্ধ ; চঞ্চল নিয়ত
তব নেত্রনীলিমার অধিবাসী কত
নয়ন-অঙ্গন ছাড়ি মরমের কোণে
শত সুখস্বপ্নজাল রচিবে গোপনে।
সেই শুভযোগে ল'য়ে অশরীরী মন
দেখা দিব তোমা মাঝে সুখস্বপ্ন সম।
যখন জাগিবে দেবি, বিমল উষায়
সব মোর দেহ প্রাণ যেন উড়ে যায়,
তব সুখ-স্বপ্ন সাথে ; মৃণ্ময়-প্রাচীরে
যেন আর বদ্ধ রহি উত্তপ্ত সমীরে,

তিলতিল. নিত্যনিত্য মরি না শুকায়ে!
তব মনোমন্দিরের সুপবিত্র বায়ে,
শত কোটি রেণুরূপে, সৌরভের মত
সাধ মোর ঘিরি' তোমা থাকিব সতত।
নিদ্রা-জাগরণে তব গুপ্তজ্ঞানরূপে
রব তব সাথেসাথে নিত্য চুপেচুপে।
মোর এই দেহ ল'য়ে অতি গুরুভার,
যেন আর নাহি হই শতলক্ষবার
স্খলিত-চরণ, ব্যর্থ, উপল-বন্ধুর
বিশ্বের জটিলপথে দুর্গম, সুদূর!
হে দেবি, আশীষকর জন্মজন্মান্তর,
তপোবলে ছাড়ি' যেন দেহের নির্ভর,
পারি যেন একদিন ফলপুষ্পভারে
সাজায়ে বরণডালা আসিতে দুয়ারে!



প্রভাতে।

নির্ম্মল নীলিমাতলে যেন বহু শ্বেত পারিজাত,
রয়েছে বিকীর্ণ হয়ে ;—হবে বুঝি নন্দনে প্রভাত !
দিগন্তের রেখা হ'তে ধীরে ধীরে উঠিতেছে কত,
মরকত-চন্দ্রকান্ত-পদ্মরাগ-বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত
জলদ-নগরী কত ; দিগ্বধূর স্বপ্নের মতন,
ভাসিতেছে পূর্ণকরি, পূরবের অরুণ গগণ !
ধূলিপাংশু ধরণীর কল্লোলমুখর রাজপথে
একান্তে বসিয়া গৃহে, নিশান্তে যখন মনোরথে

অনাদিবিস্ময়সম স্নিগ্ধ-শান্ত আকাশ-মণ্ডল
পশি যবে, রাখি পাছে সংসারের মুগ্ধকোলাহল,—
সহস্র সঙ্গীতঘাতে হৃদয়ের শত গুপ্তদ্বার
যায় খুলে, ভুলে যাই চিরন্তন "তোমার, আমার"—
বিকৃত মানবকণ্ঠে মুখরিত পঙ্কিলরাগিণী!
কি এক বিদেহস্পর্শ, অশরীরি আকাশের বাণী
আমারে শতধা করি' শত মুখে নিয়ে যায় টানি'!
কি এক রহস্যভরা এ বিশ্বের গুপ্ত রাজধানী
ফুটে উঠে মর্ম্মতলে, কে বলিবে তাহার কাহিনী?
ধরাতলে দেহ-যন্ত্র পড়ে থাকে নির্জ্জীব, অলস;
আমাকে ডুবায়ে রাখে নিখিলের নিভৃতপরশ!
অচল-যৌবনা মোর ধরণীর স্তনাগ্র মতন
দেবমন্দিরের চূড়া, কৃষ্ণমুখ, পূর্ণ চিরন্তন,
মানবের ভক্তিধারা শতমুখে উৎসারিয়া যায়
মৌন ত্রিদিবের মুখে, প্রতিদিন ঊষায়, সন্ধ্যায়
যখন উছলি উঠে আরতির অবাধ উচ্ছ্বাস;—

তাহার আঘাতে আমি শত ভঙ্গে যাই তরঙ্গিয়া
শান্ত নীলিমার বুকে, কোন্ দেশে কে দিবে বলিয়া ?



মধ্যাহ্নে।

কেমন নির্ম্মল-নীল মধ্যাহ্ন-আকাশ;
শুধু একখানি মেঘ তুষারধবল,
ধীরে ধীরে অপরূপ চলেছে ভাসিয়া
কোন্ দেশে নাহি জানি। হৃদয় আমার
তার সাথে চলিয়াছে মুক্ত নীলিমার
গহন অতল রাজ্যে, একাকী, নীরবে।
প্রিয়পরিজন মোর বিশ্ববাসী সবে
কেহ নিদ্রারত, কেহ মত্ত আপনার
রচিত জঞ্জাল-মাঝে সহস্র প্রকার!
আজ আমি পরিমুক্ত; সমগ্র সংসার

পরাগ।

খুলিয়াছে আমা হ'তে শত নাগপাশ;
আত্মামোর মুক্তপক্ষ কপোতের মত
ডুবিতেছে সুনিবিড়, মধু আলিঙ্গনে
নীলিমার! যত ডুবি, ততই ডুবিতে,
বিলুপ্ত করিয়া দিতে সর্ব্বস্ব আমার
সেই মহাধ্রুবত্বের অতল পরশে
হৃদয়ের গতি ছুটে;—জানিনা আত্মার
কোন আত্মীয়তা আছে আকাশের সাথে!
আমার কুটির, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জগত,
বিচূর্ণ, বিকীর্ণ করি' সকল সম্পদ,
ধূলি করি' আমারেও দ্রবিয়া টুটিয়া
নিতে চায় আপনার মাঝে। যে আনন্দ
সে আঘাতে, সে আহ্বানে, সে মধু পীড়নে
বুঝিতেছি প্রতিক্ষণ;—তাহার আভাষ
তিল মাত্র শক্তি নাই করিতে প্রকাশ।



উদাসীর গান।

"বেজেছে মঙ্গলশঙ্খ, শুভ হুলুধ্বনি
হৃদয়ে উঠেছে বাজি দুন্দুভি স্বর্গের,—
কুঙ্কুমে, কুসুমে, লাজে, উঠেছে হাসিয়া
জনহীন দেবালয় এই ভারতের!
উঠ, জাগ, যাও ছুটে সকলে মিলিয়া
হের আজি আসিয়াছে তিথি পুণ্যতরা;
দেবতা-ইঙ্গিতে আজি বেণুদণ্ড হ'তে
উঠেছে বাজিয়া শত বীণা, সপ্তস্বরা!
আজো যারা স্বার্থে অন্ধ, মূর্চ্ছিত কলহে,
এখনো মাখিছে ধূলি শরীরে আত্মায়,—

তাহারা বধির, অন্ধ কৃমিকীট সম ;—
দেবতাকৃপাণতলে যাহারা ঘুমায়।
বহুযাত্রী চলে গেছে প্রত্যুষে উঠিয়া,
দেবতার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।

"আমি গো উদাসী।
ঘুরিতেছি পথে পথে, গাহি আপনার গান ;
কেহ শুনে, উপেক্ষায় কেহ যায় হাসি ;
নিমেষ-মুহূর্ত্ত-দণ্ড-অহোরাত্র-মাসসম্বৎসর
শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন ঘূরিতেছি ভারত প্রান্তর ;
কেহ জাগি' গানে মোর, চায় পুনঃ ঘুম ঘোর
কেহ মোরে ডাকি' নিয়া গৃহে আপনার
উদগ্র আগ্রহে করে অতিথি-সৎকার !
ভারতের সুবিপুল উদার-প্রান্তরে
ধীরে জাগি উঠিতেছে বিশ্বের মঙ্গল ;
তার রক্ষা-ব্রত বহি, তোমরা সকলে

থাক শান্ত, সমাহিত, থাক অবিচল!
পুণ্যভূমি ভারতের হে তরুণ অগণ্য তাপস!
জ্বেলে দাও হৃদয়ের সুপ্ত অগ্নিকণা,
সংযমে, নিষ্ঠায় শত প্রাণপদ্মে জাগায়ে দেবতা
মুক্তকর মধুব্রত, আগ্নেয় রসনা[১]।
তোমাদের নেত্রপাতে সুপ্তিমাঝে জাগুক চেতনা,
অগ্নিগর্ভ বাক্যঘাতে সুখমাঝে বাজুক বেদনা;
তোমাদের পুণ্যশ্বাসে জাগুক্ ভারত;
সমাপ্ত হউক ওগো সব পুণ্যব্রত!

তোমাদের ভালে নাই ছায়া বিষাদের!
হৃদয়ে লাগেনি আজো ধূলি কলহের!
তোমাদের হৃদিতলে, যে যজ্ঞীয় অগ্নিজ্বলে,
সেই সিন্ধু ঝলমলে, মহামৌন অতলে আত্মার,
তাহাই পাথেয় রূপে লয়ে হৃদয়ের কূপে,
ছিন্নকর চুপেচুপে যত অন্ধ, হেয় কদাচার।

পরাগ।

উঠ, জাগ সবে,
যুগান্তের রুদ্ধগৃহে খুলিয়াছে দ্বার;
যুগান্ত তমসা মাঝে পড়িয়াছে দীপ্তি সবিতার;
চির উপেক্ষিত দেবালয়তলে
রত্ন-প্রদীপ উঠিয়াছে জ্বলে;
ধূপ-পুষ্প-চন্দনের গন্ধে ভরা উঠিছে আরতি;
শঙ্কর ভারতভূমে হের ওগো, আজি মুক্তগতি!

আজি এই নবীন উষায়,
এই লগ্নে হও মত্ত সাবিত্রীপূজায়।
হও সবে আত্মদীপ, অনির্ব্বাণ ধর্ম্মদীপ
অনন্যশরণ হয়ে করগো সাধনা[২]।
ভারতের শ্রেয়ঃতরে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া
নীরব পুলকে কর হোম-উপাসনা।
তোমাদের এই যজ্ঞে নাহি সাথী কেহ,

নাহি কারো আশ্বাস অভয়;
বৃদ্ধেরা পশ্চাতে থাকি' ডাকি' শতবার
জাগাইবে শত দুঃখপরাজয়ভয়!
শুনিওনা কারো মানা, চাহিওনা কারো পানে
আত্মারে অনন্তপানে করি ঊর্দ্ধমুখ;
সর্ব্বস্ব নৈবেদ্য রচি, গেয়ে জননীর নাম
ধৌত কর হৃদিরসে ভারতের দুঃখ।
জননীর সেবাব্রতে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া
নিমেষমুহূর্ত্তগুলি আত্মজীবনের,
অক্ষয়, সুন্দর করি দাও স্বর্ণাক্ষরে লিখি'
প্রতি সর্গ ভারতের ভবিষ্যপর্ব্বের!

তোমাদের 'পরে
স্বর্গ হ'তে আছে চেয়ে অনিমেষ আঁখি;
তোমাদের প্রতিকার্য্যে পিতৃলোক উঠিছে উল্লসি।
সৌম্যা সুরবালাগণ সবে মিলি স্বর্গ বাতায়নে

লাজ পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে চেয়ে আছে তোমাদের পানে!
অই শোন দিগঙ্গনাগণ,
গায় অন্তরীক্ষ মাঝে পুরাতন এক দেবগীতি ঃ—
"সুরলোক হ'তে শ্রেষ্ঠ, ধন্য এই ভারতী সন্ততি;
স্বর্গ, অপবর্গ, মোক্ষ করায়ত্ত যাহাদের,
যাহাদের কর্ম্মভূমি স্বর্গলোক করে উপহাস;
যাহারা আত্মার বলে, সপ্ত-লোক অবহেলে;
বিপুল আনন্দে লয় দিগম্বর অদ্বৈত সন্ন্যাস।
আমাদের পুণ্যচয় যখন হইবে ক্ষয়
জানিনা হইবে জন্ম, কোন্ দেশে, কোন্ জনস্থানে;
পেয়েছে যাদের আয়ু ভারতের রৌদ্র বায়ু,
ধ্রুবতর শিবলোক অবারিত তাহাদের প্রাণে।
ধন্য এই ভারতের পুণ্য স্বর্ণভূমি,
সার্থক আমরা আজ তোমায় প্রণমি।"
অই শোন দিগঙ্গনাগণ,
গায় সুরলোকমাঝে এই দেবগীতি পুরাতন৩।

যাও, ছুটে যাও ;—
তোমাদের উন্মত্ত প্রাণের তাড়নে,
সমগ্র ভারত যুড়ি ছুটুক এ সঙ্গীত প্লাবন ;
যুগান্তের নিদ্রারত প্রেতভূমি মাঝে
আসুক সবিতা-দীপ্তি, অলৌকিক
নব জাগরণ।
জাগো! জাগো! হে ভারতবাসী।
আজি অন্নপ্রাশনের দিনে তব থেকোনা উদাসী।
মৃত্তিকা, সুবর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্পভাণ্ড
তোমার অগ্রতোভূমে রয়েছে পড়িয়া ;
জননী উৎসঙ্গ হ'তে, উঠ, জাগ, হে সুব্রত,
তোমার বাঞ্ছিত তুমি লও গো বাছিয়া[৪]।
যারা অন্নব্রত নিয়া ব্রহ্মতেজ করিত অর্জ্জন,
যারা অন্নব্রতমাঝে উচ্চকণ্ঠে করিত ঘোষণ,
কর্ম্ম, গতি, তৃপ্তি, বল, যশো, জ্যোতি, নম, ব্রহ্ম,
চিরন্তন আনন্দ-অমৃত[৫] ;

হে নব পথিকগণ,   তোরা তাঁহাদেরি পুত্র,
প্রতিকার্য্যে আপনারে কর প্রতিষ্ঠিত।
প্রাণবলে পুনঃ আজ পূত কর পুণ্য অন্নভুমি ;
এযে ঋষিদের শান্ত, তপোলভ্য ধ্রুব ব্রহ্মভূমি[৩]।

হও সাবধান,
ক্ষুরধার সম দুর্গ, নিশিত, গহন পথে
তোমাদের হবে ওগো করিতে প্রয়ান,
হও সাবধান।

যারা শুধু কথা কহে,   নিন্দা, স্তুতি নিয়ে রহে,
দিবানিশি করে শুধু আত্মবিজ্ঞাপন ;
যাহারা দেশের নামে   অহোরাত্র স্বার্থ লয়ে,
বিরোধের শতচ্ছিদ্র করে অন্বেষণ ;
যাদের জীবন-ব্রত   হয়নি সুন্দর, সৌম্য,
দারিদ্র্যের সনাতন বল্কল-বসনে,
নিষ্ঠায় সংযমে যারা   ত্যাগ-ধর্ম্মে ধ্রুব নহে ;
নহে যারা সর্ব্বত্যাগী আপন সাধনে ;

যারা রৌদ্রবায়ু সম কুটিরে প্রাসাদতলে
আপন অভয়স্পর্শ তুলেনি জাগায়ে;
সেবাব্রত নেয় যারা দক্ষিণার তরে শুধু
অর্থের অর্চ্চনা করে বসি দেবালয়ে;
জগতের নিত্যনব, সনাতন দুঃখরাশি,
যাদের হৃদয়-ভূমি করিয়া আশ্রয়,
হোমাগ্নি জ্বালায়ে তুলি তোলে না বরেণ্য করি
বিধাতা-আশীষ সম জয়পরাজয়;—
তাদের কুহকজালে ভুলিওনা, ভুলিওনা,
হে অখণ্ড ভারতের নবীন পথিক!
তাহাদের কোলাহল উপেক্ষিয়া যাও চলে
জ্বালাইয়া জীবনের নির্ম্মল প্রদীপ।

তোমাদের অধিনেতাগণ,
অদূর ভবিষ্য হ'তে তুলিতেছে শির;
শান্ত, সমাহিত হয়ে রচে যাও তাঁদের শিবির!
শুভাশুভে, সুখেদুঃখে ইন্দ্রকীল সম,

তাঁহাদের মূরতি মহান্,
তাঁদের বিনয়, বাক্য, ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান,
একত্র সঙ্গত হয়ে রচি দিবে ভারতের
শাশ্বত কল্যাণ।

যাঁরা প্রজ্ঞা, শীল দিয়া সমাধিরে করিবে শ্রীমান্,
যাঁদের নয়ন জ্যোতি ভারতেরে করি দিবে শুচি, ঋদ্ধিমান্,
আসিছেন তাঁরা।
আমার হৃদয়তীর্থে পুণ্য দেবালয় মাঝে
উঠিতেছে স্বরগের মত্ত হুলুধ্বনি ;
মোর পঞ্চদেবতারা বসি ফুল্ল প্রাণপদ্মে
করিতেছে উৎসবের শত কাণাকানি !
হৃদয় কহিছে মোর, আসিছেন তাঁরা ;
সবে মিলি' পুরদ্বারে, দাও পূত ভৃঙ্গারের ধারা!
গাও তবে তাঁহাদের পুণ্য আগমনী,—
শিহরি উঠুক, ওগো, ভারতের সহস্র ধমনী !

যবে তাঁহাদের রথ দেখা দিবে সিংহদ্বারে,
স্বর্গতূরী উঠিবে বাজিয়া,
চন্দন, কুঙ্কুম, পুষ্প বৃষ্টি হবে ভারত যুড়িয়া !

দেখিবে তখন,
তাঁদের চরণ ঘাতে উড়ে যাবে ধূলিসম
যুগান্তের পুঞ্জীভূত আত্মার শৃঙ্খল ;
তাঁহাদের প্রাণবলে পুষ্ট হয়ে ভারতের
গৃহে গৃহে দেখাদিবে নব পঞ্চবল৬।
আসিতেছে সেই মহাদিন
শিশুবৃদ্ধযুবকেরা সবে মিলি' হও আগুয়ান,
চত্বর, অঙ্গন, গৃহ, শুদ্ধ কর, শুচিকর আপনার প্রাণ।
প্রেয় হতে শ্রেয়ঃ পথে ডাকি লও সর্ব্ব পৌরজন ;
দ্বন্দ হ'তে ঐক্য মাঝে থাক সবে শান্ত অশরণ !
ভারতেরে করি লও পুণ্যবপনের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র এই জগতের !
আত্মারে করিয়া তোল সমর্থ, সংযত,

প্রিয়পরিজনে কর স্বগত, সুব্রত!
অধঃ, উর্দ্ধে, দক্ষে, বামে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে
তেজ, বীর্য্য, শ্রদ্ধা, অন্ন আন পুণ্যভূমে;
ইহাঁরাই কাম্যবস্তু এই ভারতের[৭]
এরি' তরে তপশ্চর্য্যা পুণ্য ঋষিদের!
তোমরা সাধন বলে, ভারতের আবর্জ্জনা সব,
দগ্ধ করি', ভস্ম করি' রচি যাও গৃহ অভিনব!
তোমাদের শিবব্রত নাহি ভুলি জীবনে মরণে,
হৃদযজ্ঞে তপ্ত কর, প্রাণপণে প্রিয়পরিজনে।
দেব-বিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা, ক্ষত্র-বিদ্যা, ভূত-বিদ্যা
সর্ব্ব-দেব-জন-বিদ্যা, ভারতে আবার,[৮]
তোমাদেরি সাধনায় অচিরে সম্ভব হ'বে,
মৃত্যু অমৃতের বার্ত্তা করিবে প্রচার!
যাও, ফিরে যাও,
ভোগসুখে যাহাদের হৃদয় জর্জ্জর,
মরে গেছে অন্তরদেবতা;

নিভে গেছে যাহাদের যজ্ঞীয় অনল
সাঙ্গ হয়ে গেছে ব্রতকথা ;
তোমরা ফিরিয়া যাও, আসিওনা এই অভিযানে,
প্রাণপ্রবাহের গতি ফিরায়োনা স্বার্থের বিষাণে।
হিংসাদ্বেষে কণ্টকিত, অন্ধকার স্বার্থের কুহরে,
মৃত্যুরে জড়ায়ে বুকে, যাও ডুবে, যাও প্রেতপুরে।

এ ভারত নহে তাহাদের,
শ্রেয়োব্রত নিয়ে যারা ভোগের শিখায় শত
দিতেছে গো বজ্রসার আত্মারে আহুতি ;
যারা ছদ্ম কদাচারে গোপনে, গোপনে বসি'
আচ্ছন্ন করিছে শুধু দেবতাবিভূতি !

জরা-শোক-রোগ-মৃত্যু, শত আবর্জনা দিয়া
তাহাদের জতুগৃহ করুক নির্ম্মাণ ;
তাহাদের শিরোপরি খসিয়া পড়ুক শত
বিধাতার ক্ষুধাতুর শাণিত কৃপাণ।

"হে তরুণ, তপস্বী, হৃদয়!
তোমরা থাকগো সবে চিরদিন স্থির অনাময়;
ভারতের মধুনাড়ী বিশুষ্ক বিশীর্ণ ওগো.
হোক পুষ্ট তোমাদের হৃদয় অমৃতে;
তোমাদের কলকণ্ঠে, দিগন্ত ধ্বনিত হোক,
চিরন্তন মধুস্রাবী-সামের সঙ্গীতে।
বস্বুরুদ্রবিশ্বাদিত্যদৈবত সামেরা মিলি
প্রাতে, মধ্যদিনে কিম্বা প্রসন্ন সন্ধ্যায়,
ভূত-ভাবি বর্ত্তমানে ছুটাক্ অমৃতনদী,
অদ্বৈত প্রণালী-পথে সহস্র ধারায়!
অস্ত্রে-শস্ত্রে-কণ্টকিত দশনে, নখরে,
সমগ্র মানবজাতি পেয়ে ওগো, অমৃতের ঘ্রাণ,
আপন হীনতা দেখে মরমে মরিয়া,
বিসর্জ্জিবে, বিসর্জ্জিবে দেশ, পণ্য, স্বার্থের সংগ্রাম।

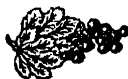


সংকল্প।

এতদিন ঘুরিয়াছি মৃগশিশুসম
প্রতি প্রতিবেশী দ্বারে; সাগর, কানন,
প্রসন্ন সরিৎ, শৈল, গিরি-প্রস্রবণ,
তরুলতা, তৃণগুল্ম, বনানী-বিজন,
নির্ম্মল নিপানতট,—নিকটে সবার
খুঁজেছি আশীষকণা, অভয় উদার!
হইনি কখনো তৃপ্ত; ঘুরিতে ঘুরিতে
কাটায়েছি এত দিন তৃপ্তিহীন চিতে।
আজি এই দ্বিপ্রহরে বসিয়া একেলা
বিরাট জগৎস্রোতে ভাসাইয়া ভেলা
চলেছিনু কোন্ তীর্থে কিছু নাহি জানি!
অতি দূরে সিন্ধুবুকে বহু রাজধানী

পরাগ।

লক্ষ্যকরি ছুটিয়াছে নানা পণ্যতরী ;
আমি মোর ভেলা' পরে শুধু খেলা করি,
শ্রান্ত-প্রাণে নয়ন মুদিয়া বিশ্বহ'তে,
অতল হৃদয় গর্ত্তে, ডুবিতে ডুবিতে
হেরিতেছি প্রাণমূলে,—বিরাজে ভাস্বর
অপূর্ব্ব, আলোক-রাজ্য, অচিন্ত্য, সুন্দর !
হৃদয়-গুহায় বহি' অমৃত-রতন
জানিনা ঘুরেছি কেন বিশ্ব-ত্রিভুবন
মুষ্টি-মেয় ভিক্ষা চাহি ; নিয়ে বংশীবেণু,
আজি হ'তে চরাইব শত কামধেনু
হৃদয়ের গভীর, বিজন সানুদেশে।
পূর্ণ পরিতৃপ্তি বহি' প্রতি দিবাশেষে
তাহাদের উৎসরিত স্নিগ্ধ স্নেহক্ষীরে
আত্মারে করিব পুষ্ট আপন কুটিরে।



বিশ্বময়ী।

হে কমলা!
নহ তুমি বৈকুণ্ঠে অচলা;
নহ শুধু চিরন্তন স্বরগ-বাসিনী;
ভূলোকের প্রতি অণুমাঝে,
মূর্ত্তিমতী তুমি ধন্যা, আছ একাকিনী—
দিবসযামিনী!

সাধকের হৃদয় কমল
ধীরে ধীরে ফুটে যবে বাঞ্ছিতার তরে;
নাম তুমি লক্ষ্মী মা আমার,
ডুবাইয়া প্রাণ-পদ্ম রক্ত পদভরে—
সৌন্দর্য্যসাগরে!

পরাগ।

কুসুমের নির্ম্মল প্রকাশে,
উষার অরুণরাগে, সান্ধ্য হৈম বাসে,
মাগো, তুমি হও প্রকাশিত ;—
মর্ম্মান্ত মুখরি' তোল শতমুখ-ভাষে,
অঞ্চলবাতাসে।

মেঘলোকে বিজনে, নীরবে,
কত শত স্বপ্নরাজ্য ভেসে আসে যায় ;—
তারি'মাঝে দাও দেবি, দেখা,
পলকের তৃপ্তিসম তরল লীলায়
দিগন্ত-সীমায়।

তুমি যে মা, উদধি-মেখলা
শ্যামাঙ্গিনী ধরণীর বিপুল সম্পদ ;
তরু-লতা ফল-পুষ্প 'পরে
রয়েছে তোমার নিত্য পদকোকনদ
অখণ্ড মহৎ।

পরাগ।

নিখিলের সুনিভৃত তলে,
সঞ্চিত রেখেছ তব নির্ম্মল পরশ ;
তুমি যে মা সর্ব্বজীবালয়ে,
স্নেহক্ষীরে সঞ্চারিছ স্নিগ্ধ প্রাণরস ;
তুমিই জননী,
তোমায় প্রণমি।

ষড়-ঋতু নিত্য-আবর্ত্তনে,
অচল রেখেছ বিশ্বে বিচিত্রযৌবন ;
ঘন অমানিশি-অন্তরালে
তোমার লাবণ্যদীপ্তি তারকাকিরণ
উজলে গগন।

মাগো, তব আনন্দে, অমৃতে
বিকশি', সরসি' উঠে বিশ্বের হৃদয় ;
জন্মজরা-মৃত্যু-রোগ-শোক,
আপন চরণতলে করিয়ে বিলয়
রয়েছ অক্ষয়!

সুলক্ষণে, সুধা-ধবলিতে,
করালিনী প্রকৃতির উন্মাদ-প্রলয়
রুদ্ধ হ'লে তব নেত্রপাতে,
বিশ্ব'পরে চিরমুক্ত তব বরাভয়
জাগায় বিস্ময়!

দেবি, তুমি, লক্ষ্মী ধরণীর;
নহ শুধু বৈকুণ্ঠকবির;
অপার করেছে তোমা স্বরগের সীমা;
ওগো তুমি প্রাণের শরীর,
জীবনযৌবনমূলে তুমিই আসীনা!
হে দেবি আমার,
নমি' শতবার।



নিশীথে।

কে আছ কোথায়?
এসো সবে বাহিরিয়া, এসো সবে প্রাণ খুলি',
মুক্ত-নেত্রে চাও আজি দিব্য নীলিমায়!
অনন্তের মধুভরা মৌন আকম্পন,
মর্ম্মে মোর পশিয়া, পশিয়া,
কি এক আনন্দ-গতি করিছে সৃজন,
কোথা যেন যেতেছি ডুবিয়া!

নীলিমা এমন
দেখিনি জীবনে ওগো, এত শান্ত জ্যোতির্ম্ময়!—
এ যে আদিজননীর গূঢ় আলিঙ্গন!

লোকাতীত দৃষ্টি দিয়া বিহ্বল হৃদয়মন
কে যেন লইল ডাকি দিগন্তের তীরে;

পদ্মরাগ।

শশীসূর্য্যগ্রহতারা দিব্য পূজা-পুষ্প সম
যেথায় ছুটেছে ভাসি একার্ণব-নীরে।
প্রাণ আজি ছুটিছে কেবলি ;—
তরঙ্গ তরঙ্গঘাতে, লোকান্ত নীলিমাপাতে
সর্ব্বস্ব আমার আজ যায় ছল্‌ছলি' ;
নাহি কোন কৃত্রিম বন্ধন,
অবারিত, মুক্ত এ ভুবন!
নির্ম্মল মাহেন্দ্রলগ্নে সুপ্রসন্ন যাহার আভাস,
মানবের দেহধূলি, করি যায় স্বর্ণরেণু,
নিমেষে মৃত্তিকাপুঞ্জে জ্বালি' দেয়
হোমাগ্নিবিভাস,—

সেই রাজ্য সেই দেশ,
খুঁজিতেছি ওগো, আজ অক্লান্ত হৃদয়-গতি,
অবিচল মনোভূমি, আঁখি অনিমেষ ;
আপনারে প্রসারিয়া অধঃ-উর্দ্ধে চারিদিকে
ইন্দ্রজিত মত,

পরাগ।

জড়াইয়া রহিয়াছি সুবিশাল ব্যোম-ভূমি
সুনির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, কৌমুদী-রসিত!

কত শান্তিময়,
আজি এই নিশীথের বিপুল গগন!
জ্যোছনায় মেদুরিত নীলিমা গহন!
অনন্ত, নিমেষ-হীন তারকার দিব্যদৃষ্টি
আনে কোন্ অপ্সরার বিহ্বল স্বপন!

পারি না সহিতে,
অন্তর্মুখী পুলকের অবাধ উচ্ছ্বাস
আসে চারিভিতে;
নন্দনের, বৈকুণ্ঠের যুগান্তসঞ্চিত কত,
রসাল রাগিণী,
ফুটায়ে তুলেছে ওগো, বিন্দুনাদকলাতীত
জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী!

অপূর্ব্ব আনন্দবন্যা,
আমায় ডুবায়ে নেয়,
কোন্ দেবদম্পতীর আনন্দবাসরে,—
পারি না বলিতে ;

আর আমি পারি না সহিতে !
যুগযুগান্তর,
লোকলোকান্তর হ'তে এ বার্ত্তা মুখর,
আসিতেছে মানব-হৃদয়ে ;
কেহ তারে শুনিয়াছে, কেহ উপেক্ষিয়া গেছে,
কেহ তারে শির পাতি' লইয়াছে
কৃতজ্ঞ বিস্ময়ে !
আজ সে আহ্বান,
সেই সাম-গান,
নির্ম্মল জ্যোছনা-দীপ্ত নীলিমা ছাপিয়া,
জাগ্রত মানব-বুকে অবিরাম পশিছে আসিয়া !
প্রাণপুট খুলি, অকাতরে

চাহি আছি উদার অম্বরে ;—
বুঝিতেছি,—মানবের জীবন যৌবন,
কত অপরূপ, ওগো কত অনুপম !
বুকে পৃথিবীর
যারা বসি' দিন রাতি বহু পণ্য-জাত নিয়ে
রহিয়াছে বিহ্বল, অধীর ;
যদি কেহ, যদি কেহ, মাত্র শুধু একবার,
খুঁজে পায় জীবনের এই মুক্তদ্বার ;
গ্লানিপূর্ণ ধূলিখেলা, হইবে বিভূতিমান্
ভাতিবে অনন্ত জ্যোতি ললাটে তাহার ;
ঊর্দ্ধমূল হৃদয়েরে অনন্তে গাঁথিয়া,
রহিবে রহিবে তারা জীবনের প্রতিকার্য্যে
আনন্দে, অমৃতরসে মজিয়া ডুবিয়া !
সে প্রশান্তি মানবের সুদূর কল্পনাতীত
কখন কখন ওগো, জাগিবে জীবনে ?
ধরণী হইবে ধন্যা, জন্মভূমি গরীয়সী,
কোটি হৃদয়ের বলে, উৎসাহ-স্পন্দনে।



প্রতিষেধ।

"ক্ষান্তহও, ক্ষান্তহও অয়ি বৎসগণ,"
কলালক্ষ্মী রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলা সেদিন ;—
"কৃত্রিম ভূষণে মোর নাহি প্রয়োজন,
আমি যে ছিলাম ভাল আভরণ-হীন !

"যারা বসি' প্রকৃতির গুপ্ত নিকেতনে
"ছিল মোর সেবাব্রত গৌরবে বহিয়া ;
"অনুদিন বিল্বদলে কুসুমে চন্দনে
পূজিয়াছে আত্মহারা ধূলায় লুটিয়া ;

"তাহাদের গন্ধমাল্য, দূর্ব্বা, পুষ্পাঞ্জলি,
ভকতিবাসিত শত পূজা উপচার;

কণ্ঠে কণ্ঠে সমীরিত সাম স্তবগান
বহু যুগ যুগান্তের কাঙ্খিত আমার!

কিন্তু বৎস, তোমাদের হিরণ্য-চম্পক,
মণিমালা, রত্নদীপ, কিরীট, কেয়ূর,
নহে, নহে, নহে মোর যোগ্য উপচার,
সে যে প্রাপ্য কুবেরের, অথবা বধূর।

"তোমরা ভুলিয়া গেছ কুসুম-চয়ন
মুক্ত উপবন মাঝে প্রকৃতি-লক্ষ্মীর;
পুষ্প-ভ্রমে ফেনরাশি যত্নে আহরিয়া
কল্লোলে ঘিরেছ তাই আমার মন্দির!

"তোমাদের করতাল, কাংস্যঘণ্টারবে
দিবানিশি মুখরিত বহু দেবালয়;
সেত নহে হৃদয়ের আরতি-উচ্ছ্বাস,
সে যে আত্ম ঘোষণার ছদ্ম-অভিনয়!

ত্রিভুবন-মূল-বাহী অমৃত-উৎসের
 সনাতন ঢেউ গুলি শত ভঙ্গিমায়,
উছলি উঠেনা কেন ধ্রুব মূর্ত্তি লয়ে
 বৎসগণ, তোমাদের ছন্দে ও ভাষায়!

হেমসূত্রে কৃশমুষ্টি বাঁধিয়া কি ফল?
 দুদিনের বর্ষ-বাতে যাবে তা পচিয়া;
শত অলঙ্কার ভারে সাজাতেছ যারে
 সেত বহুদিন আগে গিয়াছে মরিয়া!

"আমার ভোগের জন্য তোমরা সকলে,
 নিশিদিন আহরিছ সামগ্রী-সম্ভার;
সে যে পূতি, পর্য্যুষিত যুগ-যুগান্তের—
 এই কদাহার হ'তে শ্রেয়ঃ অনাহার!

"সুখে, দুঃখে নিশিদিন এখনো যাহারা,
 সর্ব্বস্ব হৃদয়ে মোরে করেছে বরণ,

তোমাদের কলরোলে যদিও ব্যথিত,
এখনো রয়েছে তারা আমাতে মগন।

"শুদ্ধ অমৃতের নদী জীবনের মূলে
চিরদিন বহিতেছে নবীন, নির্ম্মল ;
অবগাহি নিরজনে কর অভিষেক,
মাতৃবুকে আপনারে কর গো সফল।"



আকাশ।

হে আকাশ! হে অপার! চিরমুক্ত বিস্ময়ের ভূমি!
'প্রাণ আজি দিগম্বর দাঁড়াইয়া তোমার সম্মুখে;
উধাও আনন্দ-বেগে দিগন্তের তট-রেখা চুমি'
ধূর্জ্জটির ক্ষিপ্ত-গতি শত পথে ছুটে মোর বুকে!
হে অসীম! অনন্তের স্রোতমান দর্পণ উদার!
যুগান্ত ঐশ্বর্য্য-রাশি সুবিজনে তোমার ভিতরে,

ওতপ্রোত ঝলমলে; সুপ্রসন্ন আভাস তাহার
মেঘ-রৌদ্রে আসে নামি,' অযাচিত ধরণী উপরে!
ক্ষুদ্র বালি-কণা মাঝে হের ওগো, আসিয়াছে নামি'
দেবতা পরশ-রাশি, রসায়ন তব বৃষ্টি-জলে;
তোমার সহস্র-কোটি স্বর্ণ-রশ্মি, দেয় মোরে আনি'
বৈকুণ্ঠের রূপরাশি অলৌকিক প্রতি পলে পলে!
আমি আর নহি আমি; ধূলি-কণা মণি-বিন্দু সম;
হে আকাশ, দেহ মোর অনু হ'তে অতি অণীয়ান্
পিয়ে তব সুধারাশি লক্ষ-মুখে করি' প্রাণপণ
ধরিয়াছে দেবতার দিব্য-কান্তি মূর্ত্তি মহীয়ান্।
আজ হেরিতেছি তোমা, শিশুসম নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে;
উন্মুখ মৃণ্ময়-পাত্রে স্বর্ণ-শিরা আনন্দ-প্রবাহ
কি কল্লোলে ছুটিতেছে; জাগে মোর বিপুল হৃদয়ে
বিশ্বের বিলাস কত, বিশ্বজন, চাহ, ওগো চাহ!
আজ মোর অপরূপ এই চিত্তপরমাণুভরা
ছুটিছে টুটিছে কত ত্রিলোকের কান্ত পরম্পরা!

পরাগ।

হে প্রশান্ত, দেবতার চিরন্তন বিহার-অঙ্গন,
আদিম রজনী হ'তে তোমা 'পরে করেছে নর্ত্তন
গন্ধর্ব্ব-মিথুন কত, দেববালা কত কেলি-পরা,
সৌন্দর্য্য-যৌবন-দীপ্ত-মদিরায় মত্ত অপ্সরা;
তাদের কুন্তল-ভ্রষ্ট মণি-মালা অঙ্গনে তোমার
তারকার মালারূপে রয়েছে বিকীর্ণ, চারিধার!
পুষ্পক-বিমানে আসি' দেবগণ তোমার উপরে,
কত লীলা করিয়াছে অপরূপ যুগ-যুগান্তরে।
কত দিন!—সংখ্যা নাই; আদি হ'তে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির,
তোমার উদার বুকে হে আকাশ! হয়েছে বাহির
অভিযান আনন্দের; নির্ম্মল আশীষ তব কত,
বরষার স্নিগ্ধ জলে অযাচিত আসিয়া নিয়ত,
করেছে শ্যামল-শান্ত, তাপ-দগ্ধ জীর্ণ ধরণীরে!
সহস্র উৎসব-দিনে মানবের, প্রসাদ-প্রাচীরে,
দেবকন্যাগণ মিলি' উঁকি দিয়া নয়ন-বিলাসে
চত্বর, অঙ্গন, পথ ভরি' দিত পুষ্পবৃষ্টি রাশে!

হে জাগ্রত, একচারি! তোমার উদার বক্ষতলে
আমাদের কত গান, কত হাসি ফুঠে প্রতি পলে,
তুমি শুধু সুনির্ম্মল, সুকোমল, নীল আবরণে
ধরিত্রীরে লইয়াছ হৃদয়ের অপার বেষ্টনে!—
আমরা মিলিয়া,
আকণ্ঠ মদিরা পানে ক্ষিপ্তবদ্ উদ্‌ভ্রান্ত ঘুরিয়া,
শত-জিহ্ব ইন্দ্রিয়ের লক্ লক্ সহস্র-জ্বালায়,
মত্ত মৃত্তিকার গন্ধে, আসুরিক ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
প্রতিদিন ধরণীরে প্রাণপণে করি কলুষিত!
ভদ্র-বেশী পশুতায় পূর্ণ করি' হীনতা কুৎসিত,
বিষাক্ত মরমব্রণ করি' তুলি আরো বিষময়!
ঊর্দ্ধ-কণ্ঠে চীৎকারিয়া প্রচারি গো পরাজয়ে জয়!
কত দীন ব্যর্থতারে, দিয়া শত বিচিত্র-বরণ
সগৌরবে করিতেছি আপনার হৃদয়-ভূষণ!
হেয় অপমৃত্যু তরে রচি' কত নরক-গহ্বর;
কত যত্নে কৃমি-কীটে পূর্ণ রাখি হৃদয়-কুহর।

যত পারি, প্রাণপণে রুধি' দিয়া হৃদয়ের দ্বার,
শিষ্টতার পরিচ্ছদে দিই ঢেকে ঘন অন্ধকার!
তার মাঝে সিংহ, ব্যাঘ্র, সরীসৃপ, শৃগাল, শকুনি,
রচি' দেয় ঘোর-মূর্ত্তি, যুগান্তের রুদ্র প্রেত-ভূমি!
স্বার্থলয়ে প্রাণপণে করি সবে মত্ত হানাহানি;
অকালে বোধিত করি, বিশ্বময় প্রলয়ের বাণী!
অস্থি-মাংস-বসা-স্নায়ু, পূতি-গন্ধ শোণিত-কর্দ্দমে,
প্রশান্ত ধরণী-বুক পূর্ণ করি বিলাপে, রোদনে!

ওগো চিরন্তন!

তুমি আছ প্রসারিয়া বুকভরা, কান্ত, আলিঙ্গন!
মোদের জঞ্জালরাশি, মদ-মত্ত, সহস্র বিকার,
উদ্ভট তাণ্ডব-নৃত্য, জ্বালাময়, বিকট চীৎকার,
তোমার অমৃতস্রাবী মধু-মুখ সহস্র চুম্বনে,
তোমার দিগন্ত-প্লাবী আনন্দের সুবর্ণ-কিরণে
অভিষিক্ত হয় কত! বুঝাইয়া দাও অনুক্ষণ
কি প্রশান্তি তব বুকে, কি নির্ম্মল পরশ, পাবন!

হে অক্ষর, অশরীরি, তুরঙ্গম, হে মহাসুন্দর!
স্নিগ্ধ আলোকে তব এ নিখিল হয়েছে ভাস্বর;
তোমার আনন্দ-কণা পড়ে যবে বুকে পৃথিবীর,
উৎসবে উছলি উঠে, কূট-গৃহ, বিহার, মন্দির,
লতা-কুঞ্জ, নাট্য-শালা, পান-ভূমি, চৈত্য, দেবালয়,
বিপুল বিশ্বতোমুখী সুকুমার প্রাণের বিলাসে,
রসাল ছন্দেতে ভরা অনাময়, নির্ম্মল প্রকাশে!
সে প্রকাশ অপরূপ! জগতের জাগ্রত বিস্ময়
তার মাঝে দীপ্ত হ'য়ে, কান্ত হ'য়ে উঠে জ্যোতির্ম্ময়!
সে আলোকে চিত্তময়ী সুরঞ্জনা ললিত চরণে
নৃত্য করে তব বুকে! কিছু নাই এই ত্রিভুবনে
যার কাছে পে'তে পারি, মহাকাশ, তোমার উপমা
তুমিই তোমাতে পূর্ণ, তুমি দেব, তোমারি তুলনা!
ব্রহ্মাণ্ডের বিন্দু গুলি রহিয়াছে মণিরেণু সম
ব্রহ্মসূত্রে অনুবিদ্ধ মুক্তাফল-মালার মতন।

ওগো দেবস্থান!

তোমার বুকের তলে নিখিলের জ্বলন্ত শ্মশান,
উদ্গীরিয়া বহ্নিতাপ, বেগবান্ ভস্ম, ধূম-রাশি,
প্রশান্ত শীতল হয়; মানবেরা আর্ত্ত-বুকে আসি'
আপন হৃদয়-ব্যথা খু'লে দেয় তোমায় চাহিয়া;
ব্যথিতের মর্ম্ম-জ্বালা ঊর্দ্ধশ্বাসে যায় গো ছুটিয়া
তব হিম-রাজ্য মাঝে; ভূত-ধাত্রী, শ্যামা ধরণীর
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, অমৃত পরশে অশরীর,
দূরে যায়, উড়ে' যায়, সুখ-শান্ত তোমার নিশ্বাসে!
হে নিষ্কল, নির্ব্বিকার! সুগহন নীলিমার বাসে
আদিম প্রভাত হ'তে ঢাকিয়াছ পৃথিবীরে কত;
সেই মুক্ত আবরণে, উঠিয়াছে, উঠে যুগপৎ
উৎসবের মদ-মত্ত হাস্য, গীতি, কলকোলাহল,
বিলাপ ব্যথার কত আর্ত্তনাদ যাতনা-বিকল!
সবি' তুমি লইতেছ নির্ব্বিকার হে মহাপুরুষ,
মৌন আলিঙ্গনে বাঁধি', হে সুব্রত, ওগো নিষ্কলুষ!
তব নিস্তরঙ্গ বুকে পাপ, পুণ্য, সকল মিলিয়া

কি হয়, কোথায় যায়,—নাহি জানি ; যুগান্ত ধরিয়া
আছ তুমি পরিচ্ছন্ন, অনির্ব্বাণ, ওগো মহাকাশ !
কোন মলিনতা, দৈন্য স্পর্শে নাই তোমার প্রকাশ !
কল্পান্ত ব্যাপিয়া,
কত জন শৈলশিরে, সৌধচূড়ে, অঙ্গনে আসিয়া,
ঊর্দ্ধমুখে সবিস্ময়ে চাহি' চাহি' বালকের মত,
তোমার অনন্ত অর্থ বুঝিবারে চেয়েছে নিয়ত ;
তুমি আছ হে দুর্ব্বোধ, হে মহান্, শান্ত, স্বপ্রকাশ !
আজো তোমা নেহারিয়া কাহারও মিটে নাই আশ !
অলৌকিক প্রাণবলে বলীয়ান্, যারা ভাগ্যবান্,
দৈবাৎ পেয়েছে তব অর্থ-কণা অণুপরিমাণ,
তাহারা এনেছে বন্যা বৈকুণ্ঠের, প্লাবিয়া ধরণী,
জেগেছে তাদের বাক্যে স্বরগের, আনন্দের ধ্বনি !
তাহারা অমৃত-পুত্র, অপ্রমত্ত, শান্ত, নিরঞ্জন,
ভিক্ষু-ব্রত, ভাবিতাত্মা, জ্ঞান-দীপ, স্থণ্ডিল-শয়ন ;
তাঁদের ইঙ্গিতমাত্রে জগতের আয়ু-বর্ণ-বল,

পয়োগ।

এসেছে হে মহাকাশ, উজলিয়া তব বক্ষতল!
খুলি' প্রাণ-কমণ্ডলু, গিরিশিরে বনানী-বিজনে
ভিক্ষা মাগিয়াছে তাঁরা, তোমা হ'তে কত প্রাণপণে!
প্রদানি' অমৃতকণা অসীম আনন্দ-লোক হ'তে
তাঁদেরে করেছ পুষ্ট! হে আকাশ, সকল জগতে
সর্ব্ব-অভিভাবী তব জাগি আছে কারুণ্য-মহিমা,
শঙ্করের মাতৃভূমি তব মৌন, অদ্বৈত নীলিমা!

হে সর্ব্বশরণ,
জাগি আছে তব দীপ্ত, অনিমেষ বিশ্বতো নয়ন;
সেই নেত্র-জ্যোতি-তলে বিচিত্র সৃষ্টির উপবনে,
মানব-হৃদয়-রাশি পুষ্প সম ফুটিছে বিজনে!
তোমার নয়ন-চ্যুত জ্যোতি-কণা গোপনে পাইয়া
অতুল ঐশ্বর্য্য ল'য়ে বর্ণে, গন্ধে আসে বাহিরিয়া।
হে আকাশ! তুমি সৌম্য, সুপ্রদীপ্ত, তুমি সুমহান;
মোদের সমাজ তব জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ-উদ্যান।
যার মাঝে দণ্ডে, পলে, ঊষায়, সন্ধ্যায়, নিশিদিন,

পরাগ।

কত কেতকীর হাসি, অশোকের বিলাস রক্তিম,
মল্লিকার মৃদুগন্ধ, মালতীর কান্ত মধুরতা;
বকুলের ক্ষীণবুকে প্রেম-ভরা মৃদু কোমলতা;
চাঁপার কনকোজ্জ্বল প্রাণ-তলে উন্মত্ত সৌরভ;
বেলার মদির গন্ধে সুবাসিত হৃদয়-গৌরব;
হৃষ্ট-রোমা কদম্বের হর্ষ-রাশি, বাসন্তী, বাঁধুলী,
তিলক, চূর্ণক সম,—মানব-হৃদয়-পুষ্পগুলি;
প্রীতি, প্রেম তাহাদের, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম সম,
অশরীরি তনু ল'য়ে ছুটে তব স্বারাজ্যে গোপন!
এ উদ্যানে মানবের অলৌকিক যত কিছু আছে,
মানব পেয়েছে তাহা মহাকাশ! শুধু তব কাছে!
মাহেন্দ্র-লগনে,
যে দিন তোমার বুক, দুর্নিবার আলোক-প্লাবনে
খু'লে গেল, সেই দিন মানবের চির-স্মরণীয়;
সে দিন মানব-শিরে রৌদ্র-পীত শুভ উত্তরীয়
অনন্তের, পড়িয়াছে! ভূমা যাহা, বিরাট, মহান্,

তা'রি অনুকম্প বহি' উঠেছে উদাত্ত সামগান,
শত ব্রহ্মচারী-কণ্ঠে তপস্যায় শাণিত, সংহত!
সেই আদিজাগরণে মহাকাশ! যে অমৃতব্রত
লইয়াছে মানবেরা সবে মিলি' আত্মার গুহায়.
তাহার কল্যাণ-দীপ্তি কতরূপে আজো দেখা যায়!
হে অনন্ত! সুপ্রসন্ন, ঘন-নীল একার্ণব-জলে,
আদি-অন্ত-হীন তব স্বচ্ছ, শান্ত, নির্ম্মল অতলে
আকণ্ঠ করিতে পান চিরদিন, যুগ যুগান্তর,
তব সম্মোহন শান্তি, যে পিপাসা প্রচ্ছন্ন, প্রখর,
রহিয়াছে জাগি' সদা অনিমেষ মানবের বুকে,—
যার দুর্নিবার বেগে মানবেরা নিত্য সুখে, দুঃখে,
সকল ঐশ্বর্য্য, দৈন্য, তবপদে করি' নিবেদন—
অনন্ত মহিমা-মাঝে দেয় ঢালি' সর্ব্বস্ব আপন,—
তার অন্তরালে আমি হেরিয়াছি প্রেরণা তোমার—
তালে তালে নৃত্যতব, শিখাপরে শত বাসনার,—
সেই তুমি,—সেই তুমি,—ভূতনাথ, শরণ্য বিশ্বের,

ক্ষুদ্র মানবের প্রাণে ধ্বনিতেছ গীতি অনন্তের।

হে জয়ী, জাগ্রত!

তব সনাতন মূর্ত্তি হইয়াছি আমরা বিস্মৃত!
তাই মোরা মাতা,পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, প্রিয়-পরিজন,
কারেও চিনিনা কেহ; স্বার্থ লয়ে' দ্বন্দ সর্ব্বক্ষণ
বিশ্বে রহিয়াছে জাগি; স্বজনের রক্তমাংস নিয়ে
উন্মত্ত হয়েছি সবে। শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, দিয়ে'
করি শুধু মানবের সনাতন শ্রেণীর নির্ণয়!
ভুলি মোরা প্রতিপদে, কালাতীত মানব-হৃদয়!
তুমি আনিয়াছ এই মহাবিশ্বে নব জাগরণ;
তুমিই দিয়েছ সব বর্ণে, গন্ধে, ভরিয়া ভুবন;
হে আকাশ, তুমি শুধু অনিমেষ সহস্রনয়নে
হেরিছ মোদের গতি; মানবের আদি শিশুগণে
মেরুদেশে, শকদ্বীপে, ইরাণের প্রান্তরে যেমন
হেরিয়াছ, সেই স্নেহে আজো তুমি ডাক সর্ব্বক্ষণ।
বুঝিনা, চিনিনা তোমা, ওগো সর্ব্বলোকপিতামহ!

তবু তুমি লয়ে বুকে আমাদেরে আছ অহরহ!
মোদের কলহ, দ্বন্দ, হাস্য, গীতি, প্রীতি-অভিনয়,
তোমার অপার বুকে রচে এক বিচিত্র নিলয়!
মলিন, বিকৃত, ছদ্ম পরিচ্ছদ ফেলি'দিয়া দূরে,
লও টানি' মহাকাশ! সনাতন মানব শিশুরে!
প্রাণের ভঙ্গিমা মাঝে নেহারি নির্ম্মল শালীনতা,
জাগাও মানব প্রাণে এক ধ্রুব পরিবারপ্রথা!
তোমার হৃদয়গত অন্তহীন সমুদ্রের পানে
মানবের চিত্তধারা, হে মহান্, কত ছন্দোগানে,
উৎসরিত কলকলে, ছলছলে কত মন্বন্তর;
বিশ্বমানবের এক সনাতন হৃদয়ের স্তর
সে সমুদ্রে উঠিতেছে,—ধীরে ধীরে তুলিতেছে শির
লব্ধপক্ষ মৈনাকের মত; যার দেহের প্রাচীর
চৈতন্যের কণাজালে—সনাতন প্রাণের বলয়ে,
বিচিত্র, বিপুল হয়ে উঠিতেছে ঊর্দ্ধপানে চেয়ে!
এই মহা আয়োজন চলিয়াছে কত কল্প ধরি,

তুমি আছ হে আকাশ, চিরকাল তাহার প্রহরী ;
ক্ষত্র, দ্বিজ, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, অসুর
সবে মিলি কোটি কল্প রচিতেছে তব কেলি-পুর !
এখনো আরম্ভ তার,—নাহি জানি তার পরিণাম
এই চির-রচনার নাহি ছেদ, নাহিক বিরাম !
হে আকাশ, বুকে তব ব্রহ্মাণ্ডের চিত্তবীজ রাশি
কত রসে অঙ্কুরিত, মুকুলিত উঠে পরকাশি ;
ধ্রুব তুমি, আছ নিজে ওতপ্রোত সকল প্রকাশে ;
বাঁধিয়াছ নিখিলেরে আনন্দের কি নিগূঢ়পাশে !

হে বিভূতি ময় !
কত বর্ণে রচি' যাও জগতের নির্ম্মল বিস্ময় !
কত মহাকাব্য তব ধূম-জ্যোতি-মরুতে, সলিলে,
সহজে বিকশি' উঠে উদ্-ভাসিয়া উদার নিখিলে !
অপরূপ মেঘলোক অনায়াসে রচিয়া নিমেষে,
মানবে ডাকিয়া লও ক্ষণজন্মা সৌন্দর্য্যের দেশে !
শুনিয়াছি সে আহ্বান শিশুকালে, কৈশোরে, যৌবনে,

স্পন্দন মধুর তার আজো ছুটে সহস্র মরমে !
ধবল নীরদ-রাজি কভু শুভ্র ঐরাবত সম,
কখনো বিচিত্র-বর্ণা বশিষ্ঠের ধেনুর মতন ;
ধরে কভু হেম-জ্যোতি স্বর্ণপক্ষা শত মরালীর,
কখনো কজ্জল-বর্ণ, মহাকায় সহস্র হস্তীর ;
আকাশ-গঙ্গার শুভ্র পরিচ্ছন্ন সৈকতে সুন্দর !
কোথা ফেণ-রাজি-শ্বেত, ভবেশের রোমন্থ-তৎপর
বৃষভের দিব্যমূর্ত্তি ; দেখা যায় কখনো পলকে
উৎকীর্ণ রশ্মির ধারে কোটি মুখে ঝলকে,ঝলকে
তরল সুবর্ণধারা মদমত্ত দিগ্ গজ-গণ,
বিকীর্ণ-রঞ্জিত করি' দেয় নীল গগন প্রাঙ্গন !
কোমল কপিশবর্ণ, অতিকায় মহিষের মত,
ধূম-ঘন মেঘ-রাজি দিগঙ্গনে জল-কেলি-রত !
হে অসীম, সীমাহীন ! ঊর্দ্ধমুখে যত বার চাই,
কত আশাতীত তব কাম-মূর্ত্তি দেখিবারে পাই !

কখনো আবার,

সুদূর দিগন্তে তব শিশুমেঘ, সহস্র আকার,
মাথা তুলি, ঊর্দ্ধজঠা নারিকেল, গুবাকের সাথে,
পল্লীর পূরব প্রান্তে দেখা দেয় বিমল প্রভাতে ;
স্বর্ণ জলে ধুয়ে' শির আগমনী প্রচারে ঊষার !
কথনো দিগন্ত-তটে অরুণ-বরণ পূর্ব্বাশার
ক্ষীণ-দীর্ঘ মেঘ-শ্রেণী স্তরে স্তরে পিঙ্গল-বরণ ;
তাহার আরক্ত-দীপ্ত অবকাশে কত অগণন,
প্রশান্ত সাগরশ্রেণী, স্বর্ণবর্ণা কত স্রোতস্বিনী,
কত স্বর্ণসরসীর সুনির্ম্মল দিগন্ত রঙ্গিণী
দিব্য-কান্তি ; কত হ্রদ খুলি' দিয়া হৃদয়-দর্পণ
ভঙ্গুর ঐশ্বর্য্য বহি' থাকে তব উজলি' অঙ্গন !
তাদের হিরণ্য-শীর্ষ ছোট-বড় তরঙ্গের রাশি,
নাচাইয়া তোলে বুক ! তৃণ সম যাই ধীরে ভাসি
সে অপার, সে উদার, অপরূপ মহাসিন্ধু পানে,
হেরি তথা মণিময়, ভাসমান মন্দির সোপানে,—
নিভৃতে বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মী রয়েছেন মন্দিরে বসিয়া,

স্বষ্টির সহস্র ঢেউ যায় তাঁর পদ প্রক্ষালিয়া !
ভেসে ভেসে স্বর্ণজলে প্রাণ মোর দেবী-পদ-তলে
সন্তরণ-কেলি-শ্রান্ত-শিশু-সম থাকে কুতূহলে।
ওগো স্বপ্নস্থান !
সিদ্ধ-যক্ষ-চারণেরা বসি' হেথা থাকে মূর্ত্তিমান্।
তব মেঘ-লোকে বসি' ধবল শিখরে জ্যোতির্ম্ময়,
উজ্জ্বল-কনক-কান্তি অপ্সরার ত্রিলোকবিজয়
স্বকুমার তনুলতা, উদ্ভাসিয়া রাখে দিগঙ্গন;
ধ্যানান্তে, বিহ্বল-নেত্রে, তপো-মূর্ত্তি কত মুনিগণ
আপন যুগান্ত-ব্যাপী তপস্যার নির্ম্মল মহিমা,
অকাতরে সঁপি দিয়া পূজে সেই স্থবর্ণ-প্রতিমা;
কভু মেঘ-বিতানের অন্তরালে দিগন্ত-প্রসর
ঘিরিয়া রাখগো তুমি প্রকৃতির ভৌম-কলেবর !
মোরা চেতনার বিন্দু, সবিস্ময়ে চাহি তোমা পানে
গাহি 'গান, উঠি নাচি' অলৌকিক প্রেমের তাড়নে !
দেবমাতা, অনবদ্যা কত তব গৃহলক্ষ্মী গণ

আসে নামি পৃথ্বী 'পরে, উড়ে যায় সুখ স্বপ্ন সম ;—
উজ্জল উল্কার মত আঁকি দীপ্ত স্নেহরশ্মিরেখা,
আমাদের চিদাকাশে, আর কভু নাহি যায় দেখা !
আমার হৃদয়-মন ঘুরি' ঘুরি' মেঘ-লোকে তব
তাদের অঞ্চললীলা, ঘনকৃষ্ণ চিকুর-গৌরব,
মণি-দীপ্ত সীমন্তের অপরূপ সিন্দুরের রেখা,
সন্ধ্যারক্ত মেঘশিরে থাকি থাকি পায় যেন দেখা।

হে মঙ্গল ময় !

যখন নিতান্ত শিশু, সুকুমার আমার হৃদয় ;
আছে মনে মাতৃ:কোলে প্রতিদিন বসিয়া সন্ধ্যায়
রচিতাম দেবধানী, তব শান্ত. মুক্তনীলিমায় !
অরুণ, কপিল, ধূম্র, শ্বেত, নীল, পিঙ্গল, ধূসর
থাকিত জলদজাল দিগ্বলয়ে রচি' কোটি স্তর !
আমার হৃদয়-মন, সরবস্ব একান্তে বাঁধিয়া
ছুটিতাম অন্তরীক্ষে প্রাণপণে উধাও উড়িয়া !
তখনো হেরেছি তোমা,—সবিস্ময়ে আজিও নেহারি,

যতই বুঝিতে চাই, প্রাণ ভরি আসে অশ্রুবারি!
হে ধূর্জ্জটি, আজি এই সন্ধ্যাবেলা বসিয়া একেলা
হেরিতেছি জ্যোতিবাষ্পে নিত্য-নব তব ধূলিখেলা!
রচিছ মৈনাকশৈল, ঋষি-গিরি, মলয়-অচল,
কৈলাস ধবল-কান্তি, কোথাও রচিছ অস্তাচল;
কোথাও কনক-শৈল, প্রস্রবণ-গিরি, মাল্যবান,
অঞ্জন পর্ব্বত কোথা, কোথাও নগেন্দ্র, হিমবান,
চিত্রকূট, ঋষ্য মুক। কত রূপে ওগো মহাকাশ!
তব বুকে দেখা দেয় শৈল-রাজি শ্যামল-প্রকাশ!
তাদের সজল-শ্যাম গাত্রদেশে বিদ্যুতের রেখা
ঋষিদের ক্ষণ-জন্মা হাসিরূপে দেয় যেন দেখা।
তাদের বিজন শিরে, সানুদেশে, নিবিড় গুহায়,
সহস্র নিস্তব্ধ মুনি বসি যেন মগ্ন তপস্যায়;
তাঁরা শান্ত, অতন্দ্রিত, নির্ব্বিকার প্রশান্ত-হৃদয়;
হেরিছে যুগান্ত ধরি' মানবের ভাগ্য-বিপর্য্যয়!
দেশ, পণ্য, ধর্ম্ম নিয়ে স্বার্থ-অন্ধ মানবেরা মিলি'

কৃমি-কীট সম করে প্রাণ-পণে যত কিলিবিলি
যত ক্রূঢ় হানাহানি; তার হীন ক্ষুদ্র পরিসরে,
তাঁহাদের শুভ-দৃষ্টি দেবাশীষ সম যেন ঝরে।
আজ মোর মুক্ত প্রাণমন,
জটায়ু, সম্পাতি সম উড়িতেছে ঘুরি' দিগঙ্গন,
ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধদেশে, হিমশান্ত দূর নভঃ পথে!
হে আকাশ! আজ মোরে স্বৈর-গতি দিয়েছ জগতে!
প্রাণ মোর মুক্ত-পক্ষ ব্যোম-চারী ইন্দ্রজিত সম;—
আজি মোর শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই; নবীন জনম
এনেছে আমার বুকে অনন্তের নির্ম্মল প্লাবন!
খুলিয়াছে সংসারের ধূলি-লিপ্ত নয়নে আমার
সকল বন্ধনরজ্জু হৃদয়ের অযুত প্রকার!
আজ আমি হেরিতেছি ভবিষ্যৎ, ভূত, বর্ত্তমান
রচিয়াছে বুকে তব অমৃতের প্রবাহ মহান্!
উড়িতেছে সৃষ্টি-ধারা উপবীত সম তব গলে।
হে ব্রাহ্মণ, পুরাতন, কোথা তুমি, বসি' কত ছলে

কোন্ মহা দেবালয়ে, সুবিজন কোন্ সিন্ধু তীরে
ব্রহ্ম-তেজে সৃষ্টি-লীলা উদ্‌ভাসিয়া রেখেছ তিমিরে !
যে ঊর্দ্ধ আকাশপথে, ছুটে বেগে বৈনতেয়-গণ
তাহা অতিক্রমি' দূর দেবমার্গে চলেছি এখন !
কি উৎসাহ আনন্দের, থামিয়াছে হৃদয়-স্পন্দন !
ছুটিয়াছি অতি ঊর্দ্ধে সুতুস্তর গরুড়মণ্ডলে
বিপুল ইথর-গতি ভেদি মোরে যেতেছে উছলে !
প্রাণে মোর লাগিতেছে সনাতন মানব-রাজ্যের
যুগান্ত-সঞ্চিত, ধ্রুব ভাবগতি শান্ত আনন্দের !
ঋষি-হৃদয়ের স্নিগ্ধ, কামগতি বেদ-সূক্ত রাশি,
অম্লান পুষ্পের মত, চারিদিকে উড়িতেছে আসি !
আমাদের ধ্রুবশীলা ভারতের তপোবন গুলি
এ মহারাজ্যের মাঝে হেরিতেছি, রাখিয়াছে খুলি
লতা-পল্লবের কান্তি, হোমধূমে কজ্জল বরণ,
মানব-হৃদয়-ভরা তরু-রাজি, মৃগ-পক্ষীগণ ;
আশ্রম-বালিকা সব, প্রভাতের স্বর্ণ-রশ্মিমালা,

এই দিব্য ব্যোম-পথ দেবভাবে করিয়াছে আলা!
মহর্ষিরা তার মাঝে সূর্য্য-সম তেজে তপস্যার
ললাটে রেখেছে জ্বালি' তেজোরাশি কোটি দেবতার!
ক্ষুদ্র মোর প্রাণ-কণা কতরূপে, ওগো কতরূপে,
শান্ত সৌন্দর্য্যের মধু পান করে হেথা চুপে চুপে!
আজ হেরিতেছি হেথা পদ-রেখা ক্ষিপ্ত ধূর্জটির,
সতী-দেহ লয়ে স্কন্ধে, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্‌ভ্রান্ত, অধীর;
আত্মার বিজন-দেশে সতীরে জড়ায়ে প্রাণপণে
শঙ্কর ছুটেছে বিশ্বে ক্ষিপ্ত-গতি অক্লান্ত চরণে!
মৃত্যুরে ধরিয়া উচ্চে প্রেমানলে দীপিয়া হৃদয়
প্রচারিছে বিশ্বজয়ী প্রেমবার্ত্তা যেন মৃত্যুঞ্জয়!
পদাঘাতে জ্বলে তাঁর নিখিলের অসংখ্য শ্মশান,
বিশ্বদ্রোহী ক্ষুধা-তৃষ্ণা যথায় লভে গো নিরবাণ!
শোকের তাপের কোটি শিখা হ'তে লইয়া অঞ্জন
কত শত দগ্ধমরু করিছেন শ্যামল বরণ!
ভস্ম-অঙ্গরাগ-লিপ্ত, জ্যোতির্ম্ময় দেব ভূতনাথ

তব বুকে দাঁড়াইয়া আছে যেন রজত-প্রপাত !

*　　　*　　　*

অসংখ্য জ্যোতিষ্ক-মাঝে হেরিতেছি চলেছি ছুটিয়া ;
পঞ্চকোষ-আবরণ আমা হ'তে গিয়াছে খসিয়া !
আজ চিদানন্দ-ঘন লভিয়াছি প্রশান্ত মূরতি
দিগন্ত-প্রসারী যার বিশ্বমুখী পড়িয়াছে গতি !
কত ধ্বনি, কত গতি, কত চিত্র প্রাচীন, নূতন
আমারে জড়ায়ে আজ চারিদিকে ছুটে অনুক্ষণ !
সীতার বিলাপবাণী পক্ষবেগ ক্রুদ্ধ জটায়ুর
চিহ্ন হেথা রাখিয়াছে ; বৈদেহীর বিক্ষিপ্ত কেয়ূর,
রত্ন-হার, ক্ষৌম-বাস, দিগঙ্গনা, লোকপালগণ
সযত্নে রেখেছে হেথা !　অযোধ্যার সুবর্ণতোরণ
দেখা যায় যেন দূরে, পরাভবি বৈজয়ন্ত-ধাম
ইন্দ্রের অমরাবতী, নন্দনের কান্তি, জ্যোতিষ্মান্ !
হেরিতেছি অযোধ্যার সুবিশাল হর্ম্ম্য-পরম্পরা,
তাদের সুবর্ণ-চূড়ে সন্ধ্যাকালে বিদ্রুম-অধরা

বর-সুন্দরীরা মিলি' সেবা করে সরযূ-সমীর,
মণিজাল সমাকীর্ণ বাতায়নে প্রাসাদ-শ্রেণীর
সুধা-ধবলিতদেহে মাঝে মাঝে শতদল সম,
দেখা দেয় হাস্যমুখে অপরূপ পুর-নারীগণ!
স্তম্ভরাজি হস্তিদন্ত, স্বর্ণ-ময় স্ফটিক নির্ম্মিত ;
দিব্য-দুন্দুভির ধ্বনি হেথা হোথা হতেছে বাদিত!
দীর্ঘিকা, সরসী শ্রেণী,—পূজা-পুষ্প ভাসে তার জলে!
হে আকাশ! কত আছে, আরো তার তোমার অতলে
বলিবার শক্তি নাহি ; কবিদের কত স্বপ্নপুরী,
কত ময়-মায়াবীর অলৌকিক কাঞ্চননগরী,
কত হেমা অপ্সরার রূপজ্বালা-প্রদীপ্ত কুহক
আনে মোরে হৃদি 'পরে অমৃতের বিমল পুলক!

* * *

আত্মা মোর গতবন্ধ ছুটিয়াছে দেবযান-পথে
অতিক্রমি অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যলোক, বরুণ-জগতে ;
উৎক্রমি' বারুণ রাজ্য, ইন্দ্র আর প্রজাপতি লোক,

হেরিতেছি শান্তি-ভরা, ব্রহ্মলোক শাশ্বত, অশোক!
যার মাঝে আর-হ্রদ খুলিয়াছে হৃদয়-দর্পণ,
লোভ, মোহ, লক্ষ ঢেউ তুলিতেছে নিত্য অগণন;
তাহার উত্তর-তীরে পরিগতা বিজরা-সরিৎ,
যেন সিদ্ধ ব্রাহ্মণের হিরন্ময় দিব্য উপবীত!
নদীর বলয়ে এক উঠিয়াছে চুম্বিয়া আকাশ
অপর-অজিত এক আয়তন ভুবন-প্রকাশ।
যার দ্বার-গোপরূপে আছে নিত্য ইন্দ্র, প্রজাপতি;
বিচক্ষণা-বেদী'পরে যার মাঝে মানসী, চাক্ষুষী
দুই প্রতিরূপ-লক্ষ্মী সুনিভৃতে আনন্দে বসিয়া—
পুষ্পসম জীব-মালা, রচিতেছে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া[১২]!
নিখিলের যত যাত্রী সুনির্ম্মল, মেধাবী, বিদ্বান,
এই পথে ব্রহ্ম-লোকে হইতেছে ধীরে আগুয়ান।
হেরি' আজ কি উৎসব ব্রহ্মলোকে তাহাদের তরে,
সংখ্যাতীত দেববালা ফুল্ল-মুখে আসে সিংহদ্বারে,
গন্ধ-চূর্ণ, পুষ্প-মালা, ফল লয়ে, অঞ্জন, বসন;

হর্ষ ভরে প্রতিক্ষিছে তাহাদের শুভ আগমন!
যাত্রীরা এ পুণ্য-লোকে ধীরপদে হ'লে উপনীত
ব্রহ্ম-গন্ধ, ব্রহ্ম-রস, ব্রহ্ম-তেজ করে পুলকিত
তাহাদের মর্ম্ম-বন্ধ; উঠে উচ্চে ধীরোদাত্ত গান,
বৈরূপ, বৈরাজ, শ্বৈত, নৌধস, রৈবত আদি সাম।
কি আনন্দ! কি উৎসব! হাস্তিময়ী কত কলগীতি
হে আকাশ, তব বুকে ওত-প্রোত হেরি নিতি নিতি!

* * * *

হে অসীম, হে অনাদি! চিরন্তন ঐশ্বর্য্যে তোমার
হারায়ে গিয়াছ মোর ভিক্ষা-ঝুলি, নগণ্য সংসার!
আজ অবারিত হেরি তোমার ক্ষীরোদসরোবর
অপ্‌সরার মাতৃভূমি, স্বর্ণপদ্মে দীপ্ত মনোহর!
তার জলে স্নান করি' কত শত বিদ্যাধরীগণ—
নিখিলের নানাদিকে ছুটিয়াছে আরক্ত বসন;
আমার সকল ধূলি তারা সবে নিয়াছে মুছিয়া,
মোরে অলৌকিক রূপে সাজায়েছে সকলে ঘিরিয়া।

যা কিছু অনিত্য মোর, দুঃখপূর্ণ, মলিন, ভঙ্গুর,
সব কোথা উড়ে গেছে ধূলি সম, দিগন্তে সুদূর !
যাহা নিত্য মানবের, ধ্রুব শান্ত, চির-স্পৃহনীয়,
তারি অঙ্গ-রাগে আমি হয়ে গেছি সর্ব্ব-বরণীয় ;
অহো আমি ! মোর এই চিত্ত-অণু ভেদিয়া টুটিয়া,
তোমার চৈতন্যধারা, হে যোগীন্দ্র, পশিছে আসিয়া !
সেই রশ্মি পথে হেরি' চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, চরাচর,
মোর সাথে যুক্ত রহি রচেছে বিরাট কলেবর !
যার আদি-অন্তহীন সুবিপুল দিগন্ত বিস্তারে,
সর্ব্বত্র রয়েছে কেন্দ্র, পরিধি বিলুপ্ত একিবারে !
অহো আমি ! আজ আর নহি ক্ষুদ্র আতুর, নশ্বর ;
জন্মজরা মৃত্যু-স্বপ্ন ঘুচে গেছে চিরকাল তর !
মানবের এ সৌভাগ্য মহাকাশ ! তুমিই কেবল
দিতে পার, দিতে পার ; আর কারো নাহি সেই বল !
ওগো সৌম্য, সুমহান, মূর্ত্তিমান বিশ্বের সন্তোষ,
নিখিল আনন্দ ভূমি, পরিপূর্ণ দিব্য মধুকোষ !

কত মৃদু মধুস্পর্শ বুলাইয়া মানবের বুকে
তাহারে অমর করি রাখ তুমি সর্ব্ব সুখে দুঃখে!
মেঘমুক্ত চন্দ্রমার নির্ম্মলতা ধৌত করে তার
সকল কুটির গৃহ ; দাও তারে মূর্ত্তি দেবতার!
হে বিরাট ব্রহ্মচারি! জগতের অনন্ত শরণ,
শিশু সম কণ্ঠস্বর, কভু উচ্চ সিংহনাদ সম
উদার, সাহসপূর্ণ ; চিরদিন সর্ব্ব জগতের
অগণিত ব্রত রাশি পালিতেছ সুখের, হিতের,
উর্জ্জস্বল হোমানলে ; চন্দ্রলোকে, অন্তরীক্ষপথে,
সবিতা-নক্ষত্র লোকে, জ্যোতিধারা তব নেত্র হতে
প্লাবিয়া দিয়াছে সব! নয়ন-পলক ওগো, তব
আনিতেছে দিবারাত্রি সারা বিশ্বে কত অভিনব!
হে প্রশান্ত, তব রূপ সীমাহীন, কান্ত, সুকুমার ;
ভীম-ভয়ঙ্কর রূপে অদ্বিতীয় তুমি যে আবার!
হে রুদ্র মুরতি!
আদিহীন, অন্তহীন ভীমকান্ত তোমার শকতি!

যখন হে মহাকাশ, বর্ণমত্ত দেবতা অসুরে,
আগ্নেয়, ঐষিক অস্ত্রে লণ্ড ভণ্ড করে বিশ্বপুরে,
বাদিত্র, দুন্দুভি, তূরী, পণব, গোমুখ, শঙ্খধ্বনি
যখন সকলে মিলি ডাকি আনে প্রলয় রজনী,—
ঘন ঘন কাঁপে পৃথ্বী, লুপ্ত হয় তারকানিচয়,
যখন মানব বুকে কাঁপি উঠে আসন্ন প্রলয়,—
তুমিও তখন!
উন্মত্ত পাণ্ডুরবক্ষা ব্যোমপক্ষ বিনতা মতন,
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা পক্ষবেগে দাও নিভাইয়া,
তব গতি অনুসরি' ধায় বেগে প্রলয় ছুটিয়া
উদ্দাম মৃত্যুর মত—উড়াইয়া ধূলি-রেণু সম
চূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের কণা, আঁধারিয়া সমগ্র গগণ।
তব সে সংহারমূর্ত্তি, বিশ্বময় বিনাশ-উল্লাসে
সৃষ্টিরে গণ্ডুষ সম ভীমবেগে কবলিতে আসে!
নারদ আসেন নামি', বীণা হাতে কণ্ঠে সামগান ;—
স্মিত-বিলসিত মূর্ত্তি পুনঃ তব প্রশান্ত মহান্,

উদার, অপার কান্ত,—মনে হয় কভু একবার
এ বিশ্বের কোন ধূলি লাগে নাই শরীরে তোমার!
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-নর জানে না দুর্জ্ঞেয় তবগতি;
তোমার পশ্চাতে পূর্ব্বে নাহিজানি কাহার বসতি;—
সপ্ত স্বর্ণ-ডিম্ব সম[১৩] সপ্ত-লোক মানব-কল্পিত
জানিনা লুকায়ে কোথা! সপ্তদ্বীপ কোথা বিরাজিত!
কিছু নাহি জানি মোরা;—জানিবার কোন শক্তি নাই,
ক্ষুদ্র অক্ষমতা খুলি' প্রাণ-পদ্মে, শুধু উর্দ্ধে চাই।
কত রূপে ডাকি তোমা হে নূতন, চির-পুরাতন!
হে অতীত-নাম-রূপ! লও টানি সর্ব্ব প্রাণ মন!
ওগো প্রাণারাম!
ওগো নিখিলের শান্ত, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছন্দ নির্ব্বাণ!
হৃদয়ে পাইতে তোমা আছে মোর গুপ্ত পঞ্চদ্বার,
আদিত্য-চন্দ্রমা আদি প্রহরী রয়েছে চারি ধার;
যে জ্যোতি স্বরগ-উর্দ্ধে তব পানে ছুটে অনুক্ষণ,
তা'রি স্নিগ্ধ কণাগুলি সূর্য্য-সোম করে আহরণ!

সঞ্চিত সে জ্যোতি হ'তে উজ্জ্বল চৈতন্য-দীপ্তিমম,
কখন উঠিবে জ্বলি' অনির্ব্বাণ হোমাগ্নি মতন ?
কখন হেরিব ওগো, প্রাণ ভরি' সম্বৎসর-শেষে
ভগ্ন ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্ণরজত কপাল অনিমেষে !
হেমময় কপালের সুতনু জরায়ু দেশ হ'তে
হেরিব আদিত্যলীলা উদ্‌ভাসিয়া সকল জগতে[১৪] ?
সেই আদি জন্মোৎসবে শব্দগণ হুলুধ্বনি মত,
পুণ্যরাশি পুষ্প সম হেরিব গো বিকীর্ণ, বিতত !
তেজ, বীর্য্য, অন্ন, যশঃ মানবের কাম্য বস্তু সব,
হেরিব হৃদয় ভরি' উন্মুক্ত অঙ্গন-ভূমে তব ?
গায়ত্রী, উষ্ণিক্ আদি মুক্ত-পক্ষ ছন্দেরা মিলিয়া
পুণ্য কলধ্বনি তুলি' মম বুক রাখিবে পূরিয়া।
অত্যষ্টি, শক্‌করী আদি বহুবিধ অতিচ্ছন্দগণ
জাগায়ে রাখিবে ওগো, বুকে মোর ছন্দের রণণ ;
ব্রহ্মকোষে, অন্তরীক্ষে সুন্দর অকাল-পারিজাত,
কখন হেরিব ওগো ? কবে মোর হবে সে প্রভাত ?

কখন হেরিব আমি ভাবময় শরীরে আমার
আত্মার নিশ্বাস গুলি শ্রুতিরূপে হতেছে প্রচার ?
কবে মম বাক্য হ'তে তব কন্যা, দেবী-সরস্বতী,
লজ্জা হ'তে সমুৎপন্না সুকুমারী শান্তা সন্ধ্যাসতী,
কান্তি হ'তে দীপ্তি ভরা অপরূপ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
বহু সাধ্যসিদ্ধ গণ, প্রাণ-তনু হতে মনোহরা,
উদগ্র আগ্রহে হেরি' আত্মা মোর ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ-লোকে
কখন চলিয়া যাবে ? হেরিব গো তোমার আলোকে
আত্মা মোর আপনারে মহানন্দে দ্বিধা করি দিয়া
মনুশতরূপা রূপে এ নিখিলে বেড়াবে খেলিয়া ?
দোঁহে দোঁহাকার মাঝে খুঁজি নিজ আনন্দ-স্বরূপ
জীব-মিথুনের-মালা রচি' যাবে কত কান্তরূপ[১৬]।
কবে তুমি করি' দিয়া প্রাণ মোর স্নিগ্ধ মধুময়
অধ্যাত্ম পুরুষরূপে দেখা দিবে তেজোঽমৃতময় !
তোমার অমৃত-রসে ব্যোম-বায়ু-জল-অগ্নি-ধরা,
বিদ্যুৎ-আদিত্য আদি হেরিব গো সরস মধুরা !

সর্ব্বসত্তাবিলাসের অনির্ব্বাণ প্রতিভার জালে
কখন হৃদয়-মণি দীপ্ত করি দিবে সর্ব্বকালে!
যার মাঝে দিবে দেখা সুবিচিত্র, অদ্বৈত, পীবর
তব চিত্তময়ী লীলা,—সুবিপুল বিশ্বচরাচর!
ওগো মহাকাশ!
কখন আসিবে নামি' প্রাণ পদ্মে তোমার আভাস!
সবিতার রশ্মিপথে কবে শিশু দেবকন্যাগণ
মোর অন্তঃপুরে নামি, হাসিবে খেলিবে অনুক্ষণ?
কখন বিশ্রব্ধ-বুকে দিবা-রাত্রি মাস, সম্বৎসর,
সংখ্যাতীত যুগকল্প, নেহারিব অলোক-সুন্দর
শ্বেত-পারিজাত সম স্তূপীকৃত অঙ্গনে তোমার?
হেরিব তাহার মাঝে দীপ্তমুখ শিশু দেবতার!
বল মোরে মহাকাশ, বল শুধু ব্রহ্মাণ্ডে কখন
হেরিব নিধূতমল ঊর্দ্ধ-রেতা বরেণ্য ব্রাহ্মণ?
বহি' ঘন মধুরতা প্রাণতলে বিবেক-শান্তির
সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস অচিন্ত্য বিশাল ধরণীর!

কথন হেরিব ওগো, অপার রজত নাভিস্থানে
বসুরুদ্র সাধ্যগণ মরুতেরা মত্ত মধু-সামে ?
হে ঈশান, চিদাকাশবাসী[১৭] !
কথন হইব আমি তব বুকে শিশু-অধিবাসী !
কথন আমারে তুমি বিশ্বমাঝে করিয়া প্রকাশ,
আমার হৃদয় তলে জ্বালি' দিবে হোমাগ্নি-বিভাস ?
তোমার পিণাক রবে ছুটিবে গো মন্দাকিনী-ধারা,—
ভাসাইয়া পুষ্প-সম, হৃদয়ের রবি-শশী-তারা ?
তোমার সঙ্গীত মাঝে কবে আমি যাব মিলাইয়া
সহস্র রাগিণী মোরে বিশ্ব মাঝে দিবে বিলাইয়া ?
কবে সৌম্য, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান্ তথাগতগণ
হেরিব সকল বিশ্বে ? তাঁহাদের ঘিরিয়া চরণ
নিখিল কামনা-রাশি ধূলি সম, থাকিবে উড়িয়া ;
অখণ্ড নির্ব্বাণ-জ্যোতি উদার ললাট উদ্ভাসিয়া
তোমার অমৃত-রাজ্য খুলি' দিবে মানবের তরে !
কবে মোর হে আকাশ, পরিপূত চিত্তবিন্দুতলে

স্নবিশাল বিশ্বসিন্ধু অপরূপ প্রবেশিবে পলে !
সেই হর্ষে মৌনী হয়ে কবে আমি রোমাঞ্চ পুলকে
বাহিরিব দীপ্ত হয়ে এ নিখিলে জ্যোতির ঝলকে !
হে অনন্ত, চাহি শুধু আজি এই মঙ্গল-প্রহরে
নীহারিকা-ধূমসম পরিব্যাপ্ত দিগ্‌দিগন্তরে,
বিকীর্ণ, বিদীর্ণ করি দেহধূলি, ওগো মহাকাশ,
হৃদয়ে জ্বালিয়া দাও অনন্তের নির্ম্মল আভাষ !
যার বলে ধূলি করি' ভস্ম করি' দিব উড়াইয়া
যত ছদ্ম ব্যভিচার বসিয়াছে জগৎ জুড়িয়া।
যাহারা দানব হ'য়ে, দাবী করে দেবতার ভোগ,
যাহারা শান্তির বুকে কোটি-শল্য করিছে প্রয়োগ ;
কখন তোমার বলে তাহাদেরে দিয়া জ্যোতি দান,—
ব্রতান্ত-দাক্ষিণা দিব তব পদে বিশ্বের কল্যাণ ?
ধবল বিভূতি-রাশে আমারে করিবে আচ্ছাদন
হে শঙ্কর, কবে মোরে সর্ব্বরূপে করিবে হরণ ?
হে বৈরাগী ! সর্ব্ব পূর্ণ হৃদয়ের বিলাস মহান্,

কবে দিব্যাঞ্জন দিয়া দিবে মোরে দিব্য দৃষ্টিদান !
কখন উৎক্রান্তি-পথে শব্দাতীত ধ্বনি প্রণবের
আমারে করিবে যাত্রী তব বুকে অনন্ত কালের ?



কবি।

প্রকৃতির মণি, মুক্তা, রতন, কাঞ্চন,
নিখিল ঐশ্বর্য্যরাশি ধাত্রী ধরণীর,
মানবের সরবস্ব ;—জীবন, যৌবন
চিরদিন রচি' রাখে কবির শিবির।

তোমাদের মত তার বসন, ভূষণ ;
দেহ-পাত্র শীতাতপে সুখেদুঃখে ভরা ;
কিন্তু তার প্রাণ-পদ্মে রয়েছে গোপন
ক্ষীরোদ-সাগর লব্ধ অমৃত-পসরা।

সংসারে ভোগের আছে যত আয়োজন
তোমাদেরে অন্ধ- করি' জাগায় বিস্ময় ;

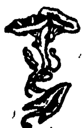
তাদের ভিতর দিয়া কবির নয়ন
হেরে অনন্তেরি' লীলা চির জ্যোতির্ম্ময়!

তোমরা-স্রোতের মাঝে ডুবিয়া ভাসিয়া,
অহর্নিশ, নাহি জান চলেছ কোথায়;
কিন্তু সে স্রোতের তীরে থাকি' দাঁড়াইয়া,
সৃষ্টিধারা নিরখিছে অনন্ত-সীমায়!

তোমরা গতির-মাঝে খুঁজিতেছ রস;
থামেনা দুঃখের শত বিসংবাদী তান।
সে যে দ্রষ্টা,—তাই তার প্রাণের বংশীতে
স্বতো জাগে স্বৈর-গতি নিখিলের গান!

তোমাদের দৃষ্টি-পথ যেথা হয় শেষ,
ঘনায় সংশয়-দ্বন্দে ভীত অন্ধকার;
সেথা তার নেত্রভরা প্রথম উন্মেষ,
হিরণ্ময়ী রূপ-রাশি হরিণী-ঊষার[১৮]!

আত্মা তার অভিভবি' দিক্ দেশ কাল,
সৃষ্টি করে সনাতন কত স্বপ্নজাল!
নিবিড় সুপ্তির মাঝে সে জাগ্রত, স্থির;—
এ ব্রহ্মাণ্ড ভাবময় তাহার শরীর!



যাত্রাপথে।

ওগো তরুণ তীর্থ-যাত্রি ;
ভয় নাহি ওগো, আর ভয় নাই ;
পূর্ব্ব আকাশে দেখ, দেখ, চাহি,—
দুঃস্বপ্ন ভরা প্রেতপুরী সম
ফুরায় দীর্ঘরাত্রি !
প্রাণ বলে শুধু যাও, আগে যাও,
নবীন তীর্থ-যাত্রী !

ওগো তরুণ তীর্থ-যাত্রি !
নব-বরষের আদিম প্রভাতে,
সুধা-নির্ঝর স্বর্ণ-প্রপাতে
সজ্জিত হবে জননী আমার
দেবী বিজয়-দাত্রী।

আত্মবলে শুধু হও অগ্রসর,
নবীন তীর্থ-যাত্রি !

শুধু আপনারে কর মুক্ত ;
জঞ্জাল শত ভস্ম করিয়া,
আত্ম-দেবতা দীপ্ত করিয়া,
যাও ছুটে সেই ভাস্বর পথে
যেথা কেহ নাহি সুপ্ত !
ধর্ম্মের, সত্যের, আত্মার আঘাতে
আপনারে কর মুক্ত !

শুধু, ভাবনা কে যাবে সঙ্গে ;
ছাড়ি বিপণীর পণ্য-বিনিময়,
লক্ষ কথায় ক্রয়-বিক্রয়,
বিভূতির মত মৃত্যু-পরাজয়
লও মাখি' সর্ব্ব-অঙ্গে !

রচ আত্মার দুর্গ স্বতন্ত্র,
ভেবোনা কে যাবে সঙ্গে!

শুধু—চেওনা পশ্চাতে ফিরে,
যাত্রী যাহারা দেবযান পথে,
ফিরেনা পশ্চাতে কি দিবা কি রাতে,
দৃষ্টি তাদের অনিশ যুক্ত
উদয় শৈল-শিরে!
ধূমায়িত শত শ্মশানের পানে
চেওনা পশ্চাতে ফিরে!

আজি—নির্ম্মল উষার হাসি,
আশাভরসায় শ্যামল জগত,
সুবর্ণ-নেমি পুষ্পক-রথ,
সৌধ-অঙ্গন চত্বর কত
দিতেছে গো পরকাশি'।

পরাগ।

মাহেন্দ্র লগনে আসিয়াছে ওগো,
নির্ম্মল উষার হাসি।

আজি—লয়ে করে হেম ঝারি,
মধু বৈশাখের প্রখর নিশ্বাসে,
মঙ্গল-শঙ্খ বাজাও আকাশে,
দীপ, পূর্ণ-কুম্ভ, লাজে, রক্তবাসে
সাজ সবে পুর নারী,
পুরদ্বার ধূলি দাও ভাসাইয়া
লয়ে করে হেম-ঝারি!

ওগো নবীন তীর্থযাত্রী,
গাও উচ্চে সুরে উৎসবের গান,
আজি সুর-নরে নাহি ব্যবধান;
নির্ম্মাল্য নিয়ে ডাকিছে সবারে
বিশ্ব-জননী ধাত্রী!

ভয় নাই ওগো, কোন ভয় নাই
অতীত গহন রাত্রি,
ওগো নবীন তীর্থযাত্রী!



পরাভব।

হিমালয় শৈলপ্রস্থে যবে দৈত্যরাজ—
প্রাণপণে ছিল রত ব্রহ্মার সাধনে,
সহস্র শতাব্দী-সতী শতরঙ্গে আসি
বসন্ত, শরৎ আদি অযুত কুসুমে
দিতেছিল পুষ্পাঞ্জলি চরণে তাহার ;
ভাঙ্গেনি ধ্যানের গতি তবু একবার।
যুগব্যাপী সমাধির পূর্ণতা বহিয়া
তাহার মানসরাজ্যে প্রথম যে দিন,
পরিতুষ্ট পরমেষ্ঠী বরাভয় করে
দেখা দিল যেন এক সার্থকতা নবীন !
তপঃ-ক্লশ নেত্র-পুটে, বহি অশ্রুধার,
ব্রহ্মারে হৃদয় ভরি হেরে বার বার !

"হে কশিপু" কহে বেধা, "তব সাধনায়
হইয়াছি পরিতুষ্ট ; মেগে লও বর,—"
দৈত্যপতি দেহ-বলে উন্মত্ত, স্বাধীন ;
ভাবে মনে,—"হব আমি অজর, অমর।
বিনাশের শত ছিদ্র রোধ করি দিয়া
লব মধু স্বর্গ-মর্ত্ত্য যথেচ্ছ পীড়িয়া।"
তাহার জাগর-স্বপ্নে করিয়া আঘাত
"বর চাও ?" পদ্মযোনি কহে পুনর্ব্বার।
পুলকে আনন্দবেগে শিহরি', শিহরি,'
হিরণ্যকশিপু লুটে চরণে ব্রহ্মার !
"তুষ্ট তুমি যদি দেব, দাও এই বর,—
হব আমি ত্রিলোকের অখণ্ড ঈশ্বর।"
"তথাস্তু",—কমলযোনি কহিলা অমনি ;
কশিপু কহিলা কাঁপি—"এই বিশ্ব'পর
অস্ত্রে শস্ত্রে জগতের কোন প্রহরণে
পশু, পক্ষী, দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,

কিছু যেন নাহি পারে করিতে আমায়,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, দিবসে, নিশায়।"
হাসিয়া "তথাস্তু" কহি' ব্রহ্মা অন্তর্হিত।
দুর্জ্জেয় অদৃষ্ট সম সে হাসি কঠিন!
বরদৃপ্ত দৈত্যপতি ভাবে মনে মনে
"মরণ বিজয়ী আমি হ'নু চিরদিন।
কৌশলে ব্রহ্মারে ছলি' লইয়াছি বর,
হইনু অমর, আর হ'ব একেশ্বর।"
বিচিত্র বিলাস-মধু ত্রিলোক মথিয়া,
পান করি দৈত্যরাজ যুগ যুগান্তর,
উশৃঙ্খল লালসার উৎকট দাহনে
লাগিল করিতে দগ্ধ বিশ্ব চরাচর।
দিক্‌পাল ধর্ম্মরাজ ঢালি অশ্রুধার
কহিলা বিধাতা কাছে;—"কর প্রতীকার"।
বিনাশের শতছিদ্র রোধ করি' সুখে
কশিপু বসিয়াছিল নিশ্চিন্ত, অটল;

ভ্রমেও কভু সে হায় করেনি কল্পনা
নিজ গৃহকোণে তার জ্বলিবে অনল!
মৃত্যু তার এ'ল যবে, এল ঋজু পথে
যার কথা সে কখনো ভাবেনি জগতে!



সন্ধ্যায়।

নীরবে আসিছে সন্ধ্যা নিখিল জগতে;
ছিল যত সাথী মোর গিয়াছে চলিয়া।
একা আমি পরবাসী দীর্ঘ রাজপথে
অন্ধ, হতবুদ্ধি সম আছি দাঁড়াইয়া।
জীর্ণ-শীর্ণ বুকে নাহি তিলেক শকতি;
পারি না গো এক পদ হ'তে অগ্রসর;
অদূরে উঠিছে বাজি' সন্ধ্যার আরতি,
ঘনায় তিমির-জাল ধরণী উপর।
এ দুর্দ্দিনে ভগবন্, অভিশাপে কার
জড়াতেছি দেহে মনে সুবর্ণ-শৃঙ্খল;
ঘৃণিত শয়নতলে ধূলি-মৃত্তিকার,
শতজিহ্ব ক্ষুধাতৃষা হাসে থল থল!
স্বর্ণপক্ষ মরালীর কুহকে ফেলিয়া
দিও না স্বামিন্, মোহে মরিতে ডুবিয়া।



নিবেদন।

ভগবন্, হে দয়াল, কর চুরমার
যা' কিছু জঞ্জালরাশি হৃদয়ে আমার।
শত আবর্জ্জনা ল'য়ে বিজনে বসিয়া,
যে কুৎসিৎ ভোগভূমি রেখেছি রচিয়া,
তাহারি কৃত্রিম, শত ভঙ্গুর-বিলাসে
বন্দী করিয়াছি আত্মা। প্রতি পলে আসে,
তোমার আঘাত রুদ্র, করুণা-কঠিন।
হে প্রভো, এরূপে আর প্রতি রাত্রি-দিন
পারি না, পারি না চুপে থাকিতে মরিয়া ;
দাও ডাক একবার মরম ভেদিয়া ;—
ইঙ্গিতে কাড়িয়া [illegible] সর্ব্বস্ব আমার—
সঞ্চিত ধূলির রাশি অযুত প্রকার।
নিমেষে বিমুক্ত ক'রি পরাণ পাখীরে
উড়াইয়া নিয়ে যাও অনন্তের তীরে।



দুঃসময়ে।

ভগবন্ আসিতেছে বড় দুঃসময় ;
অদূর আকাশ-পথে চমকে দামিনী ;
মদ-মত্ত ঘোর-কণ্ঠ হাঁকিছে প্রলয়,
আসিয়াছে ভীতি-ভূমি তামসী যামিনী।
গহন অরণ্য-পথে আমি লক্ষ্যহীন,
শীত-বৃষ্টি-ধারাজলে অবশ শরীর।
নাহি কেহ চারিদিকে। গর্জ্জিছে স্বাধীন,
ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদ-বৃত্তি। শ্রবণ বধির।
মধ্য রাতি। থাকি থাকি পক্ষ সাপটিয়া
সিক্ত-পক্ষ বিহগেরা উঠে বনস্থলে ;
ভীম, ভৈরবের মূর্ত্তি উঠে শিহরিয়া
যখন হরিণী কাঁদে বাঘের কবলে !
বড়ই দুর্দ্দিন ওগো, প্রভো, ভগবন্
চাই শুধু স্বর্ণ-রশ্মি প্রভাত কিরণ।



আশ্রয়।

কাল মেঘে সমাচ্ছন্ন সকল আকাশ!
অশান্ত বিহগগুলি ডাকে থাকি থাকি।
ঝির্ ঝির্ পড়ে বৃষ্টি। স্তম্ভিত বাতাস।
বৃষ্টি-ভীত সচকিত বহুবিধ পাখী
আশ্রয় নিয়েছে ওই অশ্বথের 'পরে।
কাঁদিছে অন্তর মোর আশ্রয়ের তরে।
পারিলে এরূপে প্রভো, করিতে নির্ভর,
তব দিব্য অশ্বথের গহন ছায়ায়,
যার পত্র-শিরা মাঝে "ছন্দাংসি" লিখিত,
যার মূল সংখ্যাতীত অনন্ত সীমায়
যুক্ত রহি', দিব্যনিশি রসের অতলে
শ্যামলিমা আনিয়াছে এ বিশ্ব নিখিলে!
পেলে সে অভয়-তরু, ওগো প্রেমময়,
এ দেহের প্রতি অণু গাবে তব জয়!



একা।

বিশ্বদেব, আজি এই বিপুল বিজনে
তোমার দয়ার কথা পড়িতেছে মনে।
বাসনার অর্দ্ধ-দগ্ধ সহস্র অঙ্গারে
মলিন দেবতাগৃহ ; বেদী চারিধারে
জ্বলে ক্ষীণ দীপশিখা বহু-ধূম-ময় ;
বেদীমূলে কুণ্ডলিত সরীসৃপচয়
শতচ্ছিদ্রে ! নিখিলের যত তৃণরাশি
আমার মন্দির-বুকে জমিয়াছে আসি।
একা আমি,—একা আমি ;—মন্দির সোপানে
আছি শুধু দাঁড়াইয়া ; পরি-জীর্ণ প্রাণে
সহস্র কলহ-দ্বন্দ্ব রহিয়াছে জাগি'।
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা ; তব পূজা লাগি
কাহারে ডাকিব প্রভো ? ডাকিব কাহারে ?
কারেও হেরি না আজ মন্দির-দুয়ারে।



অভাজন।

নাহি উপযুক্ত আমি, ওগো জ্যোতির্ম্ময়!
সমাপিতে পূজা তব দূর্ব্বা, জলে, ফুলে;
কলুষিত, শতরন্ধ্র আমার হৃদয়,—
যোগ্য নয় বসিবারে তব বেদী-মূলে।
আমি ভাসিয়াছি এই অকূল পাথারে
সহস্র তরঙ্গে ক্ষিপ্ত তৃণ-খণ্ড সম;
এত দুঃখ-দৈন্য লয়ে তোমার দুয়ারে
পারিব না প্রবেশিতে হে মোর পরম!
ভগবন্, কাঁদিতেছি বহুদিন ধরি'
বিশুষ্ক হৃদয়-রক্ত, বিশীর্ণ কঙ্কাল!
একবার, একবার প্রভো, দয়া করি'
নিমেষে ভস্মিয়া দাও সকল জঞ্জাল!
যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা যাবে সব দূরে;
হৃদয়ে লভি গো যেন মানব-শিশুরে।



কামনা।

তখন তোমার পূজা করিব একেলা
অচ্ছিদ্র, একান্ত মনে। আনন্দের মেলা
প্রত্যহ রচিব বসে' অঙ্গনে তোমার।
ওগো অন্তর্য্যামি, শুধু মোরে একবার
দাও সেই সুবিজন পুণ্য অবসর,—
যার মাঝে নিমেষেই লভি জন্মান্তর,
হাসিব, খেলিব আমি দেব-শিশুরূপে;
প্রত্যূষে, সন্ধ্যায় আসি', গন্ধে, দীপে, ধূপে,
সমাপি' আরতি তব,—তব স্তবগান
নির্ম্মল হৃদয়-ভরা সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম
চুপে চুপে দিব রচি'। প্রত্যহ পূজায়
হৃদয়ে সহস্র-পদ্ম উঠিবে ফুটিয়া;
নিত্য অভিনব তব আশীষ-ধারায়
বিজনে রহিব স্নিগ্ধ মজিয়া, ডুবিয়া।



যাত্রী।

হে সম্রাট, হৃদয়ের জীবন মৃত্যুর,
ঊর্দ্ধমুখে ডাকি তোমা আজ অশ্রুজলে!
প্রাণ আজি লালায়িত যাইতে সুদূর
নিখিল কল্যাণ ভরা, আনন্দ-অতলে!
দাও প্রভো, অপরূপ তব তেজোবল
অলৌকিক, জ্যোতির্ম্ময় আভাসে যাহার,
মরুতলে স্বর্গপুরী হাসে খল খল:—
সহস্র পিপাসু আত্মা যার আকর্ষণে
সুবর্ণ-পরাগ-সম থাকে জড়াইয়া;
যার বলে স্বর্গ-মর্ত্ত্য বিচিত্র বন্ধনে,
যুগ যুগান্তর ধরি থাকে আলিঙ্গিয়া!
চাই দেব, তব সেই পুণ্য তেজোবল,
তাহাই চরম মোর, পরম সম্বল!



মুক্তি।

নির্ম্মল আকাশ হ'তে ওগো প্রেমময়!
তোমার করুণারাশি পশিছে হৃদয়ে;
রচিত জগৎ মোর হয়েছে বিলয়;
বসে' আছি দ্বারে তব নন্দন-মলয়ে!
আমারে করেছ আজ নিশ্চিন্ত, নির্ভয়,
তব পূত স্নেহস্পর্শ মরমে, মরমে
লেপিছে আনন্দ-রস, রোমাঞ্চ-বিস্ময়;
জগৎ উঠিছে গাহি তোমার স্তবনে!
ওগো প্রভো, দয়াময়, সর্ব্বস্ব আমার!
প্রাণ আজি মুক্তকণ্ঠে ডাকিছে তোমারে;
তোমার আনন্দসিন্ধু অতল, অপার,
অবারিত হেরিতেছি নিখিল সংসারে।
ডুবিতে ডুবিতে সেই নির্ম্মল অতলে;
আমি শুধু আপনারে হারা'তেছি প্রাণে!



রহস্য।

কিছুই জানিনা প্রভো, কাহার সন্ধানে,
অগণিত জীব-স্রোত ধরি' যুগান্তর,
ফেণিল আবর্ত্তঘাতে চলেছে ছুটিয়া
লক্ষ্য করি' কোন্ দূর প্রশান্ত সাগর!
সংসারের নিদারুণ স্বার্থের সংঘাত,
দেশ-পণ্য-ধর্ম্ম নিয়ে নিত্য হানাহানি,
শোণিত-কর্দ্দম-মগ্ন মানব আত্মার
নিরুদ্ধ বেদনা ভরা এত আর্ত্তবাণী,—
কখন থামিবে প্রভো, থামিবে কখন?
সৌন্দর্য্যে, কল্যাণে, প্রেমে জীবন-যৌবন
মানবের, স্নিগ্ধ হ'বে কোন্ শুভক্ষণে?
সুবিপুল আনন্দের শীতল চন্দনে,
মানব-হৃদয় পুষ্প হইবে চর্চ্চিত?
ঘাতপ্রতিঘাতে নিত্য বহু-ফেণায়িত
অগণ্য তরঙ্গ-তলে কখন মানব
শান্তির উদার রাজ্য পাবে অভিনব?



তীর্থ-স্নান।

"কত আর, কত আর হে মানব, অনিবার মত্ত দেহ-বলে
অপমৃত্যু, অপঘাতে, বিলোল বিনাশ সাথে ডুবিবে অতলে ?
খোল আঁখি ; কত আর কৃত্রিম জঞ্জাল মাঝে আত্মহত্যা করি'
কমনীয় মরণের মহিমা করিবে খর্ব্ব, প্রাণপণে মরি' ?

"বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ভুলি' পূতিগন্ধ পরিসরে আর কতদিন
ধূলি ও কর্দ্দম মাঝে কূর্ম্ম সম বিচরিবে, থাকিয়া মলিন ?
সংসারের দেবদারু, শাল, তমালের তলে রহিবি পড়িয়া ?
কতদিন পৃথিবীর ক্ষুদ্র রোমকূপ মাঝে মরিবি বাঁচিয়া ?

"হৃদয়কুসুম তোর ঊর্দ্ধে ফুটিবেনা কিগো মেঘলোক হ'তে ?
সহস্র সূর্য্যের কর পশিবেনা কিগো তোর হৃদয়-পরতে ?
মাটির কুসুম গুলি মুক্তবাতে, মুক্তাকাশে না হ'লে বাহির,
ভূগর্ভে পায় কি কভু সুপ্রসন্ন বর্ণরাগ, সুরভি মদির ?

"বিকশিতে চাহ যদি প্রতিরোমে, রত্নদ্বীপ-কদম্বক মত,
সুধারসে জননীর পুষ্ট হয়ে, ঊর্দ্ধে শির রাখিও উন্নত ;
যারা চির বিকশিত, সমাজের, জগতের রত্নবেদিকায়,
দুই মুখে, দুই দিকে অমৃত টানিয়া লয় স্বরগে ধরায় !

"পুরাণ মানবযুগে এই জীবজগতের তরুণ উষায়,
শীত, বৃষ্টি, রৌদ্র হ'তে কৌশলে রক্ষিতে শুধু শরীর, আত্মায়,
পথিকনিবাস কত নির্ম্মাণ করেছে তব পিতামহগণ
কেন ওগো, লক্ষ্যভুলি, পড়ে' আছ পান্থশালে মুগ্ধ আজীবন ?

"দুর্ব্বলের ক্ষীণরক্তে সবলের পরিপুষ্টি,—ঘোষিছে সংসার ;
দুর্ব্বল-বলিতে আর হে মানব ! রচিওনা পশু-পরিবার ;
অনাথ, আতুর, অন্ধ, যদি তোর স্কন্ধ' পরে নাহি পায় স্থান,
বিধাতার পরাসৃষ্টি, জগতের প্রভু—বলি' কেন অভিমান ?

"সহস্র সহস্র বর্ষ অলিখিত, অকথিত, জীবনের রণে,
নাশিয়াছ কত রূপে সনাতন ব্যবধান জীবনে মরণে ;

পরাগ।

কোটি-চন্দ্র-সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ দেবলোকে আজ পড় বাহিরিয়ে ;
হানাহানি, কাড়াকাড়ি সাজে কিহে দেবশিশু ! তুচ্ছ মাটি নিয়ে ?

"আশৈশব পরিপুষ্ট হইয়াছ যুগান্তের আবর্জ্জনা-জালে,
স্নায়ু মাংসপেশী, শিরা হইয়াছে নিপীড়িত সহস্র জঞ্জালে ;
পাওনি সুরভি তুমি ওষধি, আকাশে, শৈলে, জগত-মধুর ;
ভ্রান্ত তুমি, হে মানব ! কূপোদকে কোথা স্বাদ অমৃত সিন্ধুর ?

"সংকীর্ণ কোটর হ'তে এস, বাহিরিয়ে এস, হে ধ্রুব মানব !
অমৃতনির্ঝরবুকে জ্বালিয়া কি ফল বল, অনল বাড়ব ?
এই চিরশ্যামা ধরা মানবের, দেবতার ক্ষুদ্র কেলিবন !
শ্রান্ত মোরা, দগ্ধ মোরা ; আর জ্বালিওনা এত বিচিত্র দহন !

"সংসার সর্ব্বস্ব নহে,—সর্ব্ব কামনার শেষ,—নহে লক্ষ্যস্থান
অনন্তজীবনপথে এ রম্য আশ্রম মাঝে নিমেষ বিশ্রাম !
দুদিনের কর্ম্মশালা, নয় ইহা কভু তোর গৃহ চিরন্তন ;
তবু কেন বারবার করিস্‌রে একাকার জীবন মরণ ?

"এ জীবন শুধু ছায়া, শুধু শূন্য, শুধু মায়া, শুধু অন্বেষণ,
শুধু অগ্নিকণা-আশে যথাশক্তি অনুদিন ভস্মআহরণ',—
আত্মার শোণিতশোষী এইরূপ দীর্ঘশ্বাসে যারা ম্রিয়মান,
সবে আজ মুক্তপ্রাণে করিতেছি আমন্ত্রণ, আকুল আহ্বান।

"সারাদিন শ্রমকরি' যাহারা ফিরিছ ধীরে আপনকুটীরে,
বিগলিত ক্লান্তি সম স্বেদজল যাহাদের এখনো শরীরে ;
সন্ধ্যার প্রসন্ন হাসি আহ্বানিছে যাহাদেরে লভিতে আরাম,
এস, বাহিরিয়ে আজ, ছাড়ি' সবে গৃহপীঠ, করি তীর্থস্নান।

"নভোনীলিমার কোলে আঁকিবাকি চলিয়াছে দীর্ঘ ছায়াপথ,
দুই পাশে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাতীত দেবগৃহ[১৯] উজ্জ্বল, বৃহৎ ;
যেথা নিত্য কামচারী দেবতারা করিতেছে মৌনঅভিনয়,
অবাধে চলিছে ধীরে লক্ষকোটি পৃথিবীর ভাব-বিনিময়।

"চল সেই পথ ধরি' প্রাণপণে লক্ষ্যকরি' বিশ্বকেন্দ্রমুখে,
যেথানে অমৃতসরে নিত্য সুরবালিকারা মত্ত কেলিসুখে ;

পরাগ।

মোদের পথের পাশে কনকঅঙ্গুলি দিয়া দেবকন্যাগণ
জ্বালিদিবে সন্ধ্যাকালে অতৈলপ্রদীপমালা ছাইয়া গগণ।

"শ্যামলা ধরণী ছাড়ি উত্তরিব মোরা যবে দূর দূরন্তরে,
কোটী কোটী মহাসূর্য্য হেরিতে পাইব কত বিরাট অম্বরে ;
গলিত অনলসারে ঝলসিলে আঁখি-তারা, দিগ্‌বধূজন
অন্ধ আঁখি উজলিবে, রচি' দিয়া নীলিমার নির্ম্মল অঞ্জন।

"যদি শ্রান্ত হও পথে, সুরভি, প্রতিষ্ঠা কিম্বা সপ্তর্ষি মণ্ডলে,
করিও বিশ্রাম, হেরি' মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, দেবদ্বিজদলে ;
বরেণ্য ঋত্বিক্‌ কত জন্মজরামৃত্যুহীন হেরিবে তথায়,
অখণ্ড হোমাগ্নি জ্বালি' বিশ্বের সবনে রত ঊষায়, সন্ধ্যায় !

"ফেনরেণুসম সবে ভেসে চলে যাবি মৌন আকাশসাগরে ;
ঘনীভূত অনন্তের চাপিবে অসহ্য ভার বাঁহিরে অন্তরে ;
মরমে মরমে মরি', বুঝিতে পারিবি সবে—ভঙ্গুর, মৃণ্ময়
প্রাণপূর্ণ দেহপাত্র যত বড় মনে কর, তত তিল নয়।

“ক্রমে ক্রমে উত্তরিবে পক্ষিরাজমণ্ডলের বিচিত্র সীমায়,
রত্নপুরী, নদীমুখ, ধীরে অতিক্রমি’ যাবে দিব্যচঞ্চলায়[২০];
সেই দূরদেশ হ’তে দেখিবে,—তোদের দীপ্ত সবিতৃমণ্ডল
চূর্ণ হীরকের মত ক্ষুদ্র কোণে উজলিছে নীল নভস্তল!

“তখন করিবে মনে,—কি বিশাল দেবরাজ্যে নিবাস তোমার!
কি মহাসাগবুকে নাচিতে, ডুবিতে তব, আছে অধিকার!
কেন হে মানব! তুমি, ক্ষুদ্র গৃহ, বিশ্ব হ’তে স্বতন্ত্র করিয়া,
তাহাতেই বদ্ধ রহি’ ঘুরিছ, কাঁদিছ সদা জগৎ ভুলিয়া?

“তখন করিবে মনে,—তোদের পৃথিবী ত্যজে যত প্রিয়জন,
পায় তারা বহুশত শ্যামলাধরণী, বহু নির্ম্মলগগণ;
ছাড়ি’ পৃথিবীর কোণ ছুটে তারা প্রাণপণে দিব্যঅভিসারে;
গৃহকূপে বদ্ধ রহি’, তোমরা শ্মশানে জ্বল, শোকে হাহাকারে!

“তখন বুঝিবে ভাল,—তোদের পিঞ্জরগৃহে যা’ কিছু হারায়,
বাহিরে আসিয়া তারা মুক্তাতপে, মুক্তাকাশে খেলিয়া বেড়ায়;

পরাগ।

হারায়নি, হারাবেনা কোন দিন কোন জীব মহাক্ষেত্র 'পরে,
সহস্রবিলাসবেগে অনুদিন খেলে সবে গৃহে গৃহান্তরে।

"নেহারিবে বিন্দুসম, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলমাঝে সিন্ধু পৃথিবীর ;
বদ্ধসবে কেন্দ্রসনে, প্রান্ত হ'তে অন্তহীন বিশ্বপরিধির ;
নিজনিরূপিতকক্ষে স্থাবরজঙ্গমজীব হয় আগুয়ান ;
অনন্তের কেন্দ্রমুখে সবে মিলি ছুটিয়াছে পথে দেবযান[২১] !

"বুঝিবে,—হলেও তুচ্ছ, আছে স্থান, আছে স্থিতি, তবুও তোমার ;
অণুস্থাণু সবে মিলি পরিপূর্ণ করিয়াছ পাত্র বিধাতার !
কল্যাণকুসুমরেণু তব নিত্যদেহে আছে, পুণ্য পরিমল ;
ক্ষুদ্র হোক,—বড় হোক, ক্ষীরসাগরের বিন্দু ক্ষীরই কেবল।

"চলি যাও আরো দূরে, আরো লোকলোকান্তরে, পৃথিবী ছাড়িয়া,
ছাড়ি মহতপোলোক ক্রমে বিশ্বনাভিমুখে চলগো ছুটিয়া ;
পথে পথে কত শত মনস্বী, মেধাবীঋষি, দিব্যধামবাসী,
তোমাদের হাত ধরি' পথ দেখাইয়া দিবে স্নেহ পরকাশি।

"শুক্লাম্বর-পরিহিতা ঘনসৌদামিনীস্থির অপূর্ব্ব, উজ্জ্বল,
বেগবতী, সুচরণা, আহূতা, ভুবনকৃতি, অপ্সরোমণ্ডল,
নেহারবে কুম্ভকক্ষে ছুটিয়াছে নিখিলের মধ্যসরপানে,
পূর্ণকুম্ভা ফিরে আসি অমৃতে ডুবাতে বিশ্ব, প্রেমের প্লাবনে।

"ধ্রুবশান্ত সত্যালোকে যাত্রাশেষে যবে তোরা হ'বি উপনীত,
হেরিবি নয়ন ভরি' পুণ্য মহাস্নানতীর্থ, অমর-বাঞ্ছিত ;
সর্ব্বত্র নীরন্ধ্র করি' যেথায় অচল শান্তি অচিন্ত্য, মহান্,
যেন বিশ্বদেবতার হিরণ্যবিহারবেদী স্থির, জ্যোতিষ্মান্!

"ধ্বনিহীন, গতিহীন, তথায় অচলস্থৈর্য্য স্তম্ভিত, উদার ;
দেশকাল অতিক্রমি কতই ব্রহ্মর্ষি তথা করেন বিহার!
গতিও স্থাবর তথা! দুঃখ, আনন্দের কণা! গরল, অমৃত!
নির্ম্মল প্রকাশ,—আর অবাধ বিস্তার, তথা চিরবিরাজিত!

"মূর্ত্তিমতী সুপ্তি তথা বহিশ্চরপ্রাণলীলা করি' সম্বরণ ;
গুপ্ত প্রাণমূলে বহে অনলকণার মত স্থির জাগরণ ;

পরাগ।

অনাহতধ্বনিশুধু "আরো'কত! আরো'কত! কোথায়! কোথায়?"
শুদ্ধ প্রণবের মত সমাধিমগন যোগীহৃদয়সীমায়।

"দিগ্‌বিদিক, কালস্রোত, নিয়তিবলয়বেগ, হেথা চিরদিন.
জগতের সনাতন সেই ধ্রুব মধ্যভূমে বিলুপ্ত, বিলীন;
অপার, অতল এক সীমাহীন ব্যাপ্তি সম অমৃতসাগর
আছে চির প্রকাশিত প্রসন্ন দর্পণ সম নির্ম্মল, ভাস্বর!

"নিত্য আলিঙ্গনরত সত্যশিবসুন্দরের বিচিত্র লীলায়,
তথায় জীবনস্রোত ফুটিতেছে কতরূপে মৌন মহিমায়;
বিভূতি, বিকাশ তথা দেবভোগ্য অমৃতের বর্ণগন্ধ নিয়ে,—
"সমগ্র বিশ্বের তলে একই অমৃত রস'—দেয় প্রচারিয়ে।

"সেই সুধাসাগরের দুর্জ্ঞেয় অতল হ'তে ফুল্ল শতদল
রক্তকর্ণিকার মেলি' আছে নিজ মহিমায় স্ফুট, উর্জ্জস্বল!
তাহার পরাগে, দলে, রেণুতে রয়েছে কত জগৎ সুন্দর,
বহি' বিশ্ববিধাতার অনিন্দ্যপদাঙ্কছায়া, বিরজ, অক্ষর।

"যা' কিছু সেথায় আছে, সকলেরি মধ্য দিয়া অমৃতসম্ভবা,
সৌম্যা সুরবালাগণ পশিবে হৃদয়ে তব ঢালি' হেমপ্রভা ;
প্রাণমূল ডুবাইয়া বর্ষিবে অধররস নির্ম্মল রভসে ;
শিথিল হইবে তব দেহবন্ধ, প্রাণগ্রন্থি, আনন্দের রসে।

"প্রতি রোমকুপপথে উদগ্র ইন্দ্রিয় এক রাখিও প্রহরী,
তাহারা আনিবে বার্ত্তা প্রাণপণে অসীমের দিবস শর্ব্বরী ;
দিবারাত্রি, ঊষাসন্ধ্যা মৌন আলিঙ্গনে তথা হইয়া বিলীন,
রচি' দিবে দেবতার অপলকদৃষ্টিসম এক মধ্যদিন!

"সে অমৃতসম্পদের অচ্ছিদ্র, অচল, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ পূর্ণতায়
হেমানব! ডুবদিয়ে চলে যেয়ো' অকাতরে অতল সীমায়!
শতজিহ্ব, লেলিহান, লুব্ধ সুধাতৃষা তব প্রাণরসনার
কূলে কূলে পূর্ণ করি হে মানব! রেখো, তুমি সেথা বারবার।

"দেবধানী হ'তে ধীরে মহাস্নান-রসায়ন করি' সমাপন
নিজগৃহতীর্থ পানে ফিরিতে প্রসন্ন মনে অক্লান্ত চরণ,

অমনি হেরিবে পথে,—যা'ছিল সুদূরে, তাহা অতি কাছাকাছি,—
শ্যামা পৃথ্বীতল, আর সুদূর সে বিশ্বকেন্দ্র, অতি পাশাপাশি!

"দগ্ধ ধরণীর বুকে পিপাসু অযুতনর, উর্দ্ধমুখীনারী,
নেহারিবে ক্ষিপ্ত সম বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত বুকে যাচে শান্তিবারি;
মূর্ত্ত আশ্বাসের মত ঢালিয়ো তাদের বুকে অমৃত-নবনী;
প্রাণপণে শান্তি-বার্ত্তা প্রচারি' করিও স্নিগ্ধ, শীতল, ধরণী।"

চকিতে উঠিনু জাগি;—বিমল প্রভাতী বায়ু, পাখীকলস্বর,
উষার অরুণকান্তি, জাগ্রত জীবনলীলা, আনন্দ মর্ম্মর
আলিঙ্গি রয়েছে মোরে; নিদ্রালস বুকে শুধু বাজে প্রতিধ্বনিঃ—
"অমল, অমৃতবার্ত্তা প্রচারি' করিয়ো স্নিগ্ধ, শীতল ধরণী।"



আত্মপরিচয়।

(অরণ্যকাণ্ড ৫।২৮।৩৩)

ইন্দ্রের প্রদীপ্ত কান্তি সুদূর আকাশ-পথে
ধীরে ধীরে গেল মিশাইয়া ;
গহণ দণ্ডকবনে সন্ধ্যার অরুণ-ছায়া
অতর্কিতে আসে ঘনাইয়া।
অদূরে পম্পার তীরে তপোবন-তরুশিরে
দিগ্বধূর সোণার অঞ্চল,
হোমগন্ধি সান্ধ্য-বায়ে বিকম্পিত ধীরে ধীরে ;
প্রতিচ্ছায়া নাচে ছল ছল !
স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনী ধীরগতি চলিয়াছে,—
পুণ্যধারা অনন্য-শরণা ;
পূত পূজাপুষ্পরাশি ধীর-গতি যায় ভাসি'
মাল্যদাম করিয়া রচনা।

পঞ্চম্রাপ।

আকণ্ঠ ডুবায়ে জলে, কোন ঋষি স্নানরত;
কেহ পথে সিক্তজটাভার;
জলকুম্ভ ল'য়ে শিরে বল্কল-বসনে ধীরে
চলে কত তাপস-কুমার।
স্তব্ধ সন্ধ্যা। অন্তরীক্ষে তারকামণ্ডল স্তব্ধ;
শান্ত, স্থির আশ্রমমণ্ডল;
সন্ধ্যাহূতি পান করি,' তরুণী তাপসী সমা
হোমশিখা করে ঝলমল!
সুবিশাল অগ্নিশালে জ্বলিতেছে হোমানল;
অগ্নিদীপ্ত বৃদ্ধমুনিগণ;
আশ্রম-বালক-কণ্ঠে সমীরিত সামগীতি;
শান্তিরসে ভরিছে ভুবন।
মহা-ঋষি শরভঙ্গ সুদূর নীলিমাপানে
অনিমেষ রয়েছেন চাহি';—
সায়ন্তনী শান্তি-সরে বিশাল হৃদয় তাঁর
উঠিতেছে যেন অবগাহি'!

সান্ধ্য সবনের শেষে বালকেরা বটুবেশে
তাঁরে আসি করে প্রণিপাত ;
তাঁর স্নেহদৃষ্টি হ'তে ব্রাহ্মী শোভা অপরূপ
ঝরে যেন আনন্দ প্রপাত !
হেনকালে নতশিরে প্রণমিলা পদে ধীরে
রাম, সীতা, অনুজ লক্ষ্মণ ;
মহর্ষি চকিতে উঠি, ফল পুষ্পে ভরি' মুঠি
পূত অর্ঘ্য দিলা সসম্ভ্রম !
পশু, পক্ষী, তরুলতা শিহরি' উঠিল হর্ষে,
পেয়ে এক পাবন অতিথি ;
আশ্রম-জননী বুকে উৎসরি, উৎসরি উঠে
নিখিলের প্রাণ-ভরা প্রীতি।
মহর্ষি কহিলা হাসি',— "ধন্য এ আশ্রম-ভূমি
তোমাদেরে পেয়ে এ কুটিরে ;
মোরা ঋষি বনবাসী জানিনা লৌকিক বিধি,
সৎকারিতে যোগ্য উপচারে।

সহস্র বৎসর ধরি বহুপুণ্য লোকচয়
বহুতপে করেছি অর্জন,—
হে অতিথি, অর্ঘ্যরূপে সমর্পিনু সব তোমা,
আজি তাহা করহ গ্রহণ!
শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর লোকে যত নিঃশ্রেয়স, শান্তি
ছিল মম, হউক তোমার;
লও স্নেহাশীষভরা এ সৎকার অনাময়
স্নেহবতী আশ্রম-মাতার।”
ঋষির নির্ম্মল, স্নিগ্ধ শ্রদ্ধার প্রবাহে পূত,
স্নানকরি’ রামের হৃদয়,
মধুকণ্ঠে উঠে গাহি,— “ধন্য আজি, তৃপ্ত আজি;
নাহি চাহি তব পুণ্যচয়।
“আমি নিজ তপস্যায় অকুণ্ঠিত প্রাণবলে
পুণ্যলোক করি’ আহরণ,
আত্মভূমি, শ্রেয়োভূমি শরণ, বরণ করি’
সার্থকতা লভিব চরম।

"শক্তির সাধন পথে যে আনন্দ অপর্য্যাপ্ত,
স্বতোজাগে বুকে সাধকের,
কি মধুর, ধ্রুব তাহা!— তারি' বলে হয় জিত
পুণ্যলোক যুগ যুগান্তের।
"ঘুরি ফিরি বহুদ্বার ভিক্ষালব্ধ অধিকার
দানে যাহা বহুভাগ্যে জুটে,—
আত্মার সকল গর্ব্ব হয় তাহে শুধু খর্ব্ব,—
আত্মশক্তি প্রতি পলে টুটে।
"আশীষ করুণ ঋষি! জন্ম জন্মান্তর বসি'
সুদারুণ দুঃখের সাধনে,—
সকল মানবজাতি পাক্ আত্ম-পরিচয়
সুখে, দুঃখে, উত্থানে, পতনে!"
শুনি এ উদার বাণী নিলা রামে বুকে টানি
শরভঙ্গ সৌম্য দরশন;
অদূরে স্বাধ্যায়-শেষে শান্তিঋক্ হয় গীত,
পূর্ণ করি' ভূতল, গগণ।



ভুল।

তোমরা বুঝেছ ভুল,—আমি নহি কবি।
আমি যে পথিক তুচ্ছ ; এই স্নিগ্ধচ্ছবি
হাস্যময়ী প্রকৃতির মন্দির কোণায়
বসিয়াছি দুইপল স্তব্ধ নিরালায়!
লোক লোকান্তর ব্যাপি' যুগ যুগান্তরে
ঘুরিয়াছি কতরূপে ;—চিদাকাশ' পরে
কতস্নিগ্ধ ছায়াতপ, কত বর্ণস্থুর
আনন্দ প্রবাহ কত মধুর, মধুর!
পথিক আমার মত কত শতজন
ছুটেছে আপন-হারা উল্কার মতন।
সকলেরি প্রাণস্রোত অনাদি কালের
বিশাল পরিখা-পথে বিশ্ব নিখিলের,
ছলছল ছুটিয়াছে মিলনে, সংগ্রামে

নাহি জানি জড়াইয়া কোন্ স্বর্গধামে!
শুনি আমি কান পাতি' স্রোতের কল্লোল—
এই চরাচরভরা আনন্দের রোল,—
যার অন্তরালে রাজে আনন্দময়ীর
পরাণ বিহ্বল-করা রাগিনী মদির!
সে কল্লোলে, কলরবে বিশ্ব কলেবর
প্রমত্ত পুলকভারে কাঁপে থর থর;
কিছু তার বুঝি বুঝি ব'লে মনে হয়,
কভু জাগে বিশ্বময় বিপুল সংশয়;
ছুটি কভু স্রোতোমুখে ঢালি' আপনারে,
মূক সম কভু স্তব্ধ বসি সিন্ধুপারে!
প্রাণতলে অনাহত অমৃতের ঢেউ
উৎসরি' উদ্বেলি' উঠে; বুঝেনাত কেউ!
ক্ষিপ্ত সম চিত্ত মোর ছুটে দিনযামী;
তোমরা বুঝেছ ভুল; কবি নহি আমি।

* * *

পরাগ।

কবি আমি আমি নহি কভু,—ভিখারী, কাঙাল ;
ব'সে থাকি বিছাইয়া মোর শূন্য থাল
অন্নপূর্ণা জননীর মন্দির সোপানে ;
ধূপে, দীপে, নীরাজনে, মুগ্ধ স্তবগানে,
জননীর পরিপূত স্নেহের পরশ
ঢালে মোর মর্ম্মমূলে অনন্দ অবশ।
সে মৌন প্রশান্তি মাঝে নিত্য ভুলে যাই,
ক্ষুদ্র ভিক্ষাঝুলি মোর, দুঃখের বোঝাই।
শুধু তাঁরে চেয়ে থাকা—শোনা তাঁর বাণী,
তাঁর দুয়ারের ধূলি প্রাণে ভরি' আনি
পড়ে থাকা সারাদিন,—এই মোর সুখ ;
এ গরবে নিত্য নব ভরি' উঠে বুক।
চিত্ত-মুকুরের তলে আঁকি তারি ছবি ;
কেন শুধু কর ভুল—কহ মোরে কবি ?
কবি আমি নহি, ওগো, কবি নহি আমি ;
জানেন সকল কথা মোর অন্তর্যামী।

বাক্যে মোর অর্থ নাই, গানে নাহি সুর ;
ছন্দোমাঝে গতি নাই ঝঙ্কার-নূপুর।
কথার শৃঙ্খল মাঝে বন্দী চিত্তধারা
মুক্ত রৌদ্রবায়ু লাগি কেঁদে হয় সারা !
ঊষা হ'তে সন্ধ্যা ধরি' ছুটি সারাদিন
মায়ের মন্দির বেদী করি প্রদক্ষিণ !
সারা দিবসের শ্রমে অবসন্ন হ'লে
যখন হৃদয় মন যায় মোর গ'লে,
আত্মা মোর খুঁজে শুধু অভয় আশ্রয়,—
বিপুল নিখিল যোড়া মার দেবালয়
খুলে যায় অতর্কিতে ;—পরিক্লান্ত মনে
পড়ে থাকি একপ্রান্তে অলস শয়নে।
যবে দেবালয় হ'তে সান্ধ্য আরতির
সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি উদাত্ত-গম্ভীর,
উঠে ধীরে অতিক্রমি সংসারের সীমা
সমাচ্ছন্ন করে মোরে দেবতা-মহিমা ;—

হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রে সহস্র রাগিনী
তুলে স্বর্গ সঙ্গীতের মধু রণ-রণি !
ক্ষিপ্ত স্বপ্নাবিষ্ট সম কত কিছু কহি ;—
তোমরা বুঝেছ ভুল ;—কবি আমি নহি ।



প্রতিধ্বনি।

চলেছ কোথায় ?
চাও ফিরে, চাও ফিরে, ওগো পান্থ, আজি এ নিশায় !
তোমার ধরণী কত দূরে,
পান্থশালা কোন্ বিশ্বপুরে ?
হেরিতেছ কোন চিহ্ন এ দুর্দ্দিনে রুদ্র ঝটিকায় !
ওগো পান্থ চলেছ কোথায় !

ঘাটে নাহি তরী !
ভীষণ ডাকিছে বন্যা কলস্বনা বিশ্ব-সিন্ধু ভরি' !
আকাশ মণ্ডলে ঘনঘোর
দৈত্যগণ গর্জ্জে সুকঠোর ;
ওগো পান্থ, এ নহে সময় ; ফিরে এস ত্বরা করি।
ওগো ঘাটে নাহি তরী !



সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

১ অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। ঐঃ উ ২।৪।

২ মহা পরি নিব্বাণ সুত্ত। ২।১।

৩ বিষ্ণুপুরাণ। ২।৩।

৪ ততো মাণবকসাগ্রতো মৃত্তিকাং স্বর্ণং ধান্যং শাস্ত্রং পিল্লভাগুঞ্চ উপস্থাপ্য মাতুরঙ্কাৎ কুমারং ত্যজেৎ।

৫ অন্নং বহু কুর্ব্বীত তদ্‌ব্রতম্। তৈঃ উঃ ভৃগুবল্লী।

৬ শ্রদ্ধা, পরিসমাধি, বীর্য্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা। মঃ পঃ সূঃ।

৭ ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৩।২।

৮ ঐ ২।১।

৯ Arctice Home in the Vedas

১০ (১৪৪ পৃ) গরুড়মণ্ডল = Aquila.

১১ (১৪৬ পৃ) রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড।

১২ কৌঃ উপনিষৎ।

১৩ ছাঃ ,,

১৪ ঐ ঐ

১৫ বৃহদারণ্যক উঃ।

১৬ ঐ

১৭ কোশ ইব ... ... প্রযচ্ছমে॥ ২।৪।৭।

অভিভাগোঽসি ... ... বিবাসয়॥ ২।৪।৮।

ঋতং ... ... শ্রিয়ম্॥ ২।৪।৯।

আকাশস্ত্বেষ ... . প্রযচ্ছমে॥ ২।৪।১০।

তস্মৈমে ... বৃহন্॥ ২।৪।১১

১৮ শ্রীসুক্ত।

১৯ নক্ষত্র সকল দেবগৃহ। তৈঃ ব্রাহ্মণ। ১।৫।২

২০ নক্ষত্র মণ্ডলের নাম।

২১ দেবযান পথে বিশ্বভ্রমণ। তৈঃ ব্রাহ্মণ। ১।৪।৩।

সূচী।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত

প্রণীত

ভারতী কথা।

Approved by T. B. C. Calcutta & Dacca.

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের চিরমধুর গল্পগুলি শিশুদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত। বহু চিত্রের দ্বারা মনোরম করা হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেক নূতন ছবি দেওয়া হইতেছে এবং সমগ্র গ্রন্থ হইতে সংশোধিত ও সুন্দররূপে ছাপা হইতেছে।

মূল্য—(আঁবাধা) ৳৹ আনা।

বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক।

আলবার্ট লাইব্রেরী,

ঢাকা।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত
প্রণীত

বিবাহ
ও
তাহার আদর্শ।

স্মরণাতীত কাল হইতে যে সকল পবিত্র ভাব আমাদের দাম্পত্য-জীবনের মূলে রহিয়াছে তাহার ভিত্তি হিন্দু-বিবাহের মন্ত্রে ও আচারাদিতে কিরূপভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থে অতি সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপ বয়স্কা সুলক্ষণা কুমারী বিবাহের উপযুক্তা তাহাও অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই গ্রন্থে হিন্দু বিবাহের যত শাস্ত্রবচন, যত বৈদিক মন্ত্র আছে, সকলগুলি একাধারে সংগৃহীত হইয়াছে। স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাইট মহোদয় বলেন,—"অনুরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই।"

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক।
আলবার্ট লাইব্রেরী,
ঢাকা।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি. এ,

প্রণীত।

বিবাহ ও তাহার আদর্শ।

এইরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এই নূতন। বিবাহের প্রকৃত আদর্শ কত উচ্চ তাহা এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিবাহ বিষয়ে যত বৈদিক মন্ত্র ও স্মৃতিবচন রহিয়াছে সকল মন্ত্রগুলির বিস্তৃত অনুবাদ ও আলোচনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় **শ্রীযুক্ত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, সি, আই, ই** মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"অনুরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই।"

শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, বি, এল, এম, ডি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আপনি বিবাহের আদর্শ সম্বন্ধে অকাট্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়াছেন। এই গ্রন্থে অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করা আছে। এত সংগ্রহ, এত প্রাঞ্জল ভাবে লিখা গ্রন্থ এই বিষয়ে আমি কোথাও দেখি নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার পতি শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ মিত্র এম, এ, বি, এল মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমি আপনার গ্রন্থখানি পড়িয়াছি, এবং আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত।

উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার মাননীয় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনি যে সকল শাস্ত্রবচনের দ্বারা বিবাহের আদর্শ প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা অকাট্য।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা ইণ্ডিয়ান্ মিরার (Indian Mirror) লিখিয়াছেন ঃ—

"আমরা বিবাহ ও তাহার আদর্শ গ্রন্থখানি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানিতে অনেক গবেষণা ও অকাট্য শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা বিবাহের আদর্শ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।"

ভারতী লিখিতেছেন ঃ—বিবাহ ও তাহার আদর্শ। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি, এ প্রণীত। ঢাকা, আলবার্ট লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও আলেকজান্দ্রা ষ্টীম

মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। বাল্যবিবাহ বিধি শাস্ত্রশাসিত নহে এবং হিন্দুবিবাহের আদর্শ উচ্চ ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থখানি সুচিন্তিত, আমাদিগের সুকঠিন জীবন-সমস্যার দিনে পরম উপাদেয় সামগ্রী; দিক্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীকে সুপথ দেখাইবার পক্ষেও সুনিপুণ 'গাইড্'-স্বরূপ হইয়াছে। * * * গ্রন্থকার এদিকে আমাদিগের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি বঙ্গবাসীমাত্রেরই প্রভূত কৃতজ্ঞতার পাত্র। গ্রন্থখানি প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। বহির ছাপা কাগজ সুন্দর হইয়াছে—মূল্যও অত্যন্ত সুলভ হওয়ায় প্রত্যেকেই অনায়াসে ইহার এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

প্রকাশক

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক

এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশকের নিকট কিম্বা কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা দাসগুপ্ত কোম্পানীর নিকট।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত

প্রণীত

পরাগ।

অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

এই গ্রন্থের মাত্র কয়েকটি কবিতা "সাহিত্য", "বঙ্গ-দর্শন", "ভারতী", "প্রবাসী", "সুপ্রভাত" ও "ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক কবিতা সম্পূর্ণ নূতন। এই কবিতাগুলি ভারতের সনাতন ভাব-জগতের এক নূতন দিক উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

দুই কালীতে এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। উপহার দিবার অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

মূল্য—১৲ একটাকা মাত্র। বাঁধাই—১৷৹ একটাকা আট আনা।

পরাগের প্রুফ কাপি দেখিয়া বঙ্গের যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কতিপয় মত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

১। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, এল, এল, বি, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"পরাগ" পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। "ব্যর্থযাত্রা" ও "প্রহরী" বড়ই সুন্দর লাগিল। "উদাসীর গান" ও "আকাশ" উচ্চদরের কবিতা।

"অন্নপূর্ণা জননীর মন্দির সোপানে" "শূন্য থাল বিছাইয়া" আপনি বসিয়া আছেন, তাহা আপনারই ভুল; আপনি জননীর স্নেহপূর্ণ থাল পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন; দেবী আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন বহুদিন ধরিয়া আপনি আমাদিগকে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারেন।

২। **ডাক্তার—শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, বি, এল, এম, ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—**

"পরাগে" কবিত্ব, ভাব, ভাষাবিন্যাস প্রচুর। কতকগুলি কবিতা বড়ই মধুর, যে গুলি ছোট। "অশ্রুজল", "বাঞ্ছিতার প্রতি", "উদাসীর গান" ও নিশীথে আমার ভাল লাগিয়াছে।

গ্রন্থখানির নাম "পরাগ" কেন দেওয়া হইল? ফুলের পুংকেশরে যে "পরাগরেণু" থাকে তাহার সত্ত্বা অপরিসীম। এই পুস্তকখানিতে পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি অনেক বিষয়ের প্রসঙ্গে জগৎসমস্যার অনেক মূল কথা রহিয়াছে।

প্রকাশক
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক
এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা।